সপ্তাশীতিতম অধ্যায়

মূর্তিমান বেদসমূহের প্রার্থনা

ভগবান নারায়ণের সগুণ ও নির্গুণ দিকসমূহের মহিমা কীর্তনকারী মূর্তিমান বেদগণকৃত প্রার্থনা এই অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে।

রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করছেন, যেহেতু জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ দ্বারা শাসিত জাগতিক ক্ষেত্রের সঙ্গে বেদ-সমূহ সম্পর্কিত এবং এই সকল গুণের তুলনায় *ব্রহ্ম* হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়, তাই কিভাবে বেদ-সমূহ প্রত্যক্ষভাবে পরম-তত্ত্ব, *ব্রহ্মকে* উল্লেখ করতে পারে? উত্তরে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বদরিকাশ্রমে নারদমুনি ও শ্রীনারায়ণ ঋষির মধ্যে হওয়া একটি পৌরাণিক সাক্ষাৎকার বর্ণনা করলেন। সেই পবিত্র আশ্রমে ভ্রমণ-পূর্বক নারদমুনি নিকটবর্তী কলাপ গ্রামের পরম উন্নত অধিবাসীদের দ্বারা ঋষিকে পরিবৃত দর্শন করেছিলেন। নারায়ণ ঋষি ও তাঁর পার্ষদবর্গকে প্রণাম নিবেদন করার পর নারদমুনি এই একই প্রশ্ন তার কাছে জ্ঞাপন করেছিলেন। উত্তরে নারায়ণ ঋষি, কিভাবে অনেক দিন আগে জনলোকে বাসকারী মহান ঋষিদের মধ্যেও এই একই প্রশ্ন আলোচিত হয়েছিল সেই ঘটনা বর্ণনা করলেন। একদিন এই সকল ঋষিবর্গ পরম ব্রহ্মের প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হয়ে সনন্দনকুমারকে এই বিষয়ে বলার জন্য মনোনীত করলেন। সনন্দন তাদের বর্ণনা করলেন, কিভাবে অসংখ্য মূর্তিমান বেদগণ ভগবান নারায়ণের নিঃশ্বাস থেকে প্রথম নির্গত হয়ে, সৃষ্টির ঠিক পূর্বে ভগবানের মাহাত্ম্য বিষয়ক স্তব উচ্চারণ করেছিলেন। সনন্দন তারপর সেই সকল স্তব সবিস্তারে আবৃত্তি করলেন।

জনলোকবাসীরা মূর্তিমান বেদগণের স্তবের সনন্দনকৃত আবৃত্তি শ্রবণ করে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, যা তাদের পরম ব্রহ্মের সত্য প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোকপাত করেছিল আর তারা সনন্দনকে তাদের পূজার মাধ্যমে সম্মানিত করলেন। নারদমুনিও শ্রীনারায়ণ ঋষির কাছ থেকে এই কাহিনী শ্রবণ করে সমভাবে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তারপর নারদমুনি ঋষিকে তাঁর প্রণাম নিবেদন করে তাঁর শিষ্য বেদব্যাসকে দর্শনের জন্য গমন করলেন, যাঁকে তিনি তাঁর শ্রুত সমস্ত কিছুই বর্ণনা করেছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ

ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণ্যনির্দেশ্যে নির্গুণে গুণবৃত্তয়ঃ ।
কথং চরন্তি শ্রুতয়ঃ সাক্ষাৎ সদসতঃ পরে ॥ ১ ॥

শ্রীপরীক্ষিৎ উবাচ—শ্রীপরীক্ষিৎ বললেন; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ (শুকদেব); **ব্রহ্মণি**—পরম ব্রহ্মে; **অনির্দেশ্যে**—যা কথায় বর্ণনা করা যায় না; **নির্গুণে**—নির্গুণ; **গুণ**—জড়া প্রকৃতির গুণাবলীত্রয়; **বৃত্তয়ঃ**—যার কর্মের পরিধি; **কথম্**—কিভাবে; **চরন্তি**—প্রতিপাদন করে (উল্লেখের দ্বারা); **শ্রুতয়ঃ**—বেদসমূহ; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **সৎ**—জাগতিক বস্তু; **অসতঃ**—এবং তার সূক্ষ্ম কারণসমূহ; **পরে**—পরব্রহ্মে।

অনুবাদ

শ্রীপরীক্ষিৎ বললেন—হে ব্রাহ্মণ, যাকে বাক্যে প্রকাশ করা যায় না সেই পরম ব্রহ্মকে বেদসমূহ প্রত্যক্ষভাবে কিভাবে বর্ণনা করতে পারে? বেদসমূহ জড়া প্রকৃতির গুণত্রয়কে বর্ণনা করার জন্য সীমাবদ্ধ, কিন্তু পরম-ব্রহ্ম সকল জাগতিক প্রকাশ ও তাদের কারণসমূহের অতীত হওয়ায়, তিনি হচ্ছেন নির্গুণ।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ের ভাষ্য শুরু করার আগে শ্রীল শ্রীধর স্বামী প্রার্থনা করছেন—

বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি ।
যস্যাস্তে হৃদয়ে সংবিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে ॥

"আমি ভগবান নৃসিংহদেবকে অর্চনা করি, যাঁর মুখে বাগ্মিতার পরম অধীশ্বর বাস করেন, যাঁর বক্ষে লক্ষ্মীদেবী বাস করেন এবং যাঁর হৃদয়ে চেতনার দিব্য শক্তি বাস করেন।"

সম্প্রদায়বিশুদ্ধ্যর্থং স্বীয়নির্বন্ধযন্ত্রিতঃ ।
শ্রুতিস্তুতিমিতব্যাখ্যাং করিষ্যামি যথা-মতি ॥

"আমার সম্প্রদায়কে শুদ্ধ করার কামনায় এবং কর্তব্যবদ্ধ হওয়ায় আমার উপলব্ধি অনুসারে মূর্তিমান বেদসমূহের প্রার্থনা বিষয়ে আমি সংক্ষেপে ভাষ্য প্রদান করব।"

শ্রীমদ্ভাগবতস্পূর্বৈঃ সারতঃ সন্নিষেবিতম্ ।
ময়া তু তদুপস্পৃষ্টম্ উচ্ছিষ্টম্ উপচীয়তে ॥

"যেহেতু *শ্রীমদ্ভাগবত* ইতিমধ্যেই আমার পূর্ববর্তী ব্যাখ্যাকারদের দ্বারা পূর্ণরূপে পূজিত হয়েছেন আমি কেবল তাদের পূজার উচ্ছিষ্টসমূহ চয়ন করতে পারি মাত্র।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর নিজ প্রার্থনা নিবেদন করছেন—

মম রত্নবণিগ্‌ভাবং রত্নান্যপরিচিন্বতঃ ।
হসন্তু সন্তো জিহ্রেমি ন স্বস্বান্তবিনোদকৃৎ ॥

"মূল্যবান রত্নরাজি বিষয়ে কিছু না জানা সত্ত্বেও একজন রত্ন-ব্যবসায়ী হওয়ার জন্য সাধুভক্তরা হয়ত আমাকে নিয়ে হাস্য করবেন। কিন্তু আমি তাতে লজ্জাবোধ করি না, কারণ অন্তত আমি তাঁদের চিত্তবিনোদন করতে পারব।"

ন মেঽস্তি বৈদুষ্যপি নাপি ভক্তির্বিরক্তি
রক্তির্ন তথাপি লৌল্যাৎ ।
সুদুর্গমাদেব ভবামি বেদস্তুত্যর্থ-
চিন্তামণিরাশিগৃধ্নুঃ ॥

"যদিও আমি জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্য রহিত, তবুও, যে দুর্গে বেদস্তুতির চিন্তামণি রত্নটি রয়েছে সেখান থেকে আমি তাকে লাভ করতে আকুল।"

মাং নীচতায়ামবিবেকবায়ুঃ
প্রবর্ততে পাতয়িতুং বলাচ্চেৎ ।
লিখাম্যতঃ স্বামিসনাতন
শ্রীকৃষ্ণাঙ্ঘ্রিভাস্তম্ভকৃতাবলম্বঃ ॥

"আমার নীচ অবস্থানকে চিনে নেওয়ার ব্যর্থতাগত অদূরদর্শিতার বায়ু যদি আমাকে পতিত হওয়ার ভয় দেখায়, তাই এই ভাষ্য লিখবার সময়ে আমি অবশ্যই শ্রীল শ্রীধর স্বামী, শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের দীপ্তিমান স্তম্ভসমূহকে ধরে থাকব।"

প্রণম্য শ্রীগুরুং ভূয়ঃ শ্রীকৃষ্ণং করুণার্ণবম্ ।
লোকনাথং জগচ্চক্ষুঃ শ্রীশুকং তমুপাশ্রয়ে ॥

"আমি আমার শ্রীগুরুদেব ও কৃপার সাগর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বারম্বার প্রণাম নিবেদন পূর্বক জগৎ ও তার সর্বব্যপ্ত চক্ষুর রক্ষক শ্রীশুকদেব গোস্বামীর শরণাগত হলাম।"

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের শেষে শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে বলেছিলেন—

এবং স্বভক্তয়ো রাজন্ ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্ ।
উষিত্বাদিশ্য সন্মার্গং পুনর্দ্বারবতীমগাৎ ॥

"হে রাজন, যিনি তাঁর ভক্তদের ভক্ত, সেই পরমেশ্বর ভগবান কিছুকাল তাঁর মহান ভক্তদ্বয়ের সঙ্গে অবস্থান করে, কিভাবে শুদ্ধ সাধুগণ আচরণ করেন সেই শিক্ষা তাদের প্রদান করে অবশেষে দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করলেন।" এই শ্লোকের *সন্মার্গম্* শব্দটিকে কমপক্ষে তিনভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যেতে পারে। প্রথমে *সৎ* শব্দটিকে "ভগবানের ভক্ত" অর্থে গ্রহণ করা হলে *সন্মার্গম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে "ভক্তিযোগের পথ"। দ্বিতীয়তঃ *সৎ* শব্দটির অর্থ "একজন চিন্ময় জ্ঞান আকাঙ্ক্ষী" ধরলে *সন্-মার্গম্* কথাটির অর্থ হয় "জ্ঞানের দার্শনিক পথ" যার বিষয়টি হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্ম। আর তৃতীয়ত *সৎ* শব্দটি বেদের চিন্ময় ধ্বনিকে উল্লেখ করছে ধরলে *সন্-মার্গম্* শব্দটির অর্থ হল "বৈদিক বিধিসমূহ অনুসরণের পন্থা"। *সন্মার্গম্* শব্দটির দ্বিতীয় ও তৃতীয় উভয় ব্যাখ্যাই, বেদ কিভাবে পরম ব্রহ্মকে বর্ণনা করতে পারে সেই প্রশ্নের দিকে আমাদের নিয়ে যায়।

সংস্কৃত কাব্য সমালোচনা বিদ্যার ঐতিহ্যগত শৃঙ্খলার নিরিখে শ্রীল শ্রীধর স্বামী বিস্তৃতরূপে এই সমস্যাটির বিশ্লেষণ এইভাবে করছেন—আমাদের বিবেচনা করা উচিত যে শব্দের তিন ধরনের প্রকাশ ক্ষমতা আছে যাদের শব্দ-বৃত্তি বলা হয়। মুখ্য-বৃত্তি, লক্ষণা-বৃত্তি ও গৌণ-বৃত্তি রূপে পৃথক পৃথকভাবে এরা কোন একটি শব্দের অর্থকে প্রকাশ করে। যে শব্দ-বৃত্তি শব্দের প্রাথমিক আক্ষরিক অর্থ প্রকাশ করে তাকে মুখ্য বলা হয়; এটি অভিধানগত অর্থ বা শব্দের "চিহ্নিতকরণ" করে বলে অভিধা নামেও পরিচিত। মুখ্য-বৃত্তি রূধি ও যোগ নামক আরও দুটি উপশ্রেণীতে বিভক্ত। প্রাথমিক অর্থটি যখন চলিত প্রয়োগগত ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে প্রকাশিত হয় তখন তাকে রূধি বলা হয় এবং যখন তা প্রথাগত শব্দপ্রকরণের নিয়ম অনুসারে অন্য শব্দের অর্থ হতে আহরিত হয় তখন তাকে যোগ বলা হয়।

উদাহরণস্বরূপ, যেহেতু গো (গাভী) শব্দটির আক্ষরিক অর্থ তার চলতি প্রয়োগের সঙ্গে পূর্ণরূপে সম্পর্কিত তাই এটি একটি রূধির উদাহরণ। অপরপক্ষে পাচক শব্দটি যেহেতু *পচ* (রান্নাকরা) মূল শব্দটি থেকে আরোহিত হয়ে ক প্রত্যয় যুক্ত হয়ে অর্থ নির্দেশ করছে তাই এটি হচ্ছে যোগ-বৃত্তি।

মুখ্যবৃত্তি বা প্রাথমিক অর্থ ব্যতীতও, একটি শব্দ আনুষঙ্গিক, রূপকশোভিত অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। এই ব্যবহারকে বলা হয় লক্ষণা। নিয়মটি হচ্ছে প্রদত্ত বিষয়ে মুখ্য-বৃত্তি যদি সঠিক অর্থ প্রকাশ করে থাকে তাহলে সেটিকে রূপক অর্থে না বোঝাই উচিত। কেবলমাত্র মুখ্যবৃত্তি একটি শব্দের অর্থ প্রকাশে ব্যর্থ হলেই লক্ষণা-বৃত্তিকে সঠিকভাবে মেনে নেওয়া যেতে পারে। কাব্য শাস্ত্র সমূহে লক্ষণার

কার্যকে প্রায়োগিকভাবে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে এটি কোনওভাবে আক্ষরিক অর্থের বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনকিছুকে উল্লেখ করে। এইভাবে, *গঙ্গায়াং ঘোষঃ* বাক্যাংশটির আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে "গঙ্গায় গোপগ্রাম"। কিন্তু এই ধারনাটি অসম্ভব, তাই এখানে *গঙ্গায়াম্* শব্দটিকে বরং *লক্ষণার* অর্থে বুঝতে হবে, অর্থাৎ "গঙ্গার তীরে" এখানে তীর ব্যাপারটি নদীর সঙ্গে সম্পর্কিত। গৌণবৃত্তি হচ্ছে লক্ষণার একটি বিশেষ ধরন, যেখানে অর্থটি একই রকম ভাবের দিকে বিস্তার লাভ করে। যেমন *সিংহো দেবদত্তঃ* (দেবদত্ত হচ্ছে একটি সিংহ) কথাটিতে বীর দেবদত্তকে তার সিংহতুল্য গুণাবলীর জন্য রূপক অর্থে একটি সিংহ বলা হয়েছে। কিন্তু তুলনামূলকভাবে, সাধারণ ধরনের লক্ষণার উদাহরণে প্রধানতঃ *গঙ্গায়াং ঘোষঃ* কথাটি একই রকম ভাবের সম্পর্কে যুক্ত নয় বরং তা স্থানের সম্পর্কে সম্পর্কিত।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়ের এই প্রথম শ্লোকে, কোন উপযুক্ত ধরনের শব্দ-বৃত্তির দ্বারা পরম-ব্রহ্মকে বেদের শব্দসমূহ কিভাবে উল্লেখ করতে পারে, সে সম্বন্ধে পরীক্ষিৎ মহারাজ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি প্রশ্ন করছেন—*কথং সাক্ষাৎ চরন্তি* অর্থাৎ কিভাবে বেদসমূহ প্রত্যক্ষভাবে রূঢ়-মুখ্য-বৃত্তি বা চলিত প্রয়োগ ভিত্তিক আক্ষরিক অর্থ দ্বারা ব্রহ্মকে বর্ণনা করতে পারে? চরমে, পরম ব্রহ্ম হচ্ছেন অনির্দেশ্য, নির্ণয়ের অগম্য। কিভাবে বেদসমূহ গৌণ-বৃত্তি অর্থাৎ অনুরূপ গুণ ভিত্তিক রূপক দ্বারাও ব্রহ্মকে বর্ণনা করতে পারে? বেদসমূহ হচ্ছেন *গুণ-বৃত্তয়ঃ*, গুণগত বর্ণনায় পূর্ণ আর ব্রহ্ম হচ্ছেন নির্গুণ, গুণশূন্য। স্বাভাবিকভাবেই, গুণহীন কোনকিছুর ক্ষেত্রে অনুরূপ গুণভিত্তিক রূপকের প্রয়োগ হতে পারে না। অধিকন্তু, পরীক্ষিৎ মহারাজ উল্লেখ করছেন যে ব্রহ্ম হচ্ছেন *সদ্-অসতঃ পরম্*, সকল কার্যকারণের অতীত। সূক্ষ্ম অথবা স্থূল কোনরূপ প্রকাশ অস্তিত্ব দ্বারা সম্পর্কিত না হওয়ায় যোগবৃত্তি অর্থাৎ শব্দপ্রকরণগতভাবে আহরিত অর্থ দ্বারা বা লক্ষণা অর্থাৎ রূপক দ্বারা পরম ব্রহ্ম প্রকাশিত হন না, কারণ উভয় ক্ষেত্রেই অন্য জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের কিছু সম্পর্কের প্রয়োজন।

কিভাবে বেদের শব্দাবলী পরম ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষভাবে বর্ণনা করতে পারে তা ভেবে মহারাজ পরীক্ষিৎ এইভাবে বিহ্বল হয়েছিলেন।

শ্লোক ২

শ্রীশুক উবাচ

বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃ প্রাণান্ জনানামসৃজৎ প্রভুঃ ।
মাত্রার্থং চ ভবার্থং চ আত্মনেঽকল্পনায় চ ॥ ২ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **বুদ্ধি**—জাগতিক বুদ্ধিমত্তা; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **মনঃ**—মন; **প্রাণান্**—এবং প্রাণবায়ু; **জনা-নাম্**—জীবের; **অসৃজৎ**—সৃষ্টি করলেন; **প্রভুঃ**—ভগবান; **মাত্রা**—ইন্দ্রিয় তৃপ্তির; **অর্থম্**—জন্য; **চ**—এবং; **ভব**—জন্মের (এবং তৎপরবর্তী আচরণের); **অর্থম্**—জন্য; **চ**—এবং; **আত্মনে**—আত্মার জন্য (এবং তার পরজন্মে সুখ প্রাপ্তির জন্য); **অকল্পনায়**—জাগতিক উদ্দেশ্যসমূহ হতে তাঁর চূড়ান্ত উদ্ধারের জন্য; **চ**—এবং।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—ভগবান জাগতিক বুদ্ধিমত্তা, ইন্দ্রিয় সমূহ, মন ও জীবের প্রাণ সৃষ্টি করেছেন যাতে তারা তাদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির কামনাসমূহ চরিতার্থ করতে পারে, কর্মফলে যুক্ত হয়ে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করতে পারে, ভবিষ্যত জীবনে আরো উন্নত হতে পারে এবং চরমে মুক্তি লাভ করতে পারে।

তাৎপর্য

সৃষ্টির আদিতে বদ্ধ জীব যখন ভগবান বিষ্ণুর চিন্ময় দেহ মধ্যে সুপ্ত ছিল, জীবের কল্যাণের জন্য তিনি মন, বুদ্ধি প্রভৃতির আবরণ উৎপাদনের দ্বারা সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি শুরু করলেন। এখানে বলা হয়েছে যে বিষ্ণু হচ্ছেন প্রভু অর্থাৎ স্বতন্ত্র ঈশ্বর এবং জীব হচ্ছেন তাঁর আপনজন, অর্থাৎ প্রতিপালিত। অতএব আমাদের হৃদয়ঙ্গম করা উচিত যে ভগবান সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে কেবলমাত্র জীবের জন্য সৃষ্টি করেছেন; করুণাই হচ্ছে জীবের একমাত্র উদ্দেশ্য।

জীবকে সূক্ষ্ম ও স্থূলদেহ প্রদানের মাধ্যমে ভগবান তাদেরকে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি লাভের এবং মনুষ্যরূপে ধর্ম, অর্থনৈতিক উন্নতি ও মোক্ষ লাভের জন্য সক্ষম করেছেন। প্রতিটি দেহেই জীবাত্মা ভোগের জন্য তার ইন্দ্রিয়সমূহকে ব্যবহার করে এবং যখন সে মানব শরীর প্রাপ্ত হয় তখন তাকে জীবনের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন কর্তব্যও পালন করতে হয়। যদি সে বিশ্বস্ততার সঙ্গে তার কর্তব্যসমূহ পালন করে তাহলে ভবিষ্যতে সে আরও বিশুদ্ধ ও ব্যাপক ভোগ অর্জন করবে। যদি সে তা না করে, তাহলে পতিত হবে। আর ঘটনাক্রমে আত্মা যখন জাগতিক জীবন থেকে মুক্ত হওয়ার বাসনা করে, মুক্তির পথ সর্বদাই লাভ হয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে এই শ্লোকে চ শব্দটি বারম্বার ব্যবহার, কেবলমাত্র মোক্ষই নয়, ভগবৎ প্রদত্ত সমস্ত কিছু, ধার্মিক জীবন ও যথাযথ ইন্দ্রিয় উপভোগের মাধ্যমে ধাপে ধাপে উন্নতি লাভের পথের গুরুত্বও নির্দেশ করছে।

জীবের সকল চেষ্টা সত্ত্বেও সাফল্য লাভের জন্য তাকে ভগবানের কৃপার উপরে নির্ভর করতে হয়। বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ ব্যতীত জীব কোন কিছুই অর্জন

করতে পারে না, তা সে স্বর্গে উন্নতি, জ্ঞানের মাধ্যমে পূর্ণতা অর্জন আর অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বারা পূর্ণতা প্রাপ্তিই হোক কিম্বা ভগবানের নাম শ্রবণ ও কীর্তন গুরুর দ্বারা ভক্তি যোগের পন্থা অনুসরণের মাধ্যমে শুদ্ধ ভক্তি অর্জনই হোক।

ভগবান যদি বদ্ধ জীবের কল্যাণের নিমিত্ত এই সকল সমস্ত সুবিধার আয়োজন করেন, তাহলে কিভাবে তিনি নৈর্ব্যক্তিক হতে পারেন? শেষ পর্যন্ত পরম ব্রহ্মকে নৈর্ব্যক্তিক রূপে উপস্থাপনের চেয়ে *উপনিষদে* বিস্তৃতভাবে তাঁর ব্যক্তিগত গুণসমূহের বর্ণনা করা হয়েছে। সকল নিকৃষ্টতা ও জাগতিক গুণাবলী থেকে মুক্ত *উপনিষদ* ভগবানকে এইভাবে বর্ণনা করছেন যে ভগবান হচ্ছেন সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, প্রভু ও সকলের নিয়ন্তা, সর্বজনীনরূপে পূজ্য ঈশ্বর, প্রত্যেকের কর্মফল প্রদাতা এবং সকল জ্ঞান, নিত্যতা ও আনন্দের আঁধার স্বরূপ। *মুণ্ডক উপনিষদে* (১/১/৯) বলা হয়েছে, *যঃ সর্বজ্ঞঃ স সর্ববিদ যস্য জ্ঞান-ময়ং তপঃ* অর্থাৎ "যিনি সর্বজ্ঞ, যাঁর কাছ থেকে সমস্ত জ্ঞান-শক্তি নির্গত হয়—তিনিই বিজ্ঞতম। *বৃহদারণ্যক উপনিষদে* (৪/৪/২২, ৩/৭/৩ এবং ১/২/৪) বলা হয়েছে, *সর্বস্য বশী সর্বস্যেশানঃ*, "তিনি হচ্ছেন সকলের অধীশ্বর ও নিয়ন্তা", *যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা আন্তরঃ* "তিনি, যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে বাস করেন এবং তাকে পরিব্যাপ্ত করেন" এবং *সোঽকাময়ত বহু স্যাম*, "তিনি আকাঙ্ক্ষা করেন আমি বহু হব।" একইভাবে *ঐতরেয় উপনিষদ* (৩/১১) উল্লেখ করছেন *স ঐক্ষত তৎ তেজোঽসৃজত*, "তিনি তাঁর শক্তিতে দৃষ্টিপাত করেন, তখন সেই শক্তি সৃষ্টিকে প্রকাশ করেন", আর *তৈত্তিরীয় উপনিষদ* (২/১১) ঘোষণা করছেন, *সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম* "ভগবানই হচ্ছেন অনন্ত সত্য ও জ্ঞান।"

তত্ত্বমসি "তুমিই সেই" বাক্যাংশটি (*ছান্দোগ্য উপনিষদ* ৬/৮/৭) কখনও কখনও তার স্রষ্টার সঙ্গে বদ্ধ জীবাত্মার পরম অভিন্নতার স্বীকৃতি রূপে নির্বিশেষবাদীদের দ্বারা উচ্চারিত হয়। শঙ্করাচার্য ও তাঁর অনুগামীরা কয়েকটি মহাবাক্য অর্থাৎ তাদের মতে বেদান্তের প্রয়োজনীয় তাৎপর্য প্রকাশকারী মূল বাক্যাংশগুলির একটির মর্যাদায় এই সকল কথাকে উন্নীত করেছেন। তা সত্ত্বেও বেদান্তের প্রচলিত বৈষ্ণব দর্শনের প্রধান চিন্তাবিদরা এই ভাষ্যের সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে অসম্মত। *উপনিষদ* ও অন্যান্য শ্রুতিসমূহের রীতিসম্মত অধ্যয়ন অনুসারে আচার্য রামানুজ, মধ্ব, বলদেব বিদ্যাভূষণ ও অন্যান্যরা অসংখ্য বিকল্প ব্যাখ্যা নিবেদন করেছেন।

প্রধানত যে প্রশ্নটি মহারাজ পরীক্ষিৎ এখানে নিবেদন করেছেন—"বেদসমূহ কিভাবে সরাসরিভাবে পরম ব্রহ্মের উল্লেখ করতে পারে?"—তার উত্তর শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এইভাবে প্রদান করেছেন—"ভগবান বদ্ধজীবের জন্য বুদ্ধি ও

অন্যান্য উপাদানসমূহ সৃষ্টি করেছেন।" একজন নাস্তিক এই উত্তরটিকে অবান্তর বলে প্রতিবাদ করতে পারে। কিন্তু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের ব্যাখ্যা অনুসারে শুকদেব গোস্বামীর উত্তরটি বস্তুত অবান্তর নয়। সূক্ষ্ম প্রশ্নসমূহের উত্তর কখনও কখনও পরোক্ষভাবে প্রদত্ত হওয়া কর্তব্য। যেমন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উদ্ধবের প্রতি তাঁর নির্দেশ (*ভাগবত* ১১/২১/৩৫) উল্লেখ করছেন *পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষং মম চ প্রিয়ম্*, "বৈদিক দ্রষ্টা ও মন্ত্রসমূহ গূঢ় শব্দে কার্য করে এবং আমিও এমন গূঢ় বর্ণনা দ্বারা সন্তুষ্ট হই।" বর্তমান বিষয়ে, নির্বিশেষবাদীরা, যাদের হয়ে পরীক্ষিৎ মহারাজ এই প্রশ্ন করেছেন, প্রত্যক্ষ উত্তর গ্রহণ করতে পারতেন না, পরিবর্তে তাই শুকদেব গোস্বামী একটি পরোক্ষ উত্তর প্রদান করছেন—"আপনি বলেন যে ব্রহ্মকে শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা যায় না। কিন্তু ভগবান যদি বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ সৃষ্টি না করতেন তাহলে শব্দ ও উপলব্ধির অন্যান্য বিষয়সমূহ সকলই ঠিক আপনার ব্রহ্মের মতো অবর্ণনীয় থাকত। আপনি জন্ম থেকেই অন্ধ ও বধির হতেন এবং শরীরি রূপ ও শব্দ বিষয়ে কিছুই জানতে পারতেন না, পরম ব্রহ্মের আর কি কথা। তাই, ঠিক যেমন কৃপাময় ভগবান দৃশ্য, শব্দ ইত্যাদি সংবেদনতা অন্যের কাছে বর্ণনা করার ও প্রাপ্তির উপলব্ধতার জন্য আমাদের বিভিন্ন শারীরিক সক্ষমতা প্রদান করেছেন ঠিক তেমনিভাবে তিনি কাউকে, ব্রহ্মকে হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতাও প্রদান করতে পারেন। তিনি যদি মনে করেন জাগতিক বিষয়সমূহ, গুণাবলী, শ্রেণী ও আচরণসমূহের সাধারণ সম্পর্কগুলির থেকেও আলাদাভাবে শব্দের কার্যকরীতার জন্য কিছু অসাধারণ উপায় সৃষ্টি করতে পারেন যা জীবকে পরম ব্রহ্মকে প্রকাশ করতে সক্ষম করবে। তিনি হচ্ছেন সর্বশক্তিমান প্রভু এবং তিনি সহজেই অবর্ণনীয়তাকে বর্ণনীয়তায় পরিণত করতে পারেন।"

রাজা সত্যব্রতকে ভগবান মৎস্য নিশ্চিত করেছেন যে বেদের শব্দাবলী হতে পরম ব্রহ্মকে জানা যেতে পারে—

মদীয়ং মহিমানং চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতম্ ।
বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি ॥

"তুমি আমার দ্বারা উপদিষ্ট ও অনুগৃহীত হবে এবং পরম ব্রহ্ম নামক আমার মহিমা সম্বন্ধে তোমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর তোমার হৃদয়ে প্রকাশিত হবে। এইভাবে তুমি আমার সম্বন্ধে সবকিছু জানতে পারবে।" (*ভাগবত* ৮/২৪/৩৮)

ভগবানের দ্বারা কৃপা প্রাপ্ত দিব্য অনুসন্ধিৎসা প্রবণ ভাগ্যবান আত্মাগণ পরম ব্রহ্মের প্রকৃতির সম্বন্ধে প্রশ্ন করবেন এবং ঋষিদের দ্বারা প্রদত্ত বৈদিক সাহিত্যে সংগৃহীত উত্তরসমূহ শ্রবণ করার মাধ্যমে, ভগবান ঠিক যেমন সেভাবে ভগবানকে

হৃদয়ঙ্গম করার স্তরে উন্নীত হবেন। এইভাবে, কেবলমাত্র পরম পুরুষের বিশেষ কৃপা দ্বারাই ব্রহ্ম *শব্দিতম্* "আক্ষরিকভাবে শব্দ দ্বারা প্রকাশিত" হয়ে ওঠেন। অন্যথায়, ভগবানের ব্যতিক্রমী কৃপা ব্যতীত বেদের শব্দসমূহ পরম ব্রহ্মকে প্রকাশ করতে পারে না।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর প্রস্তাব করছেন যে এই শ্লোকে শুকদেব গোস্বামী দ্বারা কথিত *বুদ্ধি* শব্দটি *মহৎ-তত্ত্বকে* নির্দেশ করছে, যার থেকে আকাশের বিভিন্ন প্রকাশ সমূহ উদ্ভূত হয়েছে, (যেমন ধ্বনি), যাকে এখানে ইন্দ্রিয় বলা হয়েছে। যেহেতু সেই বিশেষ উদ্দেশ্যটির জন্য ভগবান প্রকৃতিকে আকাশ ও ধ্বনিকে প্রকাশ করার জন্য উৎসাহিত করেন তাই *মাত্রাথম্* শব্দটির অর্থ হল "ব্রহ্মকে বর্ণনা করার জন্য দিব্য ধ্বনি ব্যবহারের জন্য।"

সৃষ্টির উদ্দেশ্যটির আরও উপলব্ধি *ভবার্থম্* ও *আত্মনে কল্পনায়* (অকল্পনায়' এর পরিবর্তে যদি কল্পনায় পাঠটি গৃহীত হয়) শব্দ দ্বারা কথিত হয়েছে। *ভবার্থম্* অর্থ হচ্ছে "জীবের কল্যাণের জন্য"। পরমাত্মার (*আত্মনে*) পূজা (*কল্পনম্*) হচ্ছে সেই উপায় যার দ্বারা জীব তাদের অস্তিত্বের দিব্য উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারে। জীব তাদের চিন্ময় শুদ্ধতার স্তরে আনয়ন করুক আর না করুক বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ হচ্ছে ভগবানের পূজায় ব্যবহৃত হওয়ার জন্য।

কিভাবে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ উভয় ভক্তরা তাদের বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়সমূহকে ভগবানের পূজায় ব্যবহার করে, *গোপাল তাপনী উপনিষদ* (পূর্ব ১২) থেকে নিম্নের উদ্ধৃতিটি উল্লেখ করে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

সৎ-পুণ্ডরীক-নয়নম্ মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্ ।
দ্বি-ভুজং মৌন-মুদ্রাঢ্যং বন-মালিনম্ ঈশ্বরম্ ॥

"তাঁর দ্বিভুজ রূপে আবির্ভূত, মেঘবর্ণময়, দিব্য নয়নপদ্ম সমন্বিত ভগবানের বসন সকল ছিল বিদ্যুত সদৃশ। তিনি একটি বনমালা পরিধান করেছিলেন এবং তাঁর সৌন্দর্য তাঁর ধ্যানমগ্ন নীরবতার ভঙ্গিমা দ্বারা বর্ধিত হয়েছিল।" ভগবানের শুদ্ধ-ভক্তদের চিন্ময় বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সমূহ সঠিকভাবে তাঁর শুদ্ধ চিন্ময় সৌন্দর্যকে অনুধাবন করতে পারে এবং ভগবান কৃষ্ণের চোখ, দেহ ও বস্ত্রের সঙ্গে যথাক্রমে পদ্ম, মেঘ ও বিদ্যুতের তুলনার মধ্যে *গোপাল তাপনী উপনিষদে* তাঁদের সেই উপলব্ধি প্রতিধ্বনিত হয়েছে। অপরপক্ষে সাধনার স্তরের ভক্তগণ, যাঁরা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য অগ্রসর হচ্ছেন, কেবলমাত্র তাঁরাই ভগবানের অসীম চিন্ময় সৌন্দর্য উপলব্ধি করেন। তৎসত্ত্বেও, শাস্ত্রীয় অনুচ্ছেদ শ্রবণ করার মাধ্যমে, যেমন *গোপাল তাপনী উপনিষদ* থেকে এই একটি, তাদের অনভিজ্ঞ সমর্থতার সীমা অনুযায়ী তাঁকে

গভীরভাবে চিন্তা করার জন্য তারা যুক্ত হন। যদিও একজন নতুন ভক্ত "আমরা আমাদের প্রভুর ধ্যান করছি" এই আনন্দ গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিভাবে ভগবানকে পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে বা তাঁর দেহের চারদিকের জ্যোতিতে দৃঢ়ভাবে ধ্যানমগ্ন হতে হবে, সেই বিষয়ে শিক্ষিত হয় না। পরমেশ্বর ভগবানও তাঁর অসীম কৃপারাশি দ্বারা চালিত হয়ে স্বয়ং মনে করেন "এইসকল ভক্তরা আমার ধ্যান করছে।" যখন তাঁরা ভগবদ্ভক্তি লাভ করে, তখন ভগবান তাদের তাঁর অন্তরঙ্গ সেবায় নিযুক্ত করে তাঁর পাদপদ্মে আশ্রয় প্রদান করেন। এইভাবে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে কেবলমাত্র তাঁর কৃপার দ্বারাই ভগবানের নিজ পরিচয় উপলব্ধি করা যায়।

শ্লোক ৩

সৈষা হ্যুপনিষদ্ব্রাহ্মী পূর্বেষাং পূর্বজৈর্ধৃতা ।
শ্রদ্ধয়া ধারয়েদ্‌যস্তাং ক্ষেমং গচ্ছেদকিঞ্চনঃ ॥ ৩ ॥

সা এষা—এই একই; **হি**—বস্তুত; **উপনিষৎ**—উপনিষদ; **ব্রাহ্মী**—পরম ব্রহ্মের সঙ্গে সম্পর্কিত; **পূর্বেষাম্**—আমাদের পূর্ববর্তী জনের (যেমন নারদমুনি); **পূর্বজৈঃ**—পূর্ববর্তীজন দ্বারা (যেমন সনক); **ধৃতা**—ধ্যান করেছিলেন; **শ্রদ্ধয়া**—বিশ্বাসের সঙ্গে; **ধারয়েৎ**—ধ্যান করেন; **যঃ**—যিনি; **তাম্**—এ বিষয়ে; **ক্ষেমম্**—চূড়ান্ত সফলতা; **গচ্ছেৎ**—প্রাপ্ত হবেন; **অকিঞ্চনঃ**—জড় সংস্পর্শ থেকে মুক্ত।

অনুবাদ

যাঁরা আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষদেরও পূর্বে আগমন করেছিলেন তাঁরাও পরম ব্রহ্মের এই গুহ্য-জ্ঞানের ধ্যান করতেন। প্রকৃতপক্ষে, যারা শ্রদ্ধার সঙ্গে এই জ্ঞানের ধ্যান করেন তাঁরা জড় আসক্তিসমূহ থেকে মুক্ত হয়ে জীবনের পরম গতি প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

পরম-ব্রহ্ম বিষয়ক এই গুহ্য জ্ঞান সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা উচিত নয়, কারণ অনাদি কাল থেকে জ্ঞানী ঋষিগণের প্রামাণিক পরম্পরার মাধ্যমে এই জ্ঞান প্রবাহিত হয়েছে। জল্পনা কল্পনা ও আচারগত ফলাফলের বিক্ষিপ্ততা পরিহার করে এই ভগবৎ-বিজ্ঞান যিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুশীলন করেন তিনি জড় দেহ ও জড় সমাজের উপাধিসমূহ পরিত্যাগ করা শিক্ষা করার মাধ্যমে পূর্ণ হয়ে ওঠার যোগ্য হন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে এই অধ্যায়ের প্রথম দুটি শ্লোকে ব্রহ্ম বিষয়ক *উপনিষদ* রূপে বিবেচনা করা যেতে পারে। শুকদেব গোস্বামী এখানে

নিজের লেখকসত্ত্বাকে প্রত্যাখ্যান করছেন এই যুক্তিতে যে এই *উপনিষদ* ইতিপূর্বে নারদমুনি দ্বারা কথিত হয়েছিল, যিনি স্বয়ং তা সনক কুমারের থেকে শ্রবণ করেছিলেন।

শ্লোক ৪

অত্র তে বর্ণয়িষ্যামি গাথাং নারায়ণান্বিতাম্ ।
নারদস্য চ সংবাদমৃষের্নারায়ণস্য চ ॥ ৪ ॥

অত্র—এ বিষয়ে; **তে**—আপনাকে; **বর্ণয়িষ্যামি**—আমি বর্ণনা করব; **গাথাম্**—কাহিনী; **নারায়ণ-অন্বিতাম্**—ভগবান নারায়ণ বিষয়ক; **নারদস্য**—নারদের; **চ**—এবং; **সংবাদম্**—কথোপকথন; **ঋষেঃ নারায়ণস্য**—শ্রীনারায়ণ ঋষির; **চ**—এবং।

অনুবাদ

এ বিষয়ে আমি ভগবান নারায়ণ বিষয়ক একটি কাহিনী আপনার কাছে বর্ণনা করব। এটি একটি কথোপকথন যা একবার শ্রীনারায়ণ ঋষি ও নারদ মুনির মাঝে সংঘটিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

এই কাহিনীতে ভগবান নারায়ণ দুইভাবে যুক্ত—বক্তা রূপে এবং বর্ণনার বিষয় রূপে।

শ্লোক ৫

একদা নারদো লোকান্ পর্যটন্ ভগবৎপ্রিয়ঃ ।
সনাতনমৃষিং দ্রষ্টুং যযৌ নারায়ণাশ্রমম্ ॥ ৫ ॥

একদা—একবার; **নারদঃ**—নারদমুনি; **লোকান্**—জগৎ; **পর্যটন্**—ভ্রমণ করতে করতে; **ভগবৎ**—ভগবানের; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়; **সনাতনম্**—সনাতন; **ঋষিম্**—ঋষি; **দ্রষ্টুম্**—দর্শন করে; **যযৌ**—গমন করলেন; **নারায়ণ-আশ্রমম্**—ভগবান নারায়ণ ঋষির আশ্রমে।

অনুবাদ

একবার ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন গ্রহসমূহে ভ্রমণ করতে করতে ভগবানের প্রিয় ভক্ত নারদ সনাতন ঋষি নারায়ণকে দর্শন করার জন্য তাঁর আশ্রমে গমন করলেন।

শ্লোক ৬

যো বৈ ভারতবর্ষেঽস্মিন্ ক্ষেমায় স্বস্তয়ে নৃণাম্ ।
ধর্মজ্ঞানশমোপেতমাকল্পাদাস্থিতস্তপঃ ॥ ৬ ॥

যঃ—যিনি; **বৈ**—বস্তুত; **ভারতবর্ষে**—পবিত্র ভারত ভূমিতে; **অস্মিন্**—এই; **ক্ষেমায়**—এই জীবনের কল্যাণের জন্য; **স্বস্তয়ে**—এবং ভবিষ্যত জীবনের কল্যাণের জন্য; **নৃণাম্**—মনুষ্যগণের; **ধর্ম**—ধর্ম; **জ্ঞান**—অপ্রাকৃত জ্ঞান; **শম**—আত্ম-সংযম; **উপেতম্**—সমৃদ্ধ; **আকল্পাৎ**—ব্রহ্মার প্রথম দিনটির শুরু থেকে; **আস্থিতঃ**—সম্পাদন পূর্বক; **তপঃ**—তপস্যাসমূহ।

অনুবাদ

ব্রহ্মার প্রথম দিনটির শুরু থেকে ভগবান নারায়ণ ঋষি এই জগৎ ও পর জগতে সকল মনুষ্যগণের কল্যাণের নিমিত্ত যথাযথরূপে ধর্মপালন, পারমার্থিক জ্ঞান ও আত্মসংযমের উদাহরণ প্রদর্শন পূর্বক এই ভারতভূমিতে তপস্যারত রয়েছেন।

শ্লোক ৭

তত্রোপবিষ্টমৃষিভিঃ কলাপগ্রামবাসিভিঃ ।
পরীতং প্রণতোঽপৃচ্ছদিদমেব কুরুদ্বহ ॥ ৭ ॥

তত্র—সেখানে; **উপবিষ্টম্**—উপবিষ্ট; **ঋষিভিঃ**—ঋষিগণ দ্বারা; **কলাপ-গ্রাম**—কলাপ গ্রামে (বদরিকাশ্রমের কাছে); **বাসিভিঃ**—যারা বাস করেন; **পরীতম্**—পরিবেষ্টিত; **প্রণতঃ**—প্রণাম নিবেদন করে; **অপৃচ্ছৎ**—তিনি প্রশ্ন করলেন; **ইদম্ এব**—এই একই প্রশ্ন; **কুরু-উদ্বহ**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

সেখানে কলাপ গ্রামের ঋষিগণ মধ্যে উপবিষ্ট ভগবান নারায়ণ ঋষির কাছে নারদ গমন করলেন। হে কুরুনায়ক, ভগবানকে প্রণাম নিবেদনের পর এই একই প্রশ্ন নারদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে প্রশ্ন আপনি আমাকে করেছেন।

শ্লোক ৮

তস্মৈ হ্যবোচদ্ভগবানৃষীণাং শৃণ্বতামিদম্ ।
যো ব্রহ্মবাদঃ পূর্বেষাং জনলোকনিবাসিনাম্ ॥ ৮ ॥

তস্মৈ—তাঁকে; **হি**—বস্তুত; **অবোচৎ**—বললেন; **ভগবান্**—ভগবান; **ঋষীণাম্**—ঋষিগণ; **শৃণ্বতাম্**—তারা যেমন শুনেছিলেন; **ইদম্**—এই; **যঃ**—যে; **ব্রহ্ম**—পরম ব্রহ্ম বিষয়ক; **বাদঃ**—আলোচনা; **পূর্বেষাম্**—প্রাচীন; **জন-লোক-নিবাসিনাম্**—জনলোকের অধিবাসীদের মধ্যে।

অনুবাদ

ঋষিগণ শ্রবণ করেছিলেন যে জনলোকবাসীদের মধ্যে সংঘটিত পরম ব্রহ্ম বিষয়ক একটি প্রাচীন আলোচনা ভগবান নারায়ণ ঋষি নারদমুনিকে বর্ণনা করলেন।

শ্লোক ৯

শ্রীভগবানুবাচ

স্বায়ম্ভুব ব্রহ্মসত্রং জনলোকেঽভবৎ পুরা ।
তত্রস্থানাং মানসানাং মুনীনাম্ ঊর্ধ্বরেতসাম্ ॥ ৯ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; **স্বায়ম্ভুব**—হে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার পুত্র; **ব্রহ্ম**—চিন্ময় ধ্বনির উচ্চারণের দ্বারা সম্পাদিত; **সত্রম্**—একটি যজ্ঞ; **জন-লোকে**—জনলোক গ্রহে; **অভবৎ**—সংঘটিত হয়েছিল; **পুরা**—অতীতে; **তত্র**—সেখানে; **স্থানাম্**—অধিবাসীগণের মধ্যে; **মানসানাম্**—(ব্রহ্মার) মন থেকে জাত; **মুনিনাম্**—মুনিগণ; **ঊর্ধ্ব**—ঊর্ধ্বমুখী (প্রবাহিত); **রেতসাম্**—যাদের বীর্য।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—হে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার পুত্র, অনেকদিন আগে একবার জনলোকনিবাসী ঋষিগণ চিন্ময় ধ্বনিসমূহ নিনাদিত করে পরম ব্রহ্মের উদ্দেশে এক মহাযজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন। ব্রহ্মার মানসপুত্র এই সকল ঋষিগণ সকলেই ছিলেন শুদ্ধ ব্রহ্মচারী।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বর্ণনা করছেন যে এখানে *সত্রম্* শব্দটি সেই বৈদিক যজ্ঞকে উল্লেখ করছে যেখানে সকল অংশগ্রহণকারীই সমানভাবে পুরোহিত রূপে সেবা করার যোগ্য। এক্ষেত্রে, জনলোকে উপস্থিত প্রত্যেক ঋষিই ব্রহ্ম বিষয়ে কথা বলার জন্য সমানভাবে উপযুক্ত ছিলেন।

শ্লোক ১০

শ্বেতদ্বীপং গতবতি ত্বয়ি দ্রষ্টুং তদীশ্বরম্ ।
ব্রহ্মবাদঃ সুসংবৃত্তঃ শ্রুতয়ো যত্র শেরতে ।
তত্র হায়মভূৎ প্রশ্নস্ত্বং মাং যমনুপৃচ্ছসি ॥ ১০ ॥

শ্বেতদ্বীপম্—শ্বেতদ্বীপে; **গতবতি**—গমন করার পর; **ত্বয়ি**—তুমি (নারদ); **দ্রষ্টুম্**—দর্শন করার জন্য; **তৎ**—সেখানকার; **ঈশ্বরম্**—ঈশ্বর (অনিরুদ্ধ); **ব্রহ্ম**—ভগবানের

প্রকৃতি বিষয়ক; **বাদঃ**—একটি আলোচনা সভা; **সু**—আগ্রহের সঙ্গে; **সংবৃত্তঃ**—অনুসৃত হয়েছিল; **শ্রুতয়ঃ**—বেদসমূহ; **যত্র**—যাঁর কাছে (ভগবান অনিরুদ্ধ, ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু নামেও যিনি পরিচিত); **শেরতে**—অবস্থান করেন; **তত্র**—তাঁর সম্বন্ধে; **হ**—বস্তুত; **অয়ম্**—এই; **অভূৎ**—উত্থিত হয়েছিল; **প্রশ্নঃ**—প্রশ্ন; **ত্বম্**—তুমি; **মাম্**—আমাকে; **যম্**—যা; **অনুপৃচ্ছসি**—পুনরায় প্রশ্ন করছ।

অনুবাদ

প্রলয়কালে যাঁর কাছে বেদসমূহ অবস্থান করেন, সেই ভগবানকে দর্শন করার জন্য তুমি যখন শ্বেতদ্বীপে গমন করেছিলে, সেইসময় জনলোকবাসীগণের মধ্যে পরম ব্রহ্মের প্রকৃতি বিষয়ে একটি সুন্দর আলোচনা শুরু হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, তুমি এখন আমাকে যে প্রশ্ন করছ সেই একই প্রশ্ন তখন উত্থিত হয়েছিল।

শ্লোক ১১

তুল্যশ্রুততপঃশীলাস্তুল্যস্বীয়ারিমধ্যমাঃ ।
অপি চক্রুঃ প্রবচনমেকং শুশ্রূষবোঽপরে ॥ ১১ ॥

তুল্য—তুল্য; **শ্রুত**—বেদ হতে শ্রুত; **তপঃ**—তপশ্চর্যা সম্পন্ন; **শীলাঃ**—চরিত্র; **তুল্য**—তুল্য; **স্বীয়**—মিত্রদের প্রতি; **অরি**—শত্রু; **মধ্যমাঃ**—এবং নিরপেক্ষ দলসমূহ; **অপি**—যদিও; **চক্রুঃ**—তারা নির্বাচিত করেছিলেন; **প্রবচনম্**—বক্তা; **একম্**—তাদের একজনকে; **শুশ্রূষবঃ**—আগ্রহী শ্রোতা; **অপরে**—অন্যান্যরা।

অনুবাদ

যদিও এই সকল ঋষিগণ বেদ অধ্যয়ন ও তপশ্চর্যার নিরিখে প্রত্যেকে প্রত্যেকের তুল্য ছিলেন এবং শত্রু মিত্র নিরপেক্ষজন বিশেষে সকলকেই সমভাবে দর্শন করতেন, তাঁরা তাদের একজনকে বক্তারূপে নির্বাচিত করে অবশিষ্টগণ আগ্রহী শ্রোতা হলেন।

শ্লোক ১২-১৩

শ্রীসনন্দন উবাচ

স্বসৃষ্টমিদমাপীয় শয়ানং সহ শক্তিভিঃ ।
তদন্তে বোধয়াং চক্রুস্তল্লিঙ্গৈঃ শ্রুতয়ঃ পরম্ ॥ ১২ ॥
যথা শয়ানং সম্রাজং বন্দিনস্তৎপরাক্রমৈঃ ।
প্রত্যূষেঽভ্যেত্য সুশ্লোকৈর্বোধয়ন্ত্যনুজীবিনঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীসনন্দনঃ—শ্রীসনন্দন (ব্রহ্মার উন্নত মানস পুত্র যিনি ঋষিগণের প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।); **উবাচ**—বললেন; **স্ব**—স্বয়ং তাঁর দ্বারা; **সৃষ্টম্**—সৃষ্ট; **ইদম্**—এই (জগৎ); **আপীয়**—প্রত্যাহৃত করে; **শয়ানম্**—শয়ন করে; **সহ**—সহ; **শক্তিভিঃ**—তাঁর শক্তিসমূহ; **তৎ**—সেই (জগৎ প্রলয় কালে); **অন্তে**—শেষে; **বোধয়াম্ চক্রুঃ**—তারা তাঁকে জাগরিত করলেন; **তৎ**—তাঁর; **লিঙ্গৈঃ**—তাঁর বৈশিষ্টসমূহের বর্ণনা সহ; **শ্রুতয়ঃ**—বেদসমূহ; **পরম্**—পরম; **যথা**—যেমন; **শয়ানম্**—নিদ্রিত; **সংরাজম্**—এক রাজাকে; **বন্দিনঃ**—তার সভাকবিগণ; **তৎ**—তার; **পরাক্রমৈঃ**—পরাক্রম সমূহ আবৃত্তি করে; **প্রত্যূষে**—প্রত্যূষে; **অভেত্য**—তার সমীপবর্তী হয়ে; **সুশ্লোকৈঃ**—কাব্যিক; **বোধয়ন্তি**—তারা জাগরিত করে; **অনুজীবিনঃ**—তার ভৃত্যগণ।

অনুবাদ

শ্রীসনন্দন উত্তর প্রদান করলেন—ইতিপূর্বে তিনি যে জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন তা প্রত্যাহার করার পর ভগবান যেন নিদ্রারত রূপে কিছু সময় শয়ন করেছিলেন এবং তাঁর সমস্ত শক্তিই তাঁর মধ্যে সুপ্ত হল। যখন পরবর্তী সৃষ্টির সময় হল, ঠিক যেভাবে কবিগণ প্রত্যূষে রাজার সমীপবর্তী হয়ে তার বিক্রমসমূহ আবৃত্তির মাধ্যমে রাজাকে জাগরিত করে রাজার সেবা করে, সেইভাবে মূর্তিমান বেদসকল ভগবানের মহিমা কীর্তনের দ্বারা তাঁকে জাগ্রত করলেন।

তাৎপর্য

সৃষ্টির সময় মহাবিষ্ণুর নিঃশ্বাস থেকে প্রথমেই বেদসকল নির্গত হয়েছিলেন এবং তাঁর যোগনিদ্রা থেকে তাঁকে উত্থিত করার মাধ্যমে মূর্তিমান রূপে তারা তাঁর সেবা করলেন। সনন্দন দ্বারা কথিত এই উক্তি নির্দেশ করছে যে সেই একই প্রশ্ন সনক ও অন্যান্য ঋষিগণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যা নারদ মুনি নারায়ণ ঋষিকে এবং মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। ভগবান মহা-বিষ্ণুর প্রতি স্বয়ং মূর্তিমান বেদসমূহের প্রার্থনার উদাহরণ প্রদানের জন্য সনন্দন প্রশ্নটির পুনরুল্লেখ করলেন। যদিও বেদগণ জানতেন, যেহেতু তিনি সর্বজ্ঞ তাই ভগবানকে তার মহিমা অবহিত করার প্রয়োজন নেই, তবুও অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তাঁকে বন্দনা করার এই সুযোগটি তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৪

শ্রীশ্রুতয়ঃ ঊচুঃ

জয় জয় জহ্যজামজিত দোষগৃভীতগুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ ।

অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধক তে
ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীশ্রুতয়ঃ-ঊচুঃ—বেদগণ বললেন; **জয় জয়**—আপনার জয় হোক, আপনার জয় হোক; **জহি**—পরাস্ত করুন; **অজাম্**—মায়ার নিত্য মায়িক শক্তি; **অজিত**—হে অপরাজেয়; **দোষ**—দোষ সৃষ্টির উদ্দেশে; **গৃভীত**—যিনি ধারণ করেছেন; **গুণাম্**—বস্তুর গুণসমূহ; **ত্বম্**—আপনি; **অসি**—হচ্ছেন; **যৎ**—কারণ; **আত্মনা**—আপনার স্বরূপে; **সমবরুদ্ধ**—সম্পূর্ণ; **সমস্ত**—সমস্ত; **ভগঃ**—ঐশ্বর্যসমূহ; **অগ**—স্থাবর; **জগৎ**—এবং জঙ্গম; **ওকসাম্**—জড়দেহধারীগণের; **অখিল**—অখিল; **শক্তি**—শক্তিসমূহ; **অববোধক**—আপনি জাগ্রত করেন; **তে**—আপনি; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **অজয়া**—আপনার জড় শক্তি দ্বারা; **আত্মনা**—এবং আপনার অন্তরঙ্গা চিন্ময় শক্তি দ্বারা; **চ**—ও; **চরতঃ**—যুক্ত করে; **অনুচরেৎ**—প্রতিপাদন করতে পারে; **নিগমঃ**—বেদগণ।

অনুবাদ

শ্রুতিগণ বললেন—হে অজিত, আপনার জয় হোক, জয় হোক। আপনার স্বরূপে আপনি সকল ঐশ্বর্য দ্বারা যথার্থরূপে পূর্ণ, তাই দয়া করে মায়ার নিত্য শক্তিকে পরাজিত করুন যিনি বদ্ধজীবের অসুবিধা সৃষ্টির উদ্দেশে প্রকৃতির গুণসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেন। হে স্থাবর জঙ্গম সকল দেহীর শক্তিসমূহ জাগ্রতকারী, কখনও কখনও আপনার জাগতিক ও অপ্রাকৃত শক্তিসমূহের সঙ্গে যখন আপনি ক্রীড়া করেন বেদসমূহ আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে মূর্তিমান বেদসমূহের প্রার্থনার অষ্ট বিংশতিটি শ্লোক (শ্লোক ১৪-৪১) প্রধান অষ্ট-বিংশতি শ্রুতিগণের প্রত্যেকের অভিমত উপস্থাপিত করছে। এই সকল প্রধান *উপনিষদ* ও অন্যান্য *শ্রুতিগণ* পরম ব্রহ্মের বিভিন্ন সান্নিধ্যের সঙ্গে নিজেদের বিজড়িত করেছেন এবং এদের মধ্যে যে সকল শ্রুতিগণ শ্রেষ্ঠ তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অবিমিশ্র, শুদ্ধ ভক্তির উপর জোর দেন। ভগবানের কাছ থেকে যা পৃথক, প্রথমে তাকে অস্বীকার করে এবং পরে তাঁর কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট ব্যাখ্যা করার দ্বারা *উপনিষদ* আমাদের মনোযোগকে ভগবানের দিকে পরিচালিত করেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই প্রার্থনার প্রথম দুটি শব্দ *জয় জয়* কে "দয়া করে আপনার পরম ঐশ্বর্য প্রকাশ করুন" অর্থে অনুবাদ করেছেন। *জয়* শব্দটি 'আনন্দ' বা 'শ্রদ্ধা' থেকে আরো একবার উচ্চারিত হয়েছে।

ভগবান প্রশ্ন করতে পারেন, "আমি কিভাবে আমার পরম ঐশ্বর্যকে প্রকাশ করব?"

কৃপা করে সকল জীবের অজ্ঞতা বিনষ্ট করার জন্য এবং তাদেরকে তাঁর পাদপদ্মে আকর্ষণ করার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করে শ্রুতিগণ উত্তর প্রদান করলেন।

ভগবান বললেন, "কিন্তু মায়া, যে জীবের উপর অজ্ঞতা আরোপ করে সে সৎ গুণাবলীতে পূর্ণ (*গৃভীত-গুণাম্*)। কেন আমি তার বিরোধিতা করব?"

"হ্যাঁ" বেদগণ উত্তর করলেন "কিন্তু, তিনি প্রকৃতির তিনটি গুণকে গ্রহণ করেছেন জীবাত্মাকে বিভ্রান্ত করার জন্য এবং মিথ্যাভাবে তাদের জড় দেহকে তাদের নিজ স্বরূপরূপে উপলব্ধি করার জন্য। অধিকন্তু তার সত্ত্ব, রজ ও তমগুণ হচ্ছে দোষযুক্ত, কারণ তাদের উপস্থিতিতে আপনি প্রকাশিত হন না।"

শ্রুতিগণ ভগবানকে *অজিত* রূপে সম্বোধন করছিলেন এই অর্থে যে "কেবলমাত্র আপনিই মায়া দ্বারা বিজিত হন না, অথচ ব্রহ্মার মতো অন্যান্যরা তাদের নিজেদের দোষ দ্বারা পরাজিত হন।" ভগবান উত্তর করলেন, "কিন্তু কি প্রমাণ তোমাদের কাছে রয়েছে যে তিনি আমাকে জয় করতে পারেন না?"

"আপনার মূল স্বরূপে আপনি ইতিমধ্যেই সকল ঐশ্বর্যের পূর্ণতা উপলব্ধি করেছেন এই সত্যের মধ্যে প্রমাণ রয়েছে।"

এই জায়গায় ভগবান অবশ্যই প্রতিবাদ করতে পারতেন যে কেবলমাত্র জীবের অজ্ঞতা দূর হওয়াই তাদেরকে তাঁর পাদপদ্মে আনয়ন করার জন্য যথেষ্ট নয়, কারণ জীবাত্মা তার অজ্ঞতা দূর করার পরও ভক্তিপূর্ণ সেবায় যুক্ত হওয়া ব্যতীত ভগবানকে প্রাপ্ত হতে পারে না। ভগবান যেমন স্বয়ং এখানে বলছেন *ভক্ত্যাহম্ একয়া গ্রাহ্যঃ* অর্থাৎ "আমি কেবল ভক্তির মাধ্যমে প্রাপ্তব্য" (*ভাগবত* ১১/১৪/২১)

এই প্রতিবাদের উত্তরে *শ্রুতিগণ* বলেন, "হে প্রভু, হে সমস্ত শক্তির জাগরণকারী, জীবের বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সমূহ সৃষ্টি করার পর আপনি তাদের কঠিন পরিশ্রম করতে এবং তাদের শ্রমের ফল উপভোগ করতে উৎসাহিত করেন। অধিকন্তু, আপনার কৃপার দ্বারা জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির উন্নত পথ অনুসরণ করার তাদের সমর্থতাকে জাগরিত করে যথাক্রমে আপনার ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান বিষয়ের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য তাদের অনুমতি প্রদান করেন। যখন জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি পূর্ণতা লাভ করে, আপনার তিনটি বিষয়ের প্রত্যেকটিতে প্রত্যক্ষভাবে আপনাকে উপলব্ধি করার জন্য আপনি জীবকে শক্তি প্রদান করেন।"

মূর্তিমান বেদগণ দ্বারা কথিত এই সকল কথার উপযুক্ত প্রমাণ যদি ভগবান দাবী করতেন, তারা সবিনয়ে উত্তর প্রদান করতেন, "আমরা নিজেরাই সেই প্রমাণ।

যদিও আপনি সর্বদা আপনার অন্তরঙ্গা শক্তির সঙ্গে বিরাজিত কোন উপলক্ষ্যে—যেমন এখন, সৃষ্টির সময়—আপনি আপনার বহিরঙ্গা মায়া শক্তির সঙ্গে মিলিত হন। এখনকার মতো, সেই সময়ে আপনার কার্যের বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে আর আপনার ক্রীড়ায়, আমরা বেদগণ আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি।

এইভাবে ভগবানের সঙ্গে তাদের ব্যক্তিগত সঙ্গ করার যোগ্যতায় সমৃদ্ধ হয়ে শ্রুতিগণ বদ্ধ জীবের বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও শক্তিকে পরম ব্রহ্মের অনুসন্ধানার্থে বিভিন্ন উপায়ে নিয়োজিত করার জন্য কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির পন্থাসমূহকে প্রকাশ করেছেন।

বহু স্থানে বেদগণ ভগবানের নিজ চিন্ময় গুণাবলীর স্তুতি করেছেন। *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* (৬/১১), *গোপাল তাপনী উপনিষদ* (উত্তর ৯৭) এবং *ব্রহ্ম উপনিষদ* (৪/১)-এ এই শ্লোকটি প্রকাশিত হয়েছেন—

একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা ।
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষীচেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ ॥

"সকল জীবের অভ্যন্তরে লুকায়িতরূপে একই ভগবান বাস করেন। তিনি সকল বস্তুতে পরিব্যাপ্ত এবং সকল জীবের হৃদয় মধ্যে সমাসীন। অন্তরে বাসকারী পরমাত্মারূপে, তিনি তাদের জাগতিক কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন। এইভাবে, তিনি স্বয়ং জাগতিক গুণাবলীহীন হয়েও, চেতনা প্রদাতা ও এক অনবদ্য সাক্ষী স্বরূপ।"

ভগবানের গুণাবলীর আরও বর্ণনা *উপনিষদের* এই সকল উদ্ধৃতিতে রয়েছে—*যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ* অর্থাৎ "যিনি সর্বজ্ঞ, যাঁর কাছ থেকে জ্ঞানের সকল শক্তি নির্গত হয়—তিনি বিজ্ঞতম।" (*মুণ্ডক উপনিষদ* ১/১/৯); *সর্বস্য বশী সর্বস্যেশানঃ* অর্থাৎ "তিনি প্রত্যেকের প্রভু ও নিয়ন্তা" (*বৃহদারণ্যক উপনিষদ* ৪/৪/২২); এবং *যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যান্তরোযং পৃথিবী ন বেদঃ* অর্থাৎ "যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে বাস করে তাকে পরিব্যাপ্ত করেন, যাকে পৃথিবী জানে না" (*বৃহদারণ্যক উপনিষদ* ৩/৭/৩)।

শ্রুতির বহু উক্তিতে সৃষ্টিতে ভগবানের ভূমিকা বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। *বৃহদারণ্যক উপনিষদে* (১/২/৪) বলা হয়েছে—*সোহকাময়ত বহুস্যাম্*—"তিনি আকাঙ্ক্ষা করলেন, 'আমি বহু হব'। *সোহকাময়ত* ব্যাক্যাংশটি (তিনি আকাঙ্ক্ষা করলেন") এখানে এই অর্থ প্রকাশ করছে যে ভগবানের ব্যক্তিত্বটি নিত্য, এমনকি সৃষ্টির পূর্বেও পরম ব্রহ্ম আকাঙ্ক্ষা প্রাপ্ত হতেন এবং আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে ব্যক্তির কাছে এক অনবদ্য অঙ্গ। একইভাবে *ঐতরেয় উপনিষদে* (৩/১১) বলা হয়েছে *স ঈক্ষত*

তত্তেজোঽসৃজৎ, "তিনি দর্শন করলেন আর তাঁর শক্তি, সৃষ্টিকে সৃজন করল"। এখানে *তৎ-তেজঃ* শব্দটি ভগবানের অংশ প্রকাশ মহাবিষ্ণুকে উল্লেখ করছে, যিনি মায়ার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জাগতিক সৃষ্টিকে প্রকাশ করলেন। অথবা *তৎ-তেজঃ* ভগবানের নির্বিশেষ ব্রহ্ম বৈশিষ্টকেও উল্লেখ করতে পারে, যা সর্বব্যাপ্ত ও নিত্য বর্তমান।

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৪০) বর্ণনা করা হয়েছে—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্ ।
তদ্ ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তম্ অশেষভূতং
গোবিন্দম্ আদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি মহাশক্তিধর আদি পুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি। তাঁর চিন্ময় রূপের দীপ্তিমান জ্যোতি হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্ম, যা পরম, সম্পূর্ণ ও অসীম এবং যা কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন ঐশ্বর্য সমন্বিত অসংখ্য নক্ষত্রের বৈচিত্রতা প্রদর্শন করে।"

এই শ্লোকের উপসংহারে, শ্রীল শ্রীধর স্বামী প্রার্থনা করছেন—

জয় জয়াজিত জহ্যঅগজঙ্গমা-
বৃতিম্ অজাম্ উপনীত-মৃষা-গুণাম্ ।
ন হি ভবন্তম্ ঋতে প্রভবন্ত্যমী
নিগমগীতগুণার্ণবতা তব ॥

"আপনার জয় হোক, আপনার জয় হোক, হে অজিত! সকল স্থাবর ও জঙ্গম জীবকে যিনি আচ্ছন্ন করেন, যিনি মোহগুণসমূহের উপর আধিপত্য করেন, আপনার সেই সনাতন মায়ার প্রভাবকে দয়া করে পরাজিত করুন। আপনার প্রভাব বিনা মহাসাগররূপ আপনার চিন্ময় গুণাবলী কীর্তন করার জন্য এই বৈদিক মন্ত্রসমূহ সকলই শক্তিহীন।"

শ্লোক ১৫

বৃহদুপলব্ধমেতদবযন্ত্যবশেষতয়া
যত উদয়াস্তময়ৌ বিকৃতের্মৃদি বাবিকৃতাৎ ।
অত ঋষয়ো দধুস্ত্বয়ি মনোবচনাচরিতং
কথমযথা ভবন্তি ভুবি দত্তপদানি নৃণাম্ ॥ ১৫ ॥

বৃহৎ—পরম রূপে; **উপলব্ধম্**—উপলব্ধ; **এতৎ**—এই (জগৎ); **অবযন্তি**—তারা বিবেচনা করে; **অবশেষতয়া**—অস্তিত্বের সর্বব্যাপ্ত ভিত্তি হওয়ার নিরিখে; **যতঃ**—যেহেতু; **উদয়**—উৎপত্তি; **অস্তম্**—এবং লয়; **বিকৃতেঃ**—একটি বিকারের; **মৃদি**—মৃত্তিকার; **বা**—যেন; **অবিকৃতাৎ**—(পরম স্বয়ং) বিকারের বিষয় না হওয়ায়; **অতঃ**—সুতরাং; **ঋষয়**—(বৈদিক মন্ত্র সঙ্কলনকারী) ঋষিগণ; **দধুঃ**—স্থিত; **ত্বয়ি**—আপনাতে; **মনঃ**—তাদের মন; **বচন**—বচন; **আচরিতম্**—এবং আচরণ; **কথম্**—কিভাবে; **অযথা**—তাদের মতো নয়; **ভবন্তি**—হয়ে উঠল; **ভুবি**—ভূমিতে; **দত্ত**—স্থাপিত; **পদানি**—পদক্ষেপসমূহ; **নৃণাম্**—মানুষের।

অনুবাদ

হে প্রভো, ঘটাদি বিকৃত পদার্থের যেমন মাটিতেই উৎপত্তি ও লয় হয়ে থাকে, তেমনই যে অবিকৃত ব্রহ্মবস্তুর মধ্যে নিখিল বিশ্বের উৎপত্তি-প্রলয়াদি সাধিত হচ্ছে সেই ব্রহ্মবস্তু (আপনি) একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন; অতএব মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ আপনার প্রতিই যাবতীয় মনোবাক্য চরিত অর্থাৎ মন্ত্রবাক্যের তাৎপর্য এবং অভিধানসমূহ নির্ণয় করেছেন, কিন্তু বিভিন্ন বিকার সমূহের উদ্দেশ্যে তা নির্ণয় করেননি। যেহেতু মানুষেরা মাটি, পাথর, ইট ইত্যাদি যে স্থানেই পদার্পণ করে সে সমস্ত যেমন ভূমিতেই নিহিত হয়, তেমনই বেদমধ্যে কোন স্থলে বিকারি দেবগণের মাহাত্ম্য বর্ণিত থাকলেও তা বস্তুত সর্বকারণের কারণস্বরূপ আপনারই প্রতিপাদক হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

হয়ত কিছু সন্দেহ থাকতে পারে যে পরমেশ্বর ভগবানকে অভিন্নরূপে গণ্য করার সময় বৈদিক মন্ত্রসমূহ সর্বসম্মত ছিল কি না। অবশেষে কিছু মন্ত্র উল্লেখ করছে *ইন্দ্রোযাতোঽবসিতস্য রাজা* অর্থাৎ "সকল স্থাবর জঙ্গম জীবের রাজা হচ্ছেন ইন্দ্র" (*ঋগ্বেদ* ১/৩২/১৫), যখন অন্যেরা বলছেন *অগ্নির্মূর্ধা দিবঃ*, "অগ্নিই হচ্ছেন স্বর্গের প্রধান" এবং এরপরেও অন্যান্য মন্ত্রসমূহ বিভিন্ন বিগ্রহকে পরমরূপে উল্লেখ করছেন। ফলে মনে হতে পারে যে বেদসমূহ এক বহুঈশ্বরবাদী বিশ্ব ধারণা উপস্থাপন করছে।

এই সন্দেহের উত্তর প্রদান করে বেদগণ স্বয়ং এই শ্লোকে বর্ণনা করছেন যে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির কেবল একটিই উৎস রয়েছে, যাকে ব্রহ্মণ বা 'বৃহৎ' বলা হয়, যা সকল অস্তিত্বের পরিব্যাপ্তকারী ও অবলম্বন স্বরূপ একমাত্র সত্য। ইন্দ্র বা অগ্নির মতো কোন সসীম বিগ্রহ যেমন এই অনবদ্য ভূমিকা পূর্ণ করতে পারে না, তেমনি শ্রুতিও এরকম একটি ধারণা প্রস্তাব করার মতো এতটা অজ্ঞ নয়। *ত্বয়ি* শব্দটি দ্বারা এখানে যেমন ইঙ্গিত করা হয়েছে যে ভগবান বিষ্ণুই হচ্ছেন একমাত্র পরম ব্রহ্ম। ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাগণ হয়ত নানাভাবে বন্দিত হতে পারেন কিন্তু তারা

কেবল সেই সকল ক্ষমতারই অধিকারী যা ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাদের জন্য অনুমোদন করেন।

বৈদিক ঋষিগণ হৃদয়ঙ্গম করেছেন যে ইন্দ্র ও অগ্নি সমেত, চক্ষু, কর্ণ ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুধাবনীয় সমস্ত কিছুই—এই সমগ্র জগৎ, এক পরম সত্য, পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন, যাকে 'বৃহৎ' বলা হয়, কারণ তিনি হচ্ছেন অবশেষ অর্থাৎ "চূড়ান্ত সার, যা থেকে যায়"। সৃষ্টির সময় ভগবান থেকে সমস্ত কিছু বিস্তার লাভ করে এবং প্রলয়ে তাঁর মধ্যে সমস্ত কিছু লয় প্রাপ্ত হয়। নিরন্তর ভিত্তি রূপে জাগতিক প্রকাশের পূর্বে ও পরে তিনিই বর্তমান থাকেন, দার্শনিকগণ যাকে *উপাদান* রূপে অবগত। অসংখ্য প্রকাশ তাঁর মধ্য থেকে নির্গত হচ্ছে এই সত্য সত্ত্বেও, ভগবান নিত্য অপরিবর্তনীয় রূপে বর্তমান—*অবিকৃতাৎ* শব্দটির মাধ্যমে শ্রুতিগণ এখানে বিশেষভাবে এই ভাবটির উপর জোর দিয়েছেন।

মৃদি বা (যেমন মৃত্তিকার ক্ষেত্রে) কথাটি পরোক্ষ একটি সুপরিচিত সাদৃশ্যের কথা বলে যা *ছান্দোগ্য উপনিষদে* (৬/৪/১) উদালক দ্বারা তার পুত্র শ্বেতকেতুর উদ্দেশে বলা হয়েছিল—*বাচারম্ভনং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্য এব সত্যম্* "জড় জগতের বস্তুসমূহ শুধুমাত্র ভাষা দ্বারা ব্যাখ্যাত রূপান্তরসমূহে, নাম রূপে বর্তমান থাকে, কিন্তু যে মৃত্তিকা হতে ঘট প্রস্তুত হয়েছে সেই উপাদান কারণই হচ্ছে প্রকৃত সত্য।" এক তাল মাটি বিভিন্ন ঘট, মূর্তি ইত্যাদির উপাদান কারণ হলেও মাটি স্বয়ং অপরিবর্তিত থাকে। ঘটনাক্রমে ঘট ও অন্যান্য বস্তুসমূহ বিনষ্ট হবে এবং তারা যেখান থেকে এসেছিল সেই মাটিতে মিশে যাবে। একইভাবে ভগবান হচ্ছেন সামগ্রিকভাবে উপাদান কারণ যদিও তিনি নিত্যত্ব রূপান্তর দ্বারা স্পর্শহীন থাকেন। এই হচ্ছে *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম* (*ছান্দোগ্য উপনিষদ* ৩/১৪/১) কথাটির তাৎপর্য। এই রহস্যে বিস্মিত হয়ে মহান ভক্ত গজেন্দ্র প্রার্থনা করছেন—

নমো নমস্তেঽখিলকারণায় নিষ্কারণায়দ্ভুতকারণায়

"আপনি সমস্ত সৃষ্টির মূল স্বরূপ, আপনাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম নিবেদন করি। আপনি সর্বকারণের পরম কারণ আর তাই আপনার কোন কারণ নেই।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৮/৩/১৫)

কি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে এবং কি বেদসমূহে প্রকৃতিকে সৃষ্টির উপাদান কারণ রূপে বিবেচনা করা হয়। এর ফলে ভগবানই যে পরম কারণ এই চরম সত্যের সঙ্গে কোন বিরোধ থাকে না কারণ প্রকৃতি হচ্ছে তাঁরই শক্তি এবং প্রকৃতি স্বয়ং পরিবর্তনের বিষয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/২৪/১৯) শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

প্রকৃতির্যস্যোপাদানমাধারঃ পুরুষঃ পরঃ ।
সতোঽভিব্যঞ্জকঃ কালো ব্রহ্ম তত্ত্রিতয়ন্ত্বহম্ ॥

"*প্রকৃতি* তার মূল উপাদান ও চূড়ান্ত অবস্থা হওয়ায় এই জড় ব্রহ্মাণ্ড হচ্ছে বাস্তব। ভগবান মহাবিষ্ণু হচ্ছেন প্রকৃতির বিশ্রাম স্থান যা কাল শক্তি দ্বারা প্রকাশিত হয়। এইভাবে প্রকৃতি, সর্বশক্তিমান বিষ্ণু ও সময়, এই আমি পরম ব্রহ্ম হতে ভিন্ন নয়।" প্রকৃতি যদিও রূপান্তরিত হয়, কিন্তু তার অধীশ্বর পরম পুরুষ তা হন না। *প্রকৃতি* হচ্ছে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি, কিন্তু তাঁর অন্য আরেকটি শক্তি রয়েছে—তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি—যা *স্বরূপভূতা*, তাঁর অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হতে অভিন্ন। স্বয়ং তাঁর মতো, ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিও কখনও জড় পরিবর্তনের বিষয় হন না।

তাই, ঋষিগণ যাঁরা বেদের মন্ত্রসমূহকে ধ্যানের জন্য গ্রহণ করেন এবং তাদেরকে মানব কল্যাণার্থে পরিচালিত করেন, বেদের মন্ত্রসমূহ, প্রধানত তাঁদের মনোযোগকে ভগবানের দিকে পরিচালিত করেন। বৈদিক ঋষিগণ তাঁদের মন ও বাক্যের আচরণসমূহকে পরিচালনা করেন, তাই বলা হয় যে তাঁদের উচ্চারণের অন্তর্নিহিত ও আক্ষরিক অর্থ (*অভিধা-বৃত্তি*) সর্বপ্রথমে তাঁর দিকে (ভগবান) এবং কেবলমাত্র গৌণভাবে ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতারূপ প্রকৃতির ভিন্ন রূপান্তরের দিকে পরিচালিত হয়।

একজন মানুষের পদক্ষেপ যেমন, তা সে কাদা, পাথর বা ইট যার উপরেই স্থাপন করা হোক না কেন তা ভূমিতলকে স্পর্শ করতে ব্যর্থ হয় না, তেমনি বেদসমূহ জাগতিক উৎপন্নতার আয়ত্তের মধ্যে যাই আলোচনা করুন না কেন, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে পরম-ব্রহ্মকেই বর্ণনা করে। সামগ্রিক বাস্তবতার সঙ্গে এর বিষয়ের সম্পর্কটিকে উপেক্ষা করে জড় সাহিত্য সীমিত প্রপঞ্চকে বর্ণনা করে, কিন্তু বেদগণ সর্বদা তাদের দর্শনকে ভগবানের উপর কেন্দ্রীভূত করেন। *ছান্দোগ্য উপনিষদে* যেমন প্রতিপন্নিত হয়েছে যে *মৃত্তিকেত্য এব সত্যম্* এবং *সর্বং খল্বিদম্ ব্রহ্ম*, বাস্তবতাকে তখনই যথাযথরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায় যখন অস্তিত্বের জন্য সবকিছুকে পরম ব্রহ্মের উপর নির্ভরশীল হতে দর্শন করা হয়। একমাত্র ব্রহ্ম হচ্ছেন বাস্তব, কারণ ব্রহ্ম হচ্ছেন পরম ও সর্বকারণের কারণ। এইভাবে *সত্যম্* শব্দটি যেভাবে *মৃত্তিকেত্য এব সত্যম্* বাক্যাংশে ব্যবহৃত হয়েছে তা অন্য প্রসঙ্গে "উপাদান কারণ" রূপে স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়েছে—

যদুপাদায় পূর্বস্তু ভাবো বিকুরুতে পরম্ ।
আদিরন্তো যদা যস্য তৎ সত্যমভিধীয়তে ॥

"একটি জড় বস্তু, যা প্রয়োজনীয় উপাদান সমূহের এক মিশ্রণ, রূপান্তরের মাধ্যমে আরেকটি জড় বস্তু সৃষ্টি করে। এইভাবে একটি-সৃষ্ট বস্তু আরেকটি সৃষ্ট বস্তুর কারণ ও ভিত্তি হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট ব্যাপারকে সত্য বলা যেতে পারে যে, যে বস্তুটি তার উৎপন্ন হওয়ার কারণ ও মূল, সে সেই বস্তুটির মূল প্রকৃতির অধিকারী।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/২৪/১৮)

ব্রহ্মন্ শব্দটি বিশ্লেষণ করে শ্রীল প্রভুপাদ *লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ* গ্রন্থে লিখছেন—"*ব্রহ্মন্* শব্দটি সবকিছুর পরম ও সবকিছুর পালককে নির্দেশ করছে। নির্বিশেষবাদিরা আকাশের বিশালতা দেখে আকর্ষিত হয়, কিন্তু তাদের জ্ঞান ভাণ্ডারের দরিদ্রতাবশত তাঁরা কৃষ্ণের বিশালতা দ্বারা আকৃষ্ট হয় না। যদিও আমাদের বাস্তব জীবনে আমরা কোন বড় পাহাড়ের বিশালতায় আকৃষ্ট না হয়ে ব্যক্তির বিশালতায় আকৃষ্ট হই। প্রকৃতপক্ষে *ব্রহ্মন্* শব্দটি কেবল কৃষ্ণের জন্য প্রযোজ্য; তাই *ভগবদ্গীতায়* অর্জুন স্বীকার করেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরব্রহ্ম।

কৃষ্ণ হচ্ছেন পরম ব্রহ্ম কারণ তিনি অসীম জ্ঞানসম্পন্ন, অনন্ত শক্তি সম্পন্ন, অনন্ত বিক্রমসম্পন্ন, অনন্ত প্রভাব সম্পন্ন, অনন্ত সৌন্দর্য ও অনন্ত বৈরাগ্য সম্পন্ন। তাই *ব্রহ্মন্* শব্দটি কেবলমাত্র কৃষ্ণের জন্যই প্রয়োগ করা যেতে পারে। অর্জুন দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যেহেতু নির্বিশেষ ব্রহ্ম হচ্ছে কৃষ্ণের চিন্ময় দেহের কিরণরূপ নির্গত জ্যোতি, কৃষ্ণ হচ্ছেন পরমব্রহ্ম। সমস্ত কিছুই ব্রহ্মে স্থিত, কিন্তু ব্রহ্ম স্বয়ং কৃষ্ণে স্থিত। তাই কৃষ্ণ হচ্ছেন পরমব্রহ্ম। জাগতিক উপাদানসমূহকে কৃষ্ণের নিকৃষ্ট শক্তিরূপে গ্রহণ করা হয় কারণ কৃষ্ণ ব্যতীত তাদের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দ্বারা মহাজগতের প্রকাশ সংঘটিত হয় এবং প্রলয়ের পর পুনরায় তা তাঁর সূক্ষ্ম শক্তি রূপে কৃষ্ণের দেহে প্রবেশ করে। কৃষ্ণ তাই সৃষ্টি ও প্রলয় উভয়েরই কারণ।"

সারমর্মরূপে শ্রীল শ্রীধর স্বামী প্রার্থনা করছেন—

দ্রুহিণবহ্নিরবীন্দ্র-মুখামরা
জগদ্ ইদং ন ভবেৎ পৃথগুত্থিতম্ ।
বহু-মুখৈর্যপিমন্ত্রগণৈর্যজস্
ত্বম্ উরুমূর্তির অতো বিনিগদ্যসে ॥

"শিব, অগ্নি, সূর্য ও ইন্দ্র প্রমুখ দেবতাগণ এবং জগতের জীবগণের কারুরই আপনাকে ব্যতীত স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্ভব নয়। বেদের মন্ত্র সমূহ যদিও বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা হয়েছে কিন্তু তারা সকলই, অসংখ্য রূপে প্রকাশিত অজ ভগবান, আপনার সম্বন্ধে বলছে।"

শ্লোক ১৬

ইতি তব সুরয়স্ত্র্যধিপতেঽখিললোকমল-
ক্ষপণকথামৃতাব্ধিমবগাহ্য তপাংসি জহুঃ ।
কিমুত পুনঃ স্বধামবিধূতাশয়কালগুণাঃ
পরম ভজন্তি যে পদমজস্রসুখানুভবম্ ॥ ১৬ ॥

ইতি—এইভাবে; **তব**—আপনার; **সুরয়ঃ**—জ্ঞানী সাধুগণ; **ত্রি**—তিনের (ত্রিলোক অথবা ত্রিগুণ); **অধিপতে**—হে অধিপতি; **অখিল**—অখিল; **লোক**—জগৎ; **মল**—দূষণ; **ক্ষপণ**—যা ক্ষয় করে; **কথা**—আলোচনার; **অমৃত**—অমৃত; **অব্ধিম্**—সাগরে; **অবগাহ্য**—গভীরভাবে ডুব দিয়ে; **তপাংসি**—তাদের ক্লেশ; **জহুঃ**—পরিত্যাগ করেছে; **কিম্ উত**—আর কি বলার আছে; **পুনঃ**—আরও; **স্ব**—তাদের নিজেদের; **ধাম**—শক্তি দ্বারা; **বিধুত**—দূরীভূত; **আশয়**—তাদের মনের; **কাল**—এবং সময়ের; **গুণাঃ**—(অনাকাঙ্ক্ষিত) গুণসমূহ; **পরম**—হে পরম; **ভজন্তি**—পূজা করি; **যে**—যে; **পদম্**—আপনার সত্য প্রকৃতি; **অজস্র**—অবিচ্ছিন্ন; **সুখ**—সুখের; **অনুভবম্**—(সেখানে যা) প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

অতএব, হে ত্রিভুবনপতি, জ্ঞানীগণ, জগতের সকল কলুষ দূরকারী আপনার বিষয়ক কথামৃত সাগরের গভীরে ডুব দিয়ে সকল দুঃখ থেকে মুক্ত হন। হে ভগবান, তাহলে যারা পারমার্থিক শক্তির দ্বারা তাদের মনের কু-অভ্যাস দূরীভূত করে ও নিজেদেরকে কাল মুক্ত করে, এর মধ্যে অবিচ্ছিন্ন সুখ প্রাপ্ত হয়ে আপনার সত্য প্রকৃতিকে আরাধনা করতে সমর্থ হয়, তাদের সম্বন্ধে আর কি বলার আছে?

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে পূর্ববর্তী শ্লোকে যে সকল শ্রুতির পরম ব্রহ্মের উপস্থাপনাকে নির্বিশেষ মনে হতে পারে, তাঁরা তাঁদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। এখন, এই শ্লোকে যাঁরা কেবলমাত্র ভগবানের দিব্য ব্যক্তিত্বকে আলোকপাত করছেন, যাঁরা ভগবানের চিন্ময় লীলাসমূহের কথা বলছেন তাঁরা তাঁর স্তুতি করার জন্য মনোযোগী হয়েছেন।

যেহেতু সকল বেদ সর্বকারণের পরম কারণ স্বরূপ পরমেশ্বর ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেন, বিভেদ বিচারী ব্যক্তিদেরও তাই তাঁর পূজা করা উচিত। বুদ্ধিমান ভক্তরা তাঁর মহিমার সমুদ্রে ডুব দিয়ে সকল আত্মার ক্লেশ দূর করতে সাহায্য করেন এবং জড় জীবনের প্রতি তাদের নিজেদের উগ্র আসক্তিকে শিথিল করেন।

এই সকল উন্নত ভক্তরা ধীরে ধীরে কর্ম, জ্ঞান ও যোগের কষ্টকর তপশ্চর্যার অতীত জীবনের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে সকল জাগতিক আসক্তি ত্যাগ করেন।

এই সকল ভক্তগণের পরে রয়েছেন সুরিগণ যারা পারমার্থিক সত্যে সুপণ্ডিত, যারা নিজেদের ভগবৎ মহিমার সুধা সমুদ্রে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত করে সেই সমুদ্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। ভগবানের এইসকল পরিণত ভক্তগণ অকল্পনীয় পূর্ণতা অর্জন করেন। তাদের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার প্রতিদানে ভগবান তাদেরকে তাঁর নিজ রূপ হৃদয়ঙ্গম করার শক্তি দান করেন। পরমানন্দের সঙ্গে ভগবানের অন্তরঙ্গ লীলাসমূহ ও পার্ষদগণের স্মরণ করে আপনা থেকেই তারা মানসিক কলুষ থেকে এবং জরা ব্যাধির অনিবার্য যন্ত্রণার অনুভব থেকে মুক্ত হন।

ভক্তির বিশুদ্ধকরণ শক্তির উল্লেখ করে শ্রুতিগণ বলছেন *তদ্‌যথা পুষ্কর পলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্তে এবম্ এবম্বিদি পাপং কর্ম ন শ্লিষ্যতে*—"ঠিক যেমন জল পদ্মপত্রে লিপ্ত হয় না, তেমনি পাপও এইভাবে সত্যকে জ্ঞাতজনে লিপ্ত হয় না"। *শতপথ ব্রাহ্মণ* (১৪/৭/২৮); *তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ* (৩/১২/৯/৮); *বৃহৎ-আরণ্যক উপনিষদ্* (৪/৪/২৮); এবং *বৌধায়ন ধর্মশাস্ত্র* (২/৬/১১/৩০) সকলেই একমত যে *ন কর্মণা লিপ্যতে পাপকেন* "এইভাবে কেউ পাপকর্ম দ্বারা কলুষিত হয়ে ওঠাকে পরিহার করতে পারেন।"

ঋগবেদে (১/১৫৪/১) ভগবানের লীলাকে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে—*বিষ্ণোর্নুকং বীর্যানি প্রবোচং যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি* "কেবলমাত্র তিনিই, যিনি জগতের সমগ্র ধূলিকণা গণনা করতে সক্ষম, তিনি ভগবান বিষ্ণুর বিক্রম সমূহ সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করতে পারেন।" বহু শ্রুতি মন্ত্রে ভগবানের প্রতি ভক্তির বন্দনা করা হয়েছে, যেমন *একো বাসী সর্বগো যেহনুভজন্তি ধীরাস্ / তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্*—"তিনিই সেই একমাত্র সর্বত্র বিরাজমান ভগবান ও নিয়ন্তা; কেবলমাত্র সেই সকল জ্ঞানী আত্মাগণ যারা তাঁর ভজনা করেন, তারা নিত্য সুখ প্রাপ্ত হন, অন্য কেউই তা প্রাপ্ত হন না।"

এই বিষয়ে শ্রীল শ্রীধর স্বামী প্রার্থনা করছেন—

সকলবেদগণেরিতসদ্‌গুণস্
ত্বম্ ইতি সর্বমনীষীজনা রতাঃ ।
ত্বয়ি সুভদ্রগুণশ্রবণাদিভিস্
তব পদস্মরণেন গতক্লমাঃ ॥

"যেহেতু সকল বেদগণ আপনার চিন্ময় গুণসমূহ বর্ণনা করে তাই সকল মনস্বীগণ আপনার সর্বশুভপ্রদ গুণাবলীসমূহ শ্রবণ ও কীর্তনের জন্য আকৃষ্ট হন। এইভাবে আপনার পাদপদ্মদ্বয় স্মরণ করার মাধ্যমে তারা সকল জড় ক্লেশ থেকে মুক্ত হন।"

শ্লোক ১৭

দৃতয় ইব শ্বসন্ত্যসুভৃতো যদি তেঽনুবিধা
মহদহমাদয়োঽণ্ডমসৃজন্ যদনুগ্রহতঃ ।
পুরুষবিধোঽন্বয়োঽত্র চরমোঽন্নময়াদিষু যঃ
সদসতঃ পরং ত্বমথ যদেষ্ববশেষমৃতম্ ॥ ১৭ ॥

দৃতয়ঃ—হাপরের গুরুগম্ভীর গর্জন; **ইব**—মতো; **শ্বসন্তি**—তারা শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করে; **অসুভৃতঃ**—জীবন্ত; **যদি**—যদি; **তে**—আপনার; **অনুবিধাঃ**—বিশ্বস্ত অনুগামী সকল; **মহৎ**—সমস্ত জড় শক্তি; **অহম্**—মিথ্যা অহংকার; **আদয়ঃ**—এবং সৃষ্টির অন্যান্য উপাদান; **অণ্ডম্**—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড; **অসৃজন্**—সৃষ্টি করেছিল; **যৎ**—যাঁর; **অনুগ্রহতঃ**—কৃপা দ্বারা; **পুরুষ**—জীবের; **বিধঃ**—বিশেষরূপ অনুসারে; **অন্বয়ঃ**—যাঁর অনুপ্রবেশে; **অত্র**—এই সবের মধ্যে; **চরমঃ**—চরম বা পরম; **অন্নময়-আদিষু**—অন্নময়াদি প্রকাশের মধ্যে; **যঃ**—যিনি; **সৎ-অসতঃ**—স্থূল ও সূক্ষ্ম পদার্থ থেকে; **পরম্**—স্বতন্ত্র; **ত্বম্**—আপনি; **অথ**—এবং এ ছাড়াও; **যৎ**—যা; **এষু**—এগুলির মধ্যে; **অবশেষম্**—মূল; **ঋতম্**—সত্যপদার্থ।

অনুবাদ

যারা জীবিত প্রাণীদের মতো শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে শুধু মাত্র তারাই আপনার অনুগামী হয়; তা নাহলে তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস কামারের হাপরের ন্যায় হয়ে থাকে। শুধু আপনার কৃপা বলেই মহৎ-তত্ত্ব ও মিথ্যা অহংকারজাত উপাদানসমূহ এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছে। অন্নময়াদিরূপে পরিচিত, জীবের সঙ্গে জীবের মতোই জড় দেহ ধারণকারী আবির্ভূত সকলের মধ্যে আপনিই পরম পুরুষ। স্থূল ও সূক্ষ্ম পদার্থ থেকে স্বতন্ত্র আপনিই প্রকৃত সত্য-পদার্থ বলে আখ্যাত।

তাৎপর্য

যে তার সবচেয়ে উপকারী হিতাকাঙ্ক্ষী সম্বন্ধে অজ্ঞ বলে তাঁর সেবায় অক্ষম, তার কাছে জীবন উদ্দেশ্যহীন। এরূপ ব্যক্তির শ্বাসকার্যের সঙ্গে কামারের হাপরের বায়ু সঞ্চালনের কোন তফাৎ নেই। মানবজীবন লাভ বদ্ধ-আত্মার কাছে একটা অপূর্ব সুযোগ। কিন্তু জীব তার পরম পুরুষের থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকলে তার অপার্থিব অপমৃত্যু ঘটে। *শ্রীঈশোপনিষদের* কথায় (৩),

অসুর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥

"আত্মঘাতী ব্যক্তি যেই হোক না কেন, সে অবশ্যই বিশ্বাসহীন অন্ধকারাচ্ছন্ন অজ্ঞানতাপূর্ণ লোকে প্রবেশ করে।" *অসুর্যাঃ* অর্থ 'অসুরগণের অর্জিত', এবং তারা ভগবানের প্রতি ভক্তিহীন। *অগ্নি পুরাণে* এই সংজ্ঞার উল্লেখ আছে—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ ।
বিষ্ণুভক্তিপরো দৈব আসুরস্তদ্ বিপর্যয়ঃ ॥

"এই লোকে দুই প্রকারের সৃষ্ট প্রাণী আছে—দেবতা ও অসুর। যারা বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ তারা দেবতা, আর যারা বিষ্ণুভক্তি বিরোধী তারা অসুর।"

তেমনই, *বৃহদারণ্যক উপনিষদেও* (৪/৪/১৫) বলা হয়েছে, *ন চেদ্ অবেদীন মহতী বিনষ্টিঃ.....যে তদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবোপযান্তি*—"পরম পুরুষকে যে জানে না, তার অবশ্যই চরম ধ্বংসসাধন হয়....যাঁদের শ্রীভগবানের উপলব্ধি হয় তাঁরা অমরত্ব লাভ করেন, কিন্তু যাদের সেই উপলব্ধি হয় না তাদের শাস্তি ভোগ অবশ্যম্ভাবী।" অজ্ঞানতাজনিত দুঃখকষ্টের হাত থেকে মুক্ত হতে হলে ব্যক্তিকে অবশ্যই কৃষ্ণভাবনামৃত জানতে হবে। এই জাগরণের পদ্ধতিটি কঠিন নয়, কেননা *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* ভগবান কৃষ্ণ আমাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছেন (৯/৩৪)—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবম্ আত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥

"তোমার মনকে আমার ভাবনায় নিযুক্ত কর, আমাকে প্রণাম কর এবং আমার পূজা কর। সম্পূর্ণরূপে আমাকে আশ্রয় করে তুমি অবশ্যই আমাকে লাভ করবে।" অযোগ্যতা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও শুধু ইচ্ছার বলেই পরমেশ্বরের আস্থাবান ও বিশ্বস্ত সেবক হওয়া যায়। *কঠ উপনিষদে* (২/২/১৩) বলা হয়েছে,

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্ ।
তং পীঠগং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরস্
তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥

"নিত্যের মধ্যে যিনি পরম নিত্য, চেতনের মধ্যে যিনি পরম চেতন, এক হয়েও যিনি বহু প্রাণীর কাম্যবস্তু বিধান করেন। তাঁকে যে সকল জ্ঞানীব্যক্তি আত্মস্থ দেখেন তাদেরই নিত্য শান্তি লাভ হয়, অন্যের নয়।"

কোনটি জীবিত, এবং কোনটি মৃত? জড়বাদী অভক্তদের দেহ-মনে জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পেলেও তাদের এই বাহ্যরূপ প্রতারণাপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে, নিজের

দৈহিক অস্তিত্বের ওপর বদ্ধ-আত্মার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে বর্জ্য পদার্থ নিঃসৃত করতে হয়, মাঝে মাঝে অসুস্থ হতে হয়, এবং ফলস্বরূপ জরাগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হয়। সে তার অনিচ্ছাকৃতভাবে মনের মধ্যে ক্রোধ, লালসা ও অনুশোচনা পোষণ করে কষ্ট পায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই অবস্থাকে *যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া* (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৬১) বা অসহায়ভাবে যন্ত্রচালিত শকটে আরোহণ বলে বর্ণনা করেছেন। আত্মা নিঃসন্দেহভাবে জীবিত, এটা অপ্রত্যাহৃত, কিন্তু জীবের অজ্ঞতাবশত সেই অন্তরাত্মা আবৃত হয়ে আছে এবং জীব তা বিস্মৃত হয়েছে। স্বয়ং চালিত মন এবং প্রকৃতির নির্দেশ পালনকারী দেহ আত্মার সুপ্ত বাসনা চরিতার্থ করতে চাপ সৃষ্টি করে। মায়াবদ্ধ জীবকে আহ্বান করে *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* (২/৫) বলছেন,

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা তা যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ ॥

"দিব্যস্থান অধিকারী হে অমৃতের পুত্রগণ, আপনারা শ্রবণ করুন।"

সুতরাং, একদিকে স্বাভাবিকভাবে যে জড়দেহকে জীবন্ত বলে মনে হয়—প্রকৃতপক্ষে তা হল প্রকৃতি দ্বারা নিপুণভাবে পরিচালিত জড় যন্ত্র বিশেষ। অপরপক্ষে, জড়বাদীরা যাকে সানন্দে জড় পদার্থরূপে মনে করে সেটা নিজের বুদ্ধিবৃত্তির চেয়ে অধিক শক্তিশালী। বৈদিক সভ্যতা প্রকৃতির পশ্চাতে থাকা বুদ্ধিকে দেবতাদের বুদ্ধি বলে স্বীকার করে। কারণ দেবতারা বিভিন্ন উপাদানের ওপর কর্তৃত্ব করে এবং সর্বোপরি পরমেশ্বর ভগবানই সর্বময় কর্তা। জীবন্ত শক্তির কোন প্রেরণা বা নির্দেশ ছাড়া কোন পদার্থই সুসঙ্গতভাবে কাজ করতে পারে না। *ভগবদ্গীতায়* (৯/১০) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ততে ॥

"হে কুন্তীপুত্র, আমার শক্তিস্বরূপা এই জড়া প্রকৃতি আমার নির্দেশ মতো কাজ করে স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থের সৃষ্টি করছে। এই নিয়মের অধীনে বার বার এই জড় জগতের সৃষ্টি ও বিনাশ হচ্ছে।"

সৃষ্টির প্রারম্ভে, শ্রীভগবান মহাবিষ্ণু সুপ্ত জড়া-প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করছেন। এইরূপে জাগরিত হয়ে সূক্ষ্ম প্রকৃতি অধিক বাস্তবরূপে রূপায়িত হতে শুরু করে —প্রথমে মহৎ-তত্ত্ব তারপর প্রকৃতির গুণত্রয়ের প্রত্যেকটির সঙ্গে যুক্ত মিথ্যা অহংবোধের সূচনা হয়; তারপর ক্রমান্বয়ে মন, বুদ্ধি, জ্ঞান এবং পঞ্চভূত ও তাদের নিয়ন্ত্রক দেবতাদের সঙ্গে বিভিন্ন জড় উপাদানের সৃষ্টি হয়। পৃথকভাবে প্রকাশিত

হওয়ার পরও বিভিন্ন উপাদানের জন্য দায়ী দেবতারা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বিশেষ করুণা আরও একবার প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যক্ষ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিতে একত্রে কাজ করতে সক্ষম হন না। *শ্রীমদ্ভাগবতের* তৃতীয় স্কন্ধে (৩/৫/৩৮-৩৯) এর বর্ণনা করা হয়েছে—

এতে দেবাঃ কলা বিষ্ণোঃ কালমায়াংশলিঙ্গিনঃ ।
নানাত্বাৎ স্বক্রিয়ানীশাঃ প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়ো বিভুম্ ॥

দেবা ঊচুঃ

নমাম তে দেব পদারবিন্দং প্রপন্নতাপোপশমাতপত্রম্ ।
যন্মূলকেতা যতয়োঽঞ্জসোরু-সংসারদুঃখং বহিরুৎক্ষিপন্তি ॥

"উল্লিখিত ভৌতিক উপাদানগুলির নিয়ন্ত্রণকারী দেবতারা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শক্ত্যাবিষ্ট কলা। তাঁরা বহিরঙ্গা শক্তির অধীন শাশ্বত কালের প্রভাবে দেহ ধারণ করেন, এবং তাঁরা তাঁর বিভিন্ন অংশ। তাঁদের ওপর ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন কার্যকলাপের ভার অর্পণ করা হয়েছিল, এবং সেগুলি সম্পাদন করতে অক্ষম হয়ে তাঁরা কৃতাঞ্জলিপুটে পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে মনোমুগ্ধকর প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন। দেবতারা বললেন, 'হে ভগবান! আপনার চরণারবিন্দ শরণাগত জীবদের কাছে একটি ছাতার মতো, যা তাঁদের সংসারের সমস্ত ক্লেশ থেকে রক্ষা করে। সেই আশ্রয়ে আশ্রিত মহর্ষিগণ সমস্ত জড়জাগতিক ক্লেশ দূরে ছুড়ে ফেলে দেন। তাই আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।' "

সম্মিলিত দেবতাদের প্রার্থনা শুনে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর শুভেচ্ছা প্রদর্শন করেন (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৩/৬/১-৩)—

ইতি তাসাং স্বশক্তীনাং সতীনামসমেত্য সঃ ।
প্রসুপ্তলোকতন্ত্রাণাং নিশাম্য গতিমীশ্বরঃ ॥
কালসংজ্ঞাং তদা দেবীং বিভ্রচ্ছক্তিমুরুক্রমঃ ।
ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বানাং গণং যুগপদাবিশৎ ॥
সোঽনুপ্রবিষ্টো ভগবাংশ-চেষ্টারূপেণ তং গণম্ ।
ভিন্নং সংযোজয়ামাস সুপ্তং কর্ম প্রবোধয়ন্ ॥

"এইভাবে ভগবান মহত্তত্ত্ব আদি তাঁর নিজস্ব শক্তির পরস্পর অমিলিতভাবে অবস্থানের জন্য বিশ্ব রচনার প্রসুপ্ত ভাব শ্রবণ করলেন। পরম শক্তিমান ভগবান তখন তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি কালিকাসহ ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন।

এই বহিরঙ্গাশক্তি কালীই বিভিন্ন উপাদানগুলিকে সংশ্লিষ্ট করেন। এইভাবে যখন পরমেশ্বর ভগবান তাঁর শক্তির দ্বারা ওই সমস্ত তত্ত্বে প্রবেশ করলেন, তখন সমস্ত জীব বিভিন্ন কার্যকলাপে প্রবৃত্ত হল, ঠিক যেমন মানুষ ঘুম থেকে উঠে কর্মে প্রবৃত্ত হয়।"

কৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ পাঁচ প্রকার অহংস্তরের দ্বারা আবৃত আত্মার ব্যাখ্যা করেছেন। "এই দেহাভ্যন্তরে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং সবশেষে আনন্দময়রূপে জীবনের পাঁচটি প্রকোষ্ঠ আছে। [*তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লীতে* এগুলির উল্লেখ আছে।] জীবনের প্রারম্ভে প্রত্যেক জীবই খাদ্য-সচেতন হয়। শিশুই হোক বা পশুই হোক প্রত্যেকেই উৎকৃষ্ট খাদ্য পেলে তুষ্ট হয়। সচেতনতার এই স্তরে, আহার্য গ্রহণই যেখানে লক্ষ্য, তাকে বলে অন্নময়। *অন্ন* অর্থ 'খাদ্য'। এরপর জীব সচেতনায় বেঁচে থাকতে চায়। কোনরূপ আক্রমণ বা বিনাশ ব্যতিরেকে কেউ যদি তার জীবন অতিবাহিত করতে চায়, তবে সে নিজেকে সুখী বলে ভাবে। এই স্তরকে প্রাণময় বা জীবের অস্তিত্ব সচেতনতার স্তর বলে। এই স্তরের পর জীব যখন মনের স্তরে অবস্থান করে, তখন সেই স্তরকে বলা হয় মনোময় স্তর। জড় সভ্যতা প্রাথমিকভাবে এই তিনটি স্তরে অবস্থিত—অন্নময়, প্রাণময় এবং মনোময়। সভ্য লোকের প্রথম কাজ আর্থিক উন্নতি, পরের কাজ হল ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা, আর তার পরের কাজ কল্পনা, জীবনের মূল্যের প্রতি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি।

"কেউ যদি দার্শনিক জীবনের বিবর্তন পদ্ধতির দ্বারা বুদ্ধিগত জীবনের স্তরে পৌঁছতে পারে এবং বুঝতে পারে যে সে এই জড়দেহ নয়, সে হল জীবাত্মা, তখন তার অবস্থান হয় বিজ্ঞানময় স্তরে। তখন চিন্ময় জীবনের বিবর্তনের দ্বারা সে পরম পুরুষ ভগবানকে, বা পরমাত্মাকে উপলব্ধি করে। শ্রীভগবানের সঙ্গে কারও সম্পর্কের উন্নতি হলে এবং ভগবৎসেবা-কার্য সম্পাদিত হলে জীবনের সেই স্তরকে কৃষ্ণভাবনামৃত বা আনন্দময় স্তর বলে। আনন্দময় হল জ্ঞান ও অবিনশ্বর যশপূর্ণ আনন্দময় জীবন। *বেদান্ত-সূত্রে* বলা হয়েছে *আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ*। পরম ব্রহ্ম ও অধীনস্থ ব্রহ্ম, বা পরম করুণাময় ভগবান ও জীব উভয়েই প্রকৃতিগতভাবে আনন্দময়। যতক্ষণ পর্যন্ত জীব—*অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময়*—জীবনের এই চারটি নিম্নস্তরে অবস্থিত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা জীবনের জড় অবস্থায় আছে বলে বিবেচিত হয়, কিন্তু যখনই জীব *আনন্দময়* স্তরে পৌঁছায় তখনই সে মুক্ত আত্মারূপে অভিহিত হয়। *ভগবদ্গীতায়* এই *আনন্দময়* স্তরকে ব্রহ্মভূত স্তর বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে জীবনের এই ব্রহ্মভূত

স্তরে কোন দুশ্চিন্তা বা কামনা থাকে না। সকল জীবের প্রতি সমানভাবে সহৃদয়ভাবাপন্ন হলে এই *ব্রহ্মভূত* স্তরের সূচনা হয়। তারপর এটা কৃষ্ণভাবনামৃতের দিকে প্রসারিত হয়, যেখানে জীবাত্মা পরম পুরুষের সেবাকার্যের জন্য লালায়িত হয়ে ওঠে। ভগবৎ সেবার অগ্রগতির জন্য যে আকাঙ্ক্ষা সেটা জড় জীবনের ইন্দ্রিয় তর্পণের আকাঙ্ক্ষা থেকে ভিন্ন। অন্যভাবে বলা যায় চিন্ময় জীবনেও আকাঙ্ক্ষা থাকে, কিন্তু সেটা বিশুদ্ধ হয়ে যায়। আমাদের ষড়রিপু বিশুদ্ধ হলে *অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়* এবং *বিজ্ঞানময়*—এই সকল জড়স্তর থেকে জীব মুক্ত হয়, এবং তারা সর্বোচ্চ আনন্দময় স্তরে উন্নীত হয়।"

"মায়াবাদী দার্শনিকেরা আনন্দময় স্তরকে ভগবানের সঙ্গে মিলিত হয়ে যাওয়ার স্তর বলে মনে করে। তাদের কাছে *আনন্দময়* মানে হল পরমাত্মা ও জীবাত্মা এক। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হল একত্ব বলতে এটা বোঝায় না যে, ব্যক্তি সত্ত্বা বাদ দিয়ে পরমাত্মার সঙ্গে মিশে যাওয়া। চিন্ময় অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে যাওয়া হল পরমেশ্বরের সঙ্গে শ্রীভগবানের অবিনশ্বরত্ব ও জ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গির গুণগত একত্বের উপলব্ধি। কিন্তু ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হলেই প্রকৃত *আনন্দময়* স্তর লাভ করা যায়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় সেটা প্রতিপন্ন হয়েছে, *মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।* পরম পুরুষ ও জীবের মধ্যে ভালবাসার বিনিময় হলেই *ব্রহ্মভূত আনন্দময় স্তর* সম্পূর্ণ হয়। জীবনের *আনন্দময়* স্তরে না পৌঁছালে জীবের শ্বাস-প্রশ্বাস কামারশালায় কামারের হাপরের বায়ু সঞ্চালনের মতো, তার আয়ুষ্কাল বৃক্ষের আয়ুষ্কালের মতো, এবং সে হীনস্তরের পশু উট, শূকর ও কুকুরের চেয়ে কিছু উন্নত নয়।"

মায়ার আবরণে আবদ্ধ জীব যেমন কর্মবন্ধনে আবদ্ধ, পরমাত্মা সেরূপ আবদ্ধ নন। বরং এই সকল জড় আবরণের সঙ্গে পরমাত্মার সম্পর্ক হল বৃক্ষশাখার ফাঁক দিয়ে স্পষ্ট দৃশ্যমান চাঁদের সঙ্গে সম্পর্কের মতো। পরমাত্মা হলেন *সদসৎ পরম,* তিনি *অন্নময়* আদির সূক্ষ্ম ও স্থূল প্রকাশের প্রতি সর্বদা দিব্যভাবময়, যদিও তিনি তাদের মধ্যে সকল কার্যাবলীর অনুমোদনকারী সাক্ষিরূপে প্রবেশ করেছেন। তাদের শেষ যুক্তি হিসাবে বলা হয়েছে—এক অর্থে পরমাত্মা হলেন সৃষ্টির সুস্পষ্ট ফলের সঙ্গে অভিন্ন, কিন্তু তাঁর স্বরূপে তিনি হলেন স্পষ্ট। এই দ্বিতীয় অর্থে তিনি হলেন একমাত্র *আনন্দময়,* পঞ্চ কোশের শেষ কোশ। তাই *শ্রুতিগণ* তাঁকে অবশিষ্ট উপাদান রূপে সম্বোধন করছেন। *তৈত্তিরীয় উপনিষদের* (২-৭) শ্লোকেও এর উল্লেখ আছে—*রসো বৈ সঃ।* পরমেশ্বর ভগবান তাঁর স্বরূপের মাঝে ভগবৎ সেবার রস উপভোগ করেন এবং জীব এই প্রকার রস আস্বাদন করেই সুখী হয়ে থাকে। *রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতিঃ* "তিনি রসস্বরূপ, আর এই রস

উপলব্ধি *জীব* পূর্ণানন্দ লাভ করে।" অথবা এই শ্লোকে, মূর্ত *বেদের* ভাষায় পরমাত্মা হলেন *ঋতম্*, যাকে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী "মহামুনির উপলব্ধি" বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মতে সকল নির্ভরযোগ্য শাস্ত্রের শেষ কথা *রসো বৈ সঃ* এই বাণীর অন্তর্ভুক্ত অসীম দিব্য আনন্দরূপে প্রকাশিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ। *শ্রীগোপাল-তাপনী শ্রুতিতে* (উত্তর ১৬) উল্লেখ আছে, *যোঽসৌজাগ্রৎ-স্বপ্নসুষুপ্তিমাতীত্য তুর্য্যাতীতো গোপালঃ*—"গোপাল কৃষ্ণ ভগবান শুধুমাত্র জাগরণ, স্বপ্ন ও গভীর নিদ্রা সম্বন্ধেই সচেতন ছিলেন না, শুদ্ধ চতুর্থ জগৎ সম্পর্কেও দিব্য সচেতন ছিলেন।" *আনন্দময়* পরমাত্মা হলেন ভগবান শ্রীগোবিন্দের এক বিশেষ আকৃতি মাত্র। তাঁর ঘোষিত বাণী *বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ*—"আমি আমার এক অংশের দ্বারা সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছি।" (*ভগবদ্গীতা* ১০/৪২)

এইভাবে শ্রুতি কৌশলে নিরূপণ করেছেন যে পরম পুরুষ শ্রীভগবানের বিভিন্ন রূপের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণই পরম প্রকাশ। এই উপলব্ধির পরেই শ্রীনারদমুনি ভগবান নারায়ণ ঋষির সম্মুখে দাঁড়িয়ে ওপরে এই বলে প্রণাম নিবেদন করেছেন—*নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়ামলকীর্তয়ে* (শ্লোক ৪৬)

শ্রীল শ্রীধর স্বামী নিম্নে উল্লিখিত শ্লোকের ওপর তাঁর মন্তব্যসহ উপসংহার টেনেছেন—

নরবপুঃ প্রতিপাদ্য যদি ত্বয়ি শ্রবণ-বর্ণন-সংস্মরণাদিভিঃ ।
নর-হরে ন ভজন্তি নৃণাম্ ইদং দৃতি-বদুচ্ছ্বসিতং বিফলং ততঃ ॥

"হে ভগবান নরহরি, এই নরদেহ প্রাপ্ত জীবেরা যদি আপনার পূজন, আপনার কথা শ্রবণ, আপনার মহিমা কীর্তন, স্মরণ এবং অন্যান্য ভক্তিমূলক ক্রিয়া সম্পাদন না করে, তবে তারা কামারের হাপরের মতো বৃথাই জীবন-ধারণ করে।"

শ্লোক ১৮

উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্ ।
তত উদ্গাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে ॥ ১৮ ॥

উদরম্—উদর; **উপাসতে**—উপাসনা করে; **যে**—যে; **ঋষি**—মুনিদের; **বর্ত্মসু**—গৃহীত পদ্ধতি অনুসারে; **কৃর্প**—স্থূল; **দৃশঃ**—তাদের দৃষ্টি; **পরিসর**—সেখান থেকে সকল নাড়ি উদ্ভূত হয়েছে; **পদ্ধতিম্**—গ্রন্থি; **হৃদয়ম্**—হৃদয়; **আরুণয়ঃ**—আরুণি মুনি সম্প্রদায়; **দহরম্**—সূক্ষ্ম; **ততঃ**—তারপর; **উদ্‌গাৎ**—(আত্মা) উদ্‌গত হয়; **অনন্ত**—হে অনন্ত ব্রহ্ম; **তব**—আপনার; **ধাম**—উপলব্ধি-স্থান; **শিরঃ**—মস্তকে; **পরমম্**—পরম লক্ষ্য-স্থল; **পুনঃ**—পুনরায়; **ইহ**—এই সংসারে; **যৎ**—যা; **সমেত্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **ন পতন্তি**—তারা পতিত হয় না; **কৃত-অন্ত**—মৃত্যুর; **মুখে**—মুখে।

অনুবাদ

মহান ঋষিদের দ্বারা স্থাপিত পদ্ধতির অনুসারীদের মধ্যে স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ উদরস্থিত ব্রহ্মের উপাসনা করে থাকেন, কিন্তু আরুণি সম্প্রদায় যাবতীয় নাড়ীসমূহের উৎসস্বরূপ হৃদয়ে অবস্থিত সূক্ষ্ম বস্তুরই উপাসনা করেন। হে অনন্ত ব্রহ্ম, এই সকল উপাসক সেই হৃদয় থেকে পরম জ্যোতির্ময় মস্তকে তাদের বিবেককে জাগ্রত করে, যেখানে তারা আপনাকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে পারে। তারপর ব্রহ্মরন্ধ্রের ভিতর দিয়ে চরম লক্ষ্যস্থলের দিকে গিয়ে সেই স্থলে পৌঁছায় যেখান থেকে তারা আর মৃত্যুমুখে পতিত হয় না।

তাৎপর্য

এখানে ধ্যানযোগ শিক্ষাদাতা শ্রুতিগণ পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তন করছেন। যোগের বিভিন্ন পদ্ধতি হল অধিকাংশের ক্রমোন্নয়ন এবং চিত্তবিক্ষেপের পূর্ণ সুযোগ। তৎসত্ত্বেও যোগের নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি হল পরমাত্মার ধ্যান, যাঁর প্রাথমিক আবাস জীবাত্মার পাশে হৃদয়-অভ্যন্তরে। হৃদয়ে এই পরমাত্মার প্রকাশ খুবই সূক্ষ্ম এবং তা উপলব্ধি করা কঠিন। শুধুমাত্র উন্নত যোগীরাই সেই পরমাত্মার উপলব্ধি করতে পারেন।

নবদীক্ষিত ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিগণ মূলশক্তির কোন এক নিম্ন কেন্দ্রে, যেমন মেরুদণ্ডের নিম্নভাগে মূলাধার চক্রে, নাভিদেশে স্বাধিষ্ঠান চক্রে বা উদর প্রদেশে মণিপুর চক্রে পরমাত্মার দ্বিতীয় উপস্থিতির ওপর আলোকপাত করে প্রায়ই অনুশীলন করে থাকেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিম্নে উল্লিখিতভাবে মণিপুর চক্রে পরমাত্মারূপে তাঁর প্রকাশের উল্লেখ করেছেন—

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্ ॥

"আমি জঠরাগ্নিরূপে প্রাণীগণের দেহ আশ্রয় করে প্রাণ ও অপান বায়ুর সংযোগে চার প্রকার খ্যাদ্য পরিপাক করি।" (*ভগবদ্‌গীতা* ১৫/১৪) ভগবান বৈশ্বানর খাদ্য

পরিপাক ক্রিয়া পরিচালনা করেন এবং সাধারণভাবে পশু, মানুষ ও দেবতাদের চলচ্ছক্তি প্রদান করেন। শ্রুতিগণের বিচারে যাঁরা ভগবানের এই রূপের উপাসনায় মগ্ন তারা কূর্প বা "ধূলি আচ্ছাদিত দৃষ্টি সম্পন্ন" অর্থাৎ স্থূল দৃষ্টি সম্পন্ন।

অপরপক্ষে, আরুণি নামে উচ্চতর যোগীরা হৃদয়স্থ জীবের ভিতরে বসবাসকারী সঙ্গীরূপে পরমাত্মাকে আরাধনা করেন। পরমেশ্বর শ্রীভগবান তাঁর অধীনস্থ সকলকে জ্ঞানশক্তি দান করেন এবং সমস্ত রকম বাস্তব বুদ্ধি দ্বারা উৎসাহিত করেন। রক্ত সঞ্চালনের মূলাধার জড় হৃদয়ের ন্যায় সূক্ষ্ম হৃদয়-চক্র নাড়ীরূপে শরীরের বহির্দেশে প্রসারিত। এই সকল নাড়ী যথেষ্ট বিশুদ্ধ হলে আরুণি ঋষিরা হৃদয়দেশ পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয়ে ব্রহ্মচক্রে উত্থিত হন। এই চক্র ব্রহ্ম-রন্ধ্রের মাধ্যমে দেহ ত্যাগকারী ঋষিরা সরাসরি পরমপুরুষ শ্রীভগবানের রাজ্যে পৌঁছে যান। সেখান থেকে আর তাঁদের পুনর্জন্মের প্রয়োজন হয় না। এইরূপে সঠিকভাবে অনুসৃত ধ্যানযোগের অনিশ্চিত পদ্ধতিতেও শুদ্ধ ভক্তি লাভ করা যায়।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর অনেক *শ্রুতি-মন্ত্র* উচ্চারণ করেছেন, যেগুলি *উদরং ব্রহ্মেতি শার্করাক্ষা উপাসতে হৃদয়ং ব্রহ্মেত্যারুণয়ো ব্রহ্মাহৈবৈতা ইত ঊর্ধ্বং ত্বেবোদসর্বং তচ্ছিরোঽশ্রয়তে*—এই শ্লোকটির প্রতিটি শব্দে প্রতিধ্বনিত। "উদরস্থ ব্রহ্মাকে শনাক্ত করতে তাদের দৃষ্টি ধূলি আচ্ছাদিত, অপরদিকে আরুণ আদি ঋষিগণ হৃদয়স্থিত ব্রহ্মের উপাসনা করেন। প্রকৃত ব্রহ্ম-উপলব্ধ ব্যক্তি ব্রহ্ম-রন্ধ্রে প্রকাশিত শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করবার জন্য হৃদয় থেকে ঊর্ধ্বদিকে যাত্রা করেন।"

শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্
তাসাং মূর্ধানমভিনিঃ সৃতৈকা ।
তয়োর্ধ্বমায়ন্ন মৃতত্বমেতি
বিশ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি ॥

"মানুষের হৃদয় থেকে নিঃসৃত একশো একটি নাড়ী আছে। তার মধ্যে একটি নাড়ী—সুষুম্না—ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে বের হয়েছে। মৃত্যুকালে এই নাড়ী দ্বারা ঊর্ধ্বে গমন করে জীব অমৃতত্ত্ব লাভ করে, অন্যান্য নাড়ীসমূহ উৎক্রমণের কারণ হয়। (*ছান্দোগ্য উপনিষদ* ৮/৬/৬)

উপনিষদ সকল বারবার অন্তরস্থ পরমাত্মার উল্লেখ করেছেন। *শ্রীশ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* (৩/১২-১৩) নিম্নে উল্লেখিতভাবে পরমাত্মার বর্ণনা করেছেন—

মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্তকঃ ।
সুনির্মলামিমং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ ।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥

"এই পরমেশ্বরই মহান প্রভু এবং পুরুষ, সুনির্মল পরমপদ যা থেকে লাভ করা যায় সেই বুদ্ধিসত্ত্বাকে ইনিই প্রেরণ করেন। ইনিই সকলের নিয়ন্তা, স্বপ্রকাশ জ্যোতিঃস্বরূপ এবং অবিনাশী। অঙ্গুষ্ঠী পরিমাণ সেই পরম পুরুষ অন্তরাত্মারূপে সর্বদা প্রাণিগণের হৃদয়ে অবস্থিত। প্রকৃত বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা হৃদয়-অভ্যন্তরে সেই জ্ঞানপুরুষকে উপলব্ধি করা যায়। তাঁর এই তত্ত্ব যাঁরা জানেন তাঁরা অমর হন।"

উপসংহারে শ্রীল শ্রীধর স্বামী প্রার্থনা করছেন—

উদরাদিষু যঃ পুংসাং চিন্তিতো মুনিবর্ত্মভিঃ ।
হন্তি মৃত্যু-ভয়ং দেবো হৃদ্-গতং তমুপাস্মহে ॥

"হৃদয়-অভ্যন্তরে অবস্থিত পরম পুরুষকে আরাধনা করতে হবে। মুনি-ঋষিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সর্বগ্রাহ্য পন্থায় উদর এবং অন্যান্য অঙ্গে তার স্বরূপের চিন্তা ও ধ্যান করলে বিনিময়ে ভগবান নশ্বর প্রাণীকুলকে মৃত্যুভয় শূন্য করেন।"

শ্লোক ১৯

স্বকৃতবিচিত্রযোনিষু বিশন্নিব হেতুতয়া
তরতমতশ্চকাস্স্যনলবৎ স্বকৃতানুকৃতিঃ ।
অথ বিতথাস্বমূষ্ববিতথং তব ধাম সমং
বিরজধিয়োঽনুযন্ত্যভিবিপণ্যব একরসম্ ॥ ১৯ ॥

স্ব—(আপনার) নিজের দ্বারা; **কৃত**—সৃষ্ট; **বিচিত্র**—বিভিন্ন বর্ণের ছোপ; **যোনিষু**—জীব প্রজাতির ভিতর; **বিশন্**—প্রবেশ করে; **ইব**—আপাতভাবে; **হেতুতয়া**—তাদের প্রেরণারূপে; **তরতমতঃ**—প্রধান পুরোহিতগণের মতে; **চকাস্সি**—দৃশ্যমান হওয়া; **অনলবৎ**—অগ্নি সদৃশ; **স্ব**—আপনি নিজে; **কৃত**—সৃষ্টি; **অনুকৃতিঃ**—অনুকরণ করে; **অথ**—অতএব; **বিতথাসু**—অপ্রকৃত; **অমূষু**—এগুলির মধ্যে (বিভিন্ন প্রজাতি); **অবিতথম্**—প্রকৃত; **তব**—আপনার; **ধাম**—প্রকাশ; **সমম্**—অভিন্ন; **বিরজ**—নিষ্কলঙ্ক; **ধিয়ঃ**—যাদের মন; **অনুযন্তি**—উপলব্ধি করে; **অভিবিপণ্যবঃ**—যারা জড় আসক্তি মুক্ত (পণ); **এক-রসম্**—অপরিবর্তনীয়।

অনুবাদ

আপনার সৃষ্ট উচ্চ ও নিম্নযোনি সম্ভূত বিভিন্ন প্রজাতির জীবদেহে প্রবেশ করে তাদের মতো করে আপনি নিজেকে প্রকাশ করে তাদের কার্যে উৎসাহ দান করেন, ঠিক অগ্নি যেরূপ দাহ্যবস্তুর আকার অনুসারে বিভিন্নরূপে নিজেকে প্রকাশ করে। তাই নিষ্কলঙ্ক বুদ্ধি সম্পূর্ণ জড় আসক্তি মুক্ত জীবেরা সকল নশ্বর জীবের মধ্যে আপনার অভিন্ন, অপরিবর্তনীয় সত্তাকে স্থায়ী সত্য বলে উপলব্ধি করেন।

তাৎপর্য

মূর্তিমান *বেদের* প্রার্থনার মাঝে শ্রুতিগণের মতে পরমাত্মার অসংখ্য প্রকারে জীবদেহে প্রবেশের বর্ণনা শুনে কোন সমালোচক প্রশ্ন করতে পারে, অসীমিত পরম পুরুষ কিভাবে এটা করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে, অদ্বৈত দর্শনের সমর্থকেরা পরমাত্মা ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কোন প্রয়োজনীয় পার্থক্য দেখে না। নির্বিশেষবাদীদের ধারণায় ভগবান দুর্বোধ্যভাবে নিজেকে মায়ার ফাঁদে জড়িয়ে ফেলেছেন, এবং এইভাবে তিনি প্রথমে মূর্তিমান ভগবান এবং তারপর দেবতা, মানুষ, পশু, বৃক্ষলতাদি, এবং অবশেষে পদার্থে পরিণত হয়েছেন। শঙ্করাচার্য ও তাঁর অনুগামিগণ পরমপুরুষের ওপর মায়া কিভাবে আরোপিত হয়েছে সেই সূত্রের সমর্থনে বৈদিক প্রমাণের উল্লেখ করতে গভীর বেদনা বোধ করেছেন। কিন্তু তাদের, নিজস্ব মত প্রকাশ করে বেদসমূহ এই আপত্তির জবাব দিয়েছেন এবং মায়াবাদের নির্বিশেষ তত্ত্বের ওপর তাঁদের কর্তৃত্ব আরোপ করতে অস্বীকার করেছেন।

সৃজনের এই প্রক্রিয়াকে প্রযুক্তিগতভাবে *সৃষ্টি*, "উৎপাদন" বলে। পরম পুরুষ ভগবান তাঁর বিচিত্র শক্তি সৃষ্টি করেন, এবং এই সকল সৃষ্টি তাঁর স্বভাব প্রাপ্ত হয়ে তাঁর থেকে স্বতন্ত্র থাকেন। *অচিন্ত্য-ভেদাভেদ* তত্ত্বের প্রকৃত বৈদিক দর্শনে এই ঘটনা প্রকাশিত আছে। এইভাবে প্রতিটি স্বতন্ত্র আত্মা একটি স্বতন্ত্র জীব হলেও সকল আত্মাই ভগবানের একই দিব্যবস্তু নিয়ে গঠিত। তারা ভগবানের দিব্য সত্তা গ্রহণ করার ফলে জীব সকলও তাঁর মতো অজ ও নিত্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনকে নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকটি বলে এই কথা প্রতিপন্ন করেছেন—

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃ পরম্ ॥

"এমন কোন সময় ছিল না যখন আমি, তুমি এবং এই সমস্ত রাজারা ছিল না; এবং ভবিষ্যতেও কখনও আমাদের অস্তিত্ব বিনষ্ট হবে না।" (*ভগবদ্গীতা* ২/১২) যারা পরমেশ্বর ভগবানের সেবাকার্য থেকে নিজেদের পৃথক করতে চায় জড় সৃষ্টি

সেই সকল জীবদের জন্য একটা বিশেষ বিন্যাস এবং এইভাবে যেখানে তারা স্বাধীন হতে চেষ্টা করতে পারে সৃষ্টি সেখানে নকল জগৎ সৃজনের কাজে জড়িয়ে পড়ে।

বহু প্রজাতির জড়জীব সৃষ্টির পর, পরমেশ্বর ভগবান প্রত্যেক জীবের নিত্যকার প্রয়োজন মেটাতে তাদের বুদ্ধি ও প্রেরণা যোগাবার জন্য পরমাত্মারূপে নিজের সৃষ্টি বিস্তার করেন। *তৈত্তিরীয় উপনিষদে* (২/৬/২) উল্লেখ আছে, *তৎসৃষ্টা তদেবানুপ্রাবিশৎ*— "এই জগৎ সৃষ্টি করে তিনি তাতেই অনুপ্রবিষ্ট হলেন।" জড় জগতের সঙ্গে কোন যোগসূত্র সৃষ্টি না করেই শ্রীভগবান তাতে প্রবিষ্ট হলেন; শ্রুতিগণ এই বিষয়টি *বিশন্নিব* উক্তির দ্বারা ঘোষণা করছেন। *তরতমতশ্চকাসৃসি* অর্থ পরম দেবতা ব্রহ্মা থেকে শুরু করে তুচ্ছ কীট পর্যন্ত সকল জীবদেহে পরমাত্মা প্রবেশ করেন, এবং মুক্তির জন্য প্রত্যেক আত্মার ক্ষমতানুযায়ী তাঁর শক্তির মাত্রার তারতম্য প্রদর্শন করেন। *অনলবৎ স্বকৃতানুকৃতিঃ*—বিভিন্ন বস্তুতে প্রবিষ্ট অগ্নি যেমন সকল বস্তুকেই প্রজ্বলিত করে তেমনই সকল জীবদেহেই পরমাত্মা প্রবেশ করে সকল বদ্ধ আত্মার ক্ষমতা অনুযায়ী তাদের বিবেক জাগ্রত করেন। জড় সৃষ্টি ও ধ্বংসের মাঝেও সমস্ত জীবের ঈশ্বর নিত্যরূপে অপরিবর্তিত থাকেন। *এক রসম্* শব্দের দ্বারা সেই কথাটিই এখানে ব্যক্ত হয়েছে। অন্য কথায়, শ্রীভগবান তাঁর মূর্তিমান অসীম অকলঙ্ক দিব্য আনন্দময় রূপ চিরকাল রক্ষা করছেন। বিরল প্রাণীরা যারা জড় সম্পর্ক থেকে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন রাখে বা যারা কোনরূপ জাগতিক সম্পর্ক থেকে মুক্ত, তারাই পরম পুরুষ ভগবানকে অবিকৃতরূপে জানতে পারে। প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই এই সকল মহাত্মাদের পথ অনুসরণ করা উচিত এবং তাদের কাছে শ্রীভগবানের সেবাকার্যে রত হওয়ার সুযোগ প্রার্থনা করা উচিত।

শ্রুতিগণের দ্বারা আবৃত্ত প্রার্থনায় তাঁদের কার্যপ্রণালীর সঙ্গে *শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে* প্রকাশিত নিম্নে উদ্ধৃত মন্ত্রের কোন পার্থক্য নেই—

একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা ।
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥

"এক, অদ্বিতীয় দেব সর্বভূতে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত আছেন। তিনি সর্বব্যাপী, সর্বভূতের অন্তরস্থিত আত্মা। অন্তরস্থ পরমাত্মারূপে তিনি সকলের জড়কার্যাবলী পরিদর্শন করেন। এইরূপে তাঁর মধ্যে কোন জড় গুণাবলী না থাকায় তিনি অতুলনীয় দ্রষ্টা এবং চেতনা প্রদানকারী সর্বভূতেশ্বর।"

শ্রীল শ্রীধর স্বামী তাঁর নিজ প্রার্থনা নিবেদন করছেন—

স্বনির্মিতেষু কার্যেষু তারতম্য-বিবর্জিতম্ ।
সর্বানুস্যূত-সন্-মাত্রং ভগবন্তং ভজামহে ॥

যিনি তাঁর সৃষ্টির মাঝে প্রবেশ করেও সকল উন্নত ও অনুন্নত জড়বিন্যাস থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন, সেই পরমপুরুষকে আমাদের পূজা করতে হবে। তিনি সর্বব্যাপী বিশুদ্ধ, অভিন্ন সত্তা।

শ্লোক ২০

স্বকৃতপুরেষ্বমীষ্ববহিরন্তরসম্বরণং
তব পুরুষং বদন্ত্যখিলশক্তিধৃতোঽংশকৃতম্ ।
ইতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয়ো নিগমাবপনং
ভবত উপাসতেঽঙ্ঘ্রিমভবং ভুবি বিশ্বসিতাঃ ॥ ২০ ॥

স্ব—নিজের দ্বারা; **কৃত**—সৃষ্ট; **পুরেষু**—দেহে; **অমীষু**—এই সকল; **অবহিঃ**—বাহ্যিক নয়; **অন্তর**—অথবা অভ্যন্তরীণ; **সংবরণম্**—যার তথ্যপূর্ণ আবরণ; **তব**—আপনার; **পুরুষম্**—জীব; **বদন্তি**—(বেদ) বলেন; **অখিল**—সকল বিশ্বের; **শক্তি**—শক্তি; **ধৃতঃ**—অধিকারীর; **অংশ**—অংশ; **কৃতম্**—প্রকাশিত; **ইতি**—এই প্রকারে; **নৃ**—জীবের; **গতিম্**—পদমর্যাদা; **বিবিচ্য**—নির্ণয় করে; **কবয়ঃ**—মনীষিগণ; **নিগম**—বেদ সমূহের; **আবপনম্**—সকল বৈদিক অর্ঘ্য অর্পণ ক্ষেত্র; **ভবতঃ**—আপনার; **উপাসতে**—উপাসনা করেন; **অঙ্ঘ্রিম্**—পাদমূল; **অভবম্**—সংসারভয় দূর করে; **ভুবি**—পৃথিবীতে; **বিশ্বসিতাঃ**—বিশ্বাস সহকারে।

অনুবাদ

প্রত্যেক জীব বিভিন্ন শরীরে অবস্থান করে বস্তুত স্থূল বা সূক্ষ্ম পদার্থের দ্বারা আবরণশূন্য হয়ে নিজ কর্ম বশে দেহ সৃষ্টি করছে। বেদসমূহের বর্ণনা মতে এর কারণ হল জীব সর্বশক্তিমান আপনার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটাকে নরের পদমর্যাদা রূপে নির্ণয় করে অনুপ্রাণিত মনীষিগণ বিশ্বাস সহকারে এই পৃথিবীতে যাবতীয় বৈদিক কর্মসমূহের অর্পণ-স্থল ও মুক্তির উৎসস্বরূপ আপনার শ্রীপাদপদ্মের উপাসনা করে থাকেন।

তাৎপর্য

বদ্ধ আত্মার জড়দেহে বাসকারী পরমেশ্বর ভগবানই শুধু সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ থাকেন না, অতি ক্ষুদ্র জীবাত্মাও কখনও বার বার জন্ম-মৃত্যুর ফলে অর্জিত কামনা-বাসনার

আবরণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শিত হয় না। *তৈত্তিরীয় উপনিষদ* (৩/১০/৫) তাই ঘোষণা করছেন, *স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে স একঃ*—"যিনি পুরুষের হৃদয়াকাশে আর যিনি সূর্যমণ্ডলে আছেন—উভয়েই এক।" তেমনই *ছান্দোগ্য উপনিষদের* (৬/৮/৭) শিক্ষা, *তত্ত্বমসি* "পরম সত্য থেকে আপনি অভিন্ন।"

এই প্রার্থনায় মূর্তিমান বেদসমূহ জড় জীবের সসীম উপভোক্তাকে পরমেশ্বর ভগবানের সকল অপার্থিব শক্তির স্বরূপ বলে নির্দেশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর "স্বাংশরূপে সৃষ্ট" কথাটি সঠিকভাবে অবশ্যই বুঝতে হবে। যে কোন সময়ে জীবের সৃষ্টি হয় না, বা সর্বশক্তিমান বিষ্ণুতত্ত্বরূপে প্রকাশের ন্যায় শ্রীভগবানের প্রকাশের মতোও জীবের প্রকাশ হয় না। পরমাত্মা হলেন সকলের উপাস্য, এবং অধীন জীবাত্মা হলেন পরমাত্মার উপাসক। পরমেশ্বর ভগবান তাঁর ব্যক্তিত্বের অসংখ্য দৃষ্টিকোণে নিজেকে প্রদর্শিত করে তাঁর লীলা প্রকাশ করেন, কিন্তু জীব তার সঞ্চিত কর্মের নির্দেশ মতো দেহ পরিবর্তনে বাধ্য হয়। *শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রের* মতে—

যৎতটস্থং তু চিদ্রূপং স্ব-সংবেদ্যাদ্ বিনির্গতম্ ।
রঞ্জিতং গুণরাগেণ স জীব ইতি কথ্যতে ॥

"সম্বিৎ শক্তিজাত স্বাভাবিক চিৎশক্তি এবং জড়া প্রকৃতির আসক্তির দ্বারা কলুষিত তটস্থাশক্তিকে জীব বলে।"

জীবাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশ হলেও জীব তার চিন্ময় ও জড় পদার্থের মধ্যবর্তী তটস্থরেখায় অবস্থিত স্বাভাবিক অবস্থানের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্বাধীন বিষ্ণুরূপের প্রকাশ থেকে পৃথক। *মহাবরাহ পুরাণে* এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে—

স্বাংশশ্চাথ বিভিন্নাংশ ইতি দ্বিধা শ ইষ্যতে ।
অংশিনো যত্তু সামর্থ্যং যৎ স্বরূপং যথাস্থিতিঃ ॥
তদেব নাণুমাত্রোঽপিভেদং স্বাংশাংশিনোঃ ক্বচিৎ ।
বিভিন্নাংশোঽল্পশক্তিঃ স্যাৎ কিঞ্চিৎ সামর্থ্যমাত্রযুক্ ॥

"দুইভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায়—তাঁর স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ প্রকাশ। এই স্বাংশ ও তাঁদের অংশীর মধ্যে যে সামর্থ্য, যে স্বরূপ বা স্থিতি তার সঙ্গে কোন অপরিহার্য ভেদ নেই। অপরদিকে বিভিন্নাংশ অল্পশক্তি বিশিষ্ট হয় এবং ভগবানের কিঞ্চিৎ ক্ষমতা মাত্র যুক্ত হয়।"

এই বিশ্বে বদ্ধ আত্মা যেন অন্তর বাহির উভয় দিক থেকেই মায়ার আবরণে আবদ্ধ। বাহ্যিকভাবে সে তার দেহ ও পরিবেশের স্থূল বস্তুর দ্বারা আবরিত হলেও

ভিতরের দিক থেকে বাসনা ও বিরূপতা তার বিবেককে আঘাত করে। কিন্তু জ্ঞানী ঋষিগণের অপার্থিব দৃষ্টিতে উভয় প্রকার জড় আবরণই অসার। আত্মার স্থূল ও সূক্ষ্ম আবরণের ওপর ভিত্তিশীল ভুল ধারণাগুলি যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করে চিন্তাশীল ব্যক্তি সিদ্ধান্ত করতে পারেন যে আত্মা জড় বস্তু নয়, বরং আত্মা হল দিব্যশক্তিসম্পন্ন এক দিব্য স্ফুলিঙ্গ, পরমেশ্বর ভগবানের দাস। এটি উপলব্ধি করে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের অর্চনা করতে হবে; বৈদিক শাস্ত্রবৃক্ষের প্রস্ফুটিত ফুলই হল এই অর্চনার উপকরণ। শ্রীভগবানের চরণকমলের দীপ্তি বৈদিক যাগ-যজ্ঞের দ্বারা কারও হৃদয়ে লালিত ও উপলব্ধ হলে সংসার বন্ধন থেকে তার আপনা থেকেই মুক্তি লাভ হয় এবং ভগবানের করুণার প্রতি তার অপরিবর্তনীয় বিশ্বাস জন্মায়। এই জড় জগতে বাস করেও মানুষ এই সকল গুণ অর্জন করতে পারে। *গোপাল-তাপনী উপনিষদে* (উত্তর ৪৭) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,

মথুরামণ্ডলে যস্তু জম্বুদ্বীপে স্থিতোঽথ বা ।
যোঽর্চয়েৎ প্রতিমাং প্রতি স মে প্রিয়তরো ভুবি ॥

"মথুরা বা জম্বুদ্বীপের যে কোন স্থানে যে আমার বিগ্রহের পূজা করে, এই বিশ্বে নিশ্চিতরূপেই সে আমার অতি প্রিয় হয়।"

শ্রীল শ্রীধর স্বামী প্রার্থনা করছেন,

ত্বদংশস্য মমেশান ত্বন্মায়াকৃতবন্ধনম্ ।
তদঙ্ঘ্রিসেবামাদিশ্য পরানন্দ নিবর্তয় ॥

"হে জগদীশ্বর, হে স্বাংশ প্রকাশ, আপনার মায়ার বন্ধন থেকে কৃপা করে আমাকে মুক্ত করুন। হে পরমানন্দের আকর, কৃপাপূর্বক আপনার শ্রীপাদপদ্মসেবায় আমাকে নিযুক্ত করুন।"

শ্লোক ২১

দুরবগমাত্মতত্ত্বনিগমায় তবাত্ততনো-
শ্চরিতমহামৃতাব্ধিপরিবর্তপরিশ্রমণাঃ ।
ন পরিলষন্তি কেচিদপবর্গমপীশ্বর তে
চরণসরোজহংসকুলসঙ্গবিসৃষ্টগৃহাঃ ॥ ২১ ॥

দুরবগম—দুর্বোধ্য; **আত্ম**—নিজের; **তত্ত্ব**—সত্য; **নিগমায়**—জনে জনে প্রচার করতে; **তব**—আপনার; **আত্ত**—যাঁরা গ্রহণ করেছেন; **তনোঃ**—আপনার স্বরূপ; **চরিত**—লীলার; **মহা**—বিশাল; **অমৃত**—অমৃত; **অব্ধি**—সমুদ্রে; **পরিবর্ত**—অবগাহনের দ্বারা;

পরিশ্রমণা—শ্রান্তি দূর করেছেন; **ন পরিলষন্তি**—কামনা করেন না; **কেচিৎ**—অতি অল্প ভক্তবৃন্দ; **অপবর্গম্**—মোক্ষ; **অপি**—ও; **ঈশ্বর**—হে ঈশ্বর; **তে**—আপনার; **চরণ**—শ্রীচরণে; **সরোজ**—পদ্ম; **হংস**—রাজ হংসের; **কুল**—সবংশে; **সঙ্গ**—সঙ্গবশত; **বিসৃষ্ট**—পরিত্যাগ করেছেন; **গৃহাঃ**—(যাদের) গৃহসমূহ।

অনুবাদ

হে ঈশ্বর, যাঁরা জীবকুলকে দুর্বোধ্য আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান দানের জন্য আপনার স্বরূপ প্রকাশ করে আপনার লীলারূপ বিশাল অমৃত-সমুদ্রে অবগাহনের দ্বারা জড় জীবনের শ্রান্তি দূর করেছেন এবং আপনার শ্রীপাদপদ্মে হংসকুলের ন্যায় বিচরণশীল ভক্তগণের সঙ্গে গৃহসুখ ত্যাগ করেছেন, তেমন মহাত্মাগণ মুক্তিপদও কামনা করেন না।

তাৎপর্য

স্মার্ত ও মায়াবাদিগণ *ভক্তিযোগ* প্রক্রিয়াকে সর্বদা সাপেক্ষ বা গৌণ ভূমিকায় নামিয়ে আনতে চেষ্টা করেন। তারা বলেন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তি আবেগপ্রবণ এবং কঠোর শাস্ত্রীয় আচারানুষ্ঠান ও জ্ঞানচর্চা অনুসরণের মতো পরিপক্কতার অভাবশীল ব্যক্তিদের জন্য।

এই শ্লোকে মূর্তিমান *বেদসমূহ* স্পষ্টভাবে আত্ম-তত্ত্বকে চিহ্নিত করে ভগবানের সেবার অসাধারণ উৎকর্ষতাকে খুবই জোরের সঙ্গে ঘোষণা করছেন। মায়াবাদীরা এটাকে তাদের নিজেদের এলাকা বলে গর্বভরে দাবি করেন। শ্রীল জীব গোস্বামী এখানে আত্ম-তত্ত্বকে পরম পুরুষ ভগবানের স্বরূপ, গুণাবলী ও লীলার গোপন রহস্যরূপে বর্ণনা করছেন। তিনি *আত্ততনোঃ* এই বাগ্‌বৈশিষ্ট্যের একটি দ্বিতীয় অর্থও করেছেন। "যিনি বহু দেহ ধারণ করেন" এই শব্দ সমষ্টির অর্থের পরিবর্তে "যিনি শ্রীভগবানের অপার্থিব দেহের প্রতি সকলকে আকৃষ্ট করেন" এই অর্থও করা যেতে পারে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বিভিন্ন স্বরূপ ও অবতারগণ আনন্দের অতলান্ত সমুদ্রস্বরূপ। কেউ যখন জড়বাদী কার্যের শেষ বিন্দুতে এসে পৌঁছায়—সে জড় জাগতিক সাফল্যের অন্বেষণই করুক অথবা আধ্যাত্মিক অবলুপ্তির কিছু নির্বিশেষ ধারণার পিছনেই ছুটুক—সে তখন এই অমৃত সিন্ধুতে নিজেকে নিমজ্জিত করে মুক্তি পেতে পারে। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর *ভক্তি-যোগ* গ্রন্থে ও শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর ইংরেজী অনূদিত *শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছেন যে কেউ যদি এই বিশাল সমুদ্রের মাত্র এক বিন্দু রসও পান করেন তবে, চিরদিনের মতো তার কোন কিছুর প্রতি বাসনার নিবৃত্তি হবে।

পরিশ্রমণা শব্দের বিকল্প অর্থ ব্যক্ত করে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে ভগবানের লীলা-রসামৃতসিন্ধুর অনন্ত লহরী ও অন্তঃমুখী স্রোতে বারম্বার অবগাহন করে ক্লান্ত ভক্তগণ ভগবানের সেবার আনন্দ ছাড়া মুক্তির আনন্দও পেতে চান না। যৌনাসক্ত ব্যক্তিদের রতি ক্রিয়ার ক্লান্তিও যেমন আনন্দদায়ী হয়, ভগবদ্ সেবাপরায়ণ ভক্তদের আনন্দও তেমনই আনন্দে পর্যবসিত হয়। পরম পুরুষ ভগবানের শুদ্ধ ভক্তগণ তাঁর লীলাকাহিনীর মনোহর বর্ণনা শুনে এমন উদ্বেল হয়ে ওঠেন যে নর্তন কীর্তন, উচ্চকথন, পরস্পরের পদতলে পতন, মূর্ছা, হাহাকার রোদন এবং পাগলের ন্যায় ইতস্তত গমনে বাধ্য হয়। এইভাবে তাঁরা এতবেশি আনন্দ-মগ্ন হয়ে পড়েন যে দৈহিক অস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাঁদের কোনই দৃষ্টি থাকে না।

বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা দূরে থাক, অন্যান্য আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যবস্তু এমন কি স্বর্গের রাজপদের প্রতিও তাঁদের কোন আকাঙ্ক্ষা নেই। এই শ্লোকে *কেচিৎ* শব্দের দ্বারা *শ্রুতিগণ* নির্দেশ করছেন যে এই বিশ্বে এমন মাত্রাতিরিক্ত আত্ম-নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তি অতি বিরল। শুদ্ধ ভক্তগণ শুধু তাঁদের ভবিষ্যৎ ভোগবাঞ্ছাকেই পরিত্যাগ করেন না, তাঁদের হস্তগত সকল বস্তুর প্রতি—তাদের গৃহসুখ ও পারিবারিক জীবনের প্রতিও আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেন। সাধু বৈষ্ণব সমাজ—গুরু-শিষ্য পরম্পরা, শিষ্য ও প্রশিষ্যবর্গ শ্রীশুকদেব গোস্বামীর ন্যায় হংসতুল্য ব্যক্তিত্ব নিয়ে তাদের প্রকৃত পরিবার হয়ে ওঠেন। এইরূপ মহা পুরুষগণ সর্বদা ভগবানের চরণকমলের সেবা মাধুর্যের অমৃত সুধা পান করেন।

উপনিষদের অনেক মন্ত্র ও অন্যান্য *শ্রুতিগণ* প্রকাশ্যে ঘোষণা করছেন যে, ভগবৎ-সেবা মোক্ষ থেকেও শ্রেষ্ঠতর। *নৃসিংহ-পূর্ব-তাপনী উপনিষদের* কথায়, *যং সর্বে বেদা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ*—"সকল বেদ, মুমুক্ষুগণ ও সকল ব্রহ্মবাদিগণও তাঁকে প্রণাম নিবেদন করেন।" এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীশঙ্করদেব স্বীকার করেন, *মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভজন্তি*—"মুক্ত ব্যক্তিগণও পরমেশ্বর ভগবানের বিগ্রহ স্থাপন ও তাঁর ভজনা করে আনন্দ লাভ করেন।" আচার্য শঙ্করের এক বড় প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীল মধ্বাচার্য এই বিষয়ে তাঁর নিজের প্রিয় *শ্রুতিমন্ত্রের* উল্লেখ করেছেন, *মুক্তা হ্যেতমুপাসতে, মুক্তানামপি ভক্তির্হি পরমানন্দ-রূপিণী*—"এই মুক্তগণও তাঁর আরাধনা করেন, এবং তাঁদের কাছে ভগবানের সেবাকার্য পরম আনন্দের পরাকাষ্ঠা;" এবং *অমৃতস্য ধারা বহুধা দোহমানং চরণং নো লোকে সুধিতাং দধাতু ওঁ তৎ সৎ*—তাঁর শ্রীচরণ যুগলের অমৃতধারা বহুপ্রকারে প্রবাহিত হয়ে জগতের ভক্তগণের ওপর জ্ঞান বর্ষণ করুন।" সংক্ষেপে শ্রীল শ্রীধর স্বামীর প্রার্থনা,

ত্বৎ কথামৃত-পাথোধৌ বিহারন্তো মহা-মুদঃ ।
কুর্বন্তি কৃতিনঃ কেচিৎ চতুর্বর্গং তৃণোপম্ ॥

"যাঁরা আপনার কথারূপ অমৃত সমুদ্রে বিচরণ করতঃ মহা আনন্দ লাভ করে চতুর্বর্গ সুখকে [ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ] তৃণের ন্যায় জ্ঞান করেন, সেই সকল বিরল ভক্তরাই সুকৃতিবান।"

শ্লোক ২২

ত্বদনুপথং কুলায়মিদমাত্মসুহৃৎপ্রিয়বচ্
চরতি তথোন্মুখে ত্বয়ি হিতে প্রিয় আত্মনি চ ।
ন বত রমন্ত্যহো অসদুপাসনয়াত্মহনো
যদনুশয়া ভ্রমন্ত্যরুভয়ে কুশরীরভৃতঃ ॥ ২২ ॥

ত্বৎ—আপনি; **অনুপথম্**—সেবার উপযোগী; **কুলায়ম্**—দেহ; **ইদম্**—এই; **আত্ম**—নিজ; **সুহৃৎ**—বন্ধু; **প্রিয়**—প্রিয় ব্যক্তি; **বৎ**—মতো; **চরতি**—আচরণ করে; **তথা**—তথাপি; **উন্মুখে**—কৃপা প্রদানে উন্মুখ; **ত্বয়ি**—আপনার; **হিতে**—যারা হিতকারী; **প্রিয়ে**—যারা প্রিয়; **আত্মনি**—তাদের প্রকৃত আত্মা; **চ**—এবং; **ন**—না; **বত**—হায়; **রমন্তি**—আনন্দ লাভ করে; **অহো**—হায়; **অসৎ**—অসৎ, যা সঠিক নয়; **উপাসনয়া**—উপাসনার দ্বারা; **আত্ম**—তারা নিজেরা; **হনঃ**—হনন করে; **যৎ**—যাতে (অসতের উপাসনা); **অনুশয়াঃ**—যাদের অটল আকাঙ্ক্ষা; **ভ্রমন্তি**—ভ্রমণ করে; **উরু**—মহা; **ভয়ে**—ভয়সঙ্কুল (সংসারে); **কু**—অধঃপতিত; **শরীর**—দেহ; **ভৃতঃ**—পোষণে।

অনুবাদ

হে প্রভো, এই মানব দেহ যখন আপনার সেবায় ব্যবহৃত হয়, তখন এই বিনশ্বর দেহ আত্মা, সুহৃৎ এবং প্রিয়জনের ন্যায় আচরণ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, যদিও আপনি বদ্ধ আত্মাদের প্রতি সর্বদা কৃপা প্রদর্শন করেন, স্নেহবশত তাদের সকল দিক দিয়েই সাহায্য করেন এবং আপনি তাদের প্রকৃত আত্মা হলেও সাধারণ লোকেরা আপনাতে আনন্দ পায় না। পরিবর্তে তারা মায়ার উপাসনা করে আত্মঘাতী হয়। হায়, যেহেতু তারা অসতের উপাসনায় আসক্ত হয়ে কৃতকার্য লাভের আশা করে, তাই তারা বিভিন্ন রকম নীচদেহ ধারণ করে মহাভয়সঙ্কুল সংসারে ভ্রমণ করে।

তাৎপর্য

যারা পরম করুণাময় পরমেশ্বর ভগবানের সেবা না করে মায়ার জগতে অবস্থান করতে চায় তাদের জন্য বেদের কঠোর বাণী ঘোষিত হয়েছে। *বৃহদারণ্যক উপনিষদে* (৪/৩/১৫) বলছেন, *আরামম্ অস্য পশ্যন্তি ন তং পশ্যতি কশ্চন। ন*

তং বিদাথ য ইমা জজানান্যদ্ যুষ্মাকম্ অন্তরং বভূব। নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা চাসুতৃপ উক্থ-শাসশ্চরন্তি—"পরমেশ্বর ভগবান আত্ম আনন্দ উপলব্ধির জন্য এই বিশ্বের যে স্থানে প্রকাশিত হয়েছেন প্রত্যেকেই সেই স্থানটি অবলোকন করতে পারে, কিন্তু তবুও কেউ তাঁকে দেখে না। যিনি এই সকল প্রাণী সৃষ্টি করেছেন সেই পরম কারুণিক ভগবানকে কেউ জানে না, আর সেইজন্য তোমার দৃষ্টি ও ভগবানের দৃষ্টির মধ্যে এত ফারাক। বৈদিক ধর্মাচরণকারিগণ মোহাবৃত হয়ে বাজে কথায় প্রশ্রয় দেয় ও শুধু ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্যই জীবনধারণ করে।"

পরম পুরুষোত্তম ভগবান এই বিশ্বে অব্যক্তরূপে পরিব্যাপ্ত আছেন। *ভগবদ্গীতায়* (৯/৪) তিনি বলেছেন, *ময়া ততমিদং সর্বং জগৎ।* এই বিশ্বের কোন কিছুতেই, এমন কি সবচেয়ে তুচ্ছ মাটির পাত্র বা এক টুকরো ছিন্ন বস্ত্রও পরমেশ্বরের উপস্থিতি থেকে বঞ্চিত নয়। কিন্তু ভগবান নিজেকে ঈর্ষাপরায়ণ দৃষ্টির আড়ালে রাখেন বলে জড়বাদীরা তাঁর জড় শক্তির দ্বারা ভুল পথে চালিত হয়ে জড় সৃষ্টির উৎসকে পরমাণু ও ভৌত শক্তির মিশ্রণ বলে মনে করে।

এই সকল মূর্খ জড়বাদিগণের প্রতি তাদের সমবেদনা প্রদর্শন করে মূর্ত *বেদসমূহ* তাদের জীবন ধারণের প্রকৃত উদ্দেশ্য স্মরণ করতে ও প্রীতিপূর্ণ ভক্তির দ্বারা তাদের সবচেয়ে বড় হিতাকাঙ্ক্ষী শ্রীভগবানের সেবা করতে উপদেশ দিচ্ছেন। মানব দেহ কারও দৈবচেতনা জাগিয়ে তোলার আদর্শ সুবিধা-সুযোগ—দেহের—চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবকিছুই পরমেশ্বর ভগবানের কথা শ্রবণ, তাঁর মাহাত্ম্য কীর্তন, তাঁর উপাসনা এবং ভক্তিমূলক সেবাকার্যের প্রয়োজনীয় অন্যান্য দিকের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

এই জড়দেহ শুধুমাত্র স্বল্প সময়ের জন্য অক্ষত থাকার উপযুক্ত, তাই এই দেহকে বলা হয় *কুলায়ম্,* "মাটিতে মিলিয়ে যাওয়ার বস্তু।" তথাপিও, সঠিকভাবে ব্যবহার করলে এই দেহটাই কারও পরম বন্ধু হতে পারে। কেউ যখন জড় চেতনায় নিজেকে ডুবিয়ে দেয়, তখন কিন্তু হতবুদ্ধি জীবকে তার প্রকৃত স্বার্থ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এই দেহটা মেকি বন্ধুতে পরিণত হয়। নিজ দেহ নিয়ে মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তিরা এবং তাদের পতি-পত্নী, সন্তান-সন্ততি, প্রিয় পাত্র-পাত্রীরা প্রকৃতপক্ষে তাদের ভক্তিকে মায়া বা *অসৎ উপাসনার* ভুল পথে পরিচালিত করে। এইভাবে, *শ্রুতিগণের* দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়ে অনাগত শাস্তিকে সুনিশ্চিত করে আত্মঘাতী হন। *ঈশোপনিষদের* (৩) ঘোষণা—

অসূর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥

"পরলোকে অজ্ঞান অন্ধকারাবৃত অবিশ্বাসের যে জগৎ আছে আত্মঘাতীরা, সে যেই হোক না কেন, মৃত্যুর পর অবশ্যই সেই লোকে গমন করে।"

যারা ইন্দ্রিয়-তর্পণে সম্পূর্ণরূপে আসক্ত, অথবা যারা মিথ্যারূপ অস্থায়ী, জড় শাস্ত্রাচার ও দর্শনের উপাসনা করে, তাদের লালিত বাসনাসমূহ পরবর্তী জীবনে তাদের আরও পতিত যোনিতে নিক্ষেপ করে। তারা স্থায়ীভাবে এই সংসার-চক্রে আবদ্ধ হওয়ায় তাদের মুক্তির একমাত্র বাসনা ভগবদ্ভক্তদের কথিত কৃপালু নির্দেশ শ্রবণের সুযোগ করে দিচ্ছে।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী প্রার্থনা করছেন—

ত্বয্যগ্নি জগন্নাথেমন-মনো রমতামিহ !
কদা মমেদৃশং জন্মমানুষং সম্ভবিষ্যতি ॥

"কবে হবে সেই মানব-জনম যখন আমার মন পরমাত্মা ও নিখিল বিশ্বের অধীশ্বরের মাঝে আনন্দ খুঁজে পাবে?"

শ্লোক ২৩

নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি যন্
মুনয়ো উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ ॥ ২৩ ॥

নিভৃত—নিয়ন্ত্রণে আনীত; **মরুৎ**—শ্বাস-প্রশ্বাস; **মনঃ**—মন; **অক্ষ**—এবং ইন্দ্রিয়াদি; **দৃঢ়-যোগ**—দৃঢ়যোগ; **যুজঃ**—নিযুক্ত; **হৃদি**—হৃদয়ে; **যৎ**—যা; **মুনয়ঃ**—মুনিগণ; **উপাসতে**—উপাসনা করেন; **তৎ**—সেই; **অরয়ঃ**—শত্রুগণ; **অপি**—ও; **যযুঃ**—প্রাপ্ত হয়; **স্মরণাৎ**—স্মরণের দ্বারা; **স্ত্রিয়ঃ**—রমণীসকল; **উরগ-ইন্দ্র**—সর্পরাজগণ; **ভোগ**—(সদৃশ) দেহসমূহ; **ভুজ**—যাঁর বাহু যুগল; **দণ্ড**—দণ্ড সদৃশ; **বিষক্ত**—আকর্ষিত; **ধিয়ঃ**—যাদের মন; **বয়ম্**—আমরা; **অপি**—ও; **তে**—আপনার নিকট; **সমঃ**—তুল্য; **দৃশঃ**—যাদের দৃষ্টি; **অঙ্ঘ্রি**—পদযুগলের; **সরোজ**—পদ্ম সদৃশ; **সুধাঃ**—(সুস্বাদু) অমৃত।

অনুবাদ

মুনিগণ তাঁদের প্রাণ, মন এবং ইন্দ্রিয়াদি নিয়ন্ত্রণ করে দৃঢ়যোগযুক্ত হয়ে হৃদয়ে যে পরম তত্ত্বের উপাসনা করেন, ভগবানের শত্রুগণও শুধু আপনাকে স্মরণ করেই সেই একই তত্ত্ব লাভ করেছে। তেমনই, আমরা শ্রুতিগণও, যারা সাধারণভাবে

আপনাকে সর্বব্যাপ্ত দেখি, আপনার চরণ কমল থেকে একই অমিয় সুধা লাভ করব। আপনার সর্পসদৃশ বাহুলতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ব্রজবালাগণ সেই সুধা উপভোগে সক্ষম, কারণ আপনি আমাদের ও ব্রজনারীদের প্রতি একইভাবে দৃষ্টিক্ষেপ করেন।

তাৎপর্য

আচার্য শ্রীজীব গোস্বামীর মতে, কতিপয় *শ্রুতি*—যেমন *গোপাল-তাপনী উপনিষদ*—যিনি গোপাল কৃষ্ণকে পরম ব্রহ্মের চরম স্বরূপ বলে শনাক্ত করেন—ধৈর্য সহকারে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বাক্যালাপ করার জন্য অপেক্ষমান। কিন্তু অন্যান্য *শ্রুতিগণ* প্রকাশ্যে ভগবানের মাহাত্ম্য কীর্তন করছেন। গুপ্ত *শ্রুতি* বেশিক্ষণ নিজেদের চেপে রাখতে না পেরে এই শ্লোকে প্রকাশ করেছেন।

এই গুপ্ত *যোগ* মার্গের অনুগামিগণ প্রাণায়াম ও কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা তাদের ইন্দ্রিয় ও মনকে বশীভূত করেন। এই প্রথায় তারা নিজেদের সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ করতে পারলে, পরিণামে তারা হয়তো হৃদি মাঝে ব্রহ্মের স্বরূপ পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে শুরু করবেন। আর এইভাবে বিরামবিহীন ভাবে দীর্ঘ সময় ধরে এই ধ্যানকার্য চালিয়ে গেলে পরিশেষে হয়তো তারা প্রকৃত ভগবৎ চেতনার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মর্ত্যলীলার সময় নিহত অসুরগণও এই কঠিন ও অনিশ্চিত পথে একই লক্ষ্য প্রাপ্ত হয়েছিল। শ্রীভগবানের প্রতি বৈরিতা বশত কংস ও শিশুপালের মতো অসুরগণও অচিরেই তাঁর হাতে নিহত হয়েই পূর্ণ মুক্তি লাভ করেছিল।

যাই হোক, মূর্ত *বেদসমূহে* উল্লিখিত আছে যে অসুরগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বস্ত ভক্তবৃন্দ বিশেষত ব্রজের গোপ-ললনাগণ ভগবানের শ্রীচরণে শরণ নিয়ে তাঁর সমকক্ষ হওয়ার চেষ্টার মাধ্যমে ভগবৎ-প্রীতি বর্ধন করতে অধিকতর আগ্রহী। তাদের সাধারণ রমণীরূপে দেখা গেলেও তারা শ্রীভগবানের দেহ সৌষ্ঠব ও বীর্যবত্তায় আকৃষ্ট হয়ে ধ্যানের পূর্ণতা প্রদর্শন করেছেন।

এই বিষয়ে, *বৃহৎ-বামন পুরাণের* পরিশিষ্টে ভগবান ব্রহ্মা নিম্নে উল্লেখিত ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা করেছেন—

ব্রহ্মানন্দ-ময়ো লোকো ব্যাপী বৈকুণ্ঠ-সংজ্ঞিতঃ ।
তল্লোক-বাসী তত্র-স্থৈঃ স্তুতো বেদৈঃ পরাৎ-পরঃ ॥

"অসীম চিন্ময়ানন্দ লোককে বৈকুণ্ঠ বলে। মূর্ত *বেদসমূহের* দ্বারা মহিমান্বিত পরম-তত্ত্ব এখানে বাস করেন এবং *বেদসমূহও* এখানে উপস্থিত।"

চিরং স্তুত্বা ততস্তুষ্টঃ পরোক্ষং প্রাহ তান্ গিরা ।
তুষ্টোঽস্মি ব্রূত ভো প্রাজ্ঞা বরং যং মনসেপ্সিতম্ ॥

"একবার *বেদসমূহ* ভগবানের বিশদ প্রশংসা করায় শ্রীভগবান সবিশেষ তুষ্ট হয়ে অদৃশ্য কণ্ঠে তাদের বললেন—'হে পরমপ্রিয় মুনিগণ, তোমাদের প্রতি আমি অত্যন্ত তুষ্ট হয়েছি। দয়া করে আমার নিকট তোমাদের মনোবাসনামতো কিছু বর প্রার্থনা কর।' "

শ্রুতয় ঊচুঃ
যথা তল্লোকবাসিন্যঃ কামতন্ত্রেন গোপিকাঃ ।
ভজন্তি রমণং মত্বা চিকীর্ষাজনি নস্তথা ॥

"*শ্রুতিগণ* উত্তর করলেন, 'কামনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এই মর জগতের যে সকল গোপনারী প্রেমিকা ভাবে আপনার উপাসনা করে, আমরাও তাদের মতো হবার বাসনা করেছি।' "

শ্রীভগবান্ উবাচ
দুর্লভো দুর্ঘটশ্চৈব যুষ্মাকং স মনোরথঃ ।
ময়ানুমোদিতঃ সম্যক্ সত্যো ভবিতুমর্হতি ॥

"তখন শ্রীভগবান বললেন, 'তোমাদের এই বাসনা পূরণ করা কষ্টকর। নিশ্চিতরূপেই এটা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু আমার অনুমোদন হেতু তোমাদের বাসনা অবশ্যম্ভাবীরূপে সত্যে পরিণত হবে।' "

আগামিনি বিরিঞ্চৌ তু জাতে সৃষ্ট্যর্থম্ উদিতে ।
কল্পং সারস্বতং প্রাপ্য ব্রজে গোপ্যো ভবিষ্যথ ॥

" 'পরবর্তী ব্রহ্মা বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাঁর সৃষ্টিকার্য সম্পাদন করতে জন্মালে এবং সারস্বত কল্প নামে ব্রহ্মার একদিন উপস্থিত হলে তোমরা ব্রজে গোপী রূপে আবির্ভূত হবে।' "

পৃথিব্যাং ভারতে ক্ষেত্রে মাথুরে মম মণ্ডলে ।
বৃন্দাবনে ভবিষ্যামি প্রেয়ান্ বো রাস-মণ্ডলে ॥

" 'পৃথিবীতে, ভারতবর্ষে আমার মথুরামণ্ডলে, বৃন্দাবনের রাসমণ্ডলে তোমাদের প্রিয়তমরূপে আমাকে পাবে।' "

জারধর্মেণ সুস্নেহং সুদৃঢ়ং সর্বতোঽধিকম্ ।
ময়ি সম্প্রাপ্য সর্বেঽপি কৃত-কৃত্যা ভবিষ্যথ ॥

" 'এইরূপে তোমরা সকলে আমাকে তোমাদের প্রণয়ীরূপে গ্রহণ করে আমার প্রতি উন্নত ও গাঢ় বিশুদ্ধ প্রেম লাভ করবে, আর এভাবেই তোমাদের বাসনা পূর্ণ হবে।' "

ব্রহ্মোবাচ

শ্রুত্বৈতচ্চিন্তয়নত্যন্তা রূপং ভগবতশ্চিরম্ ।
উক্ত-কালং সমাসাদ্য গোপ্যো ভূত্বা হরিং গতাঃ ॥

"ভগবান ব্রহ্মা বললেন—এই সকল কথা শ্রবণ করার পর, *শ্রুতিগণ* দীর্ঘ সময় পরমেশ্বর ভগবানের সৌন্দর্যে মগ্ন হয়ে থাকলেন। অবশেষে নির্দিষ্ট সময় আগত হলে তারা গোপীতে রূপান্তরিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করলেন।"

পদ্মপুরাণের সৃষ্টি-খণ্ডে এই একই বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়। গায়ত্রী *মন্ত্রের* গোপী হওয়ার বিবরণও সেখানে বর্ণিত আছে।

ভক্তির উন্নতি প্রসঙ্গে *গোপাল-তাপনী উপনিষদে* (উত্তর ৪), ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আরও বলেছেন, *অপূতঃ পূতো ভবতি যং মাং স্মৃত্বা, অব্রতী ব্রতী ভবতি যং মাং স্মৃত্বাং, নিষ্কামঃ স-কামো ভবতি যং মাং স্মৃত্বা, অশ্রোত্রী শ্রোত্রী ভবতি যং মাং স্মৃত্বা*—"আমাকে স্মরণ করে অপবিত্র ব্যক্তি পবিত্র হয়, অব্রতী ব্রতী হয়। (আমার সেবায়) নিষ্কাম ব্যক্তি সকাম হয় এবং আমাকে স্মরণ করে বেদমন্ত্রে অজ্ঞ ব্যক্তি বেদশাস্ত্রে পারঙ্গম হয়।"

বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৪/৫/৬) কৃষ্ণভাবনাময় হওয়ার ক্রমিক স্তর পদ্ধতির উল্লেখ আছে—*আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ*। "এই আত্মাকেই দর্শন করতে হবে, শ্রবণ করতে হবে ও নির্দিষ্ট একাগ্রতা সহ মনন করতে হবে।" এখানে এই ভাবটি ব্যক্ত হয়েছে যে নিম্নে উল্লিখিত উপায়ে পরমাত্মাকে ভগবানের পূর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রকাশরূপে উপলব্ধি করতে হবে—প্রথমে পরমাত্মার যোগ্য প্রতিনিধির নির্দেশ শ্রবণ এবং শ্রীগুরুদেবকে বিনয়নম্র সেবা নিবেদন করে হৃদয়ে তাঁর বাণী গ্রহণ করে সর্ব প্রকারে তাঁকে তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করতে হবে। তারপর সন্দেহ ও ভুলধারণা দূরীকরণার্থে অবিরাম শ্রীগুরুদেবের দিব্য বাণী স্মরণ করতে হবে। তখনই দৃঢ় প্রত্যয় ও স্থির সংকল্পের ফলে পরম পুরুষ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের চিন্তায় অগ্রসর হওয়া যাবে।

তথাকথিত জ্ঞানী ব্যক্তিরা মনে করতে পারেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের সবিশেষ উপাসনা থেকে পরম পুরুষের উপলব্ধি অধিক পূর্ণ ও চূড়ান্ত, তাই *উপনিষদ* সকল

শ্রীভগবানের নির্বিশেষ উপলব্ধির স্তুতি করেন। যাই হোক, সকল সাধু-বৈষ্ণব পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সেবায় লেগে থেকে সর্বদা সানন্দে তাঁর অত্যাশ্চর্য, বৈচিত্র্যময় অলৌকিক গুণাবলীর ধ্যানে মগ্ন থাকেন। *শ্রুতি-মন্ত্রের* ভাষায়,—*যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্*—"এই আত্মা যাঁকে বরণ করেন তিনিই তাঁকে পেয়ে থাকেন। তাঁরই নিকট এই আত্মা নিজ তনু অর্থাৎ আপনার স্বরূপ ও মহিমা প্রকাশ করেন।" (*কঠ উপনিষদ* ১/২/২৩)।

উপসংহারে শ্রীল শ্রীধর স্বামী এই প্রার্থনা করছেন—

চরণ-স্মরণং প্রেম্না তব দেব সুদুর্লভম্ ।
যথা কথঞ্চিদ্ নৃহরে মম ভূয়াদহর্নিশম্ ॥

"হে প্রভো, আপনার চরণকমলের মধুর স্মৃতি অতি দুর্লভ। হে নরহরি, দিবানিশি যাতে সেই স্মৃতি লাভ করতে পারি কৃপা করে তার ব্যবস্থা করুন।"

শ্লোক ২৪

ক ইহ নু বেদ বতাবরজন্মলয়োঽগ্রসরং
যত উদগাদৃষির্যমনু দেবগণা উভয়ে ।
তর্হি ন সন্ন চাসদুভয়ং নচ কালজবঃ
কিমপি ন তত্র শাস্ত্রমবকৃষ্য শয়ীত যদা ॥ ২৪ ॥

কঃ—কে; **ইহ**—এই জগতে; **নু**—নিশ্চিতই; **বেদ**—জানে; **বত**—আহা; **অবর**—সাম্প্রতিক; **জন্ম**—যার জন্ম হয়েছে; **লয়ঃ**—এবং বিনাশ; **অগ্রসরম্**—অগ্রবর্তী (যার অগ্রে আগমন হয়েছে); **যতঃ**—যার থেকে; **উদগাৎ**—উদ্ভূত হলেন; **ঋষিঃ**—মহর্ষি ব্রহ্মা; **যম্ অনু**—যাঁর অনুসরণে; **দেবগণাঃ**—দেবতাগণ; **উভয়ে**—উভয়ে (যাঁরা ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং যাঁরা স্বর্গলোকের ঊর্ধ্বে বাস করেন); **তর্হি**—সেই সময়ে; **ন**—না; **সৎ**—স্থূল পদার্থ; **ন**—না; **চ**—ও; **অসৎ**—সূক্ষ্ম পদার্থ; **উভয়ম্**—উভয়ের মিশ্রণে গঠিত (জড় পদার্থ); **ন চ**—অথবা নয়; **কাল**—সময়ের; **জবঃ**—অবাধ গতি; **কিম্ অপি ন**—কেউ নয়; **তত্র**—সেখানে; **শাস্ত্রম্**—নির্ভর যোগ্য শাস্ত্র; **অবকৃষ্য**—প্রত্যাহার; **শয়ীত**—(পরমাত্মা) শয়ন করেন; **যদা**—যখন।

অনুবাদ

এই বিশ্বে সম্প্রতি যাদের জন্ম হয়েছে, শীঘ্রই তারা মৃত্যুবরণ করবে। মহর্ষি ব্রহ্মা আদি অন্যান্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ দেবগণ ও সকল প্রাণীর পূর্ব থেকেই যিনি বিদ্যমান

সেই পূর্বসিদ্ধ পুরুষোত্তম আপনাকে কোন্ ব্যক্তি জানতে পারবে? তিনি যখন যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ সংহার করে যোগনিদ্রায় মগ্ন থাকেন, তখন স্থূল ও সূক্ষ্ম পদার্থের সৃষ্ট স্থূল শরীর, কালবেগ অথবা প্রকাশিত শাস্ত্র-কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

তাৎপর্য

শ্রুতিগণ এখানে পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে জানার দুঃসাধ্যতার কথা প্রকাশ করছেন। মূর্তিমান *বেদসমূহে* ভগবানের সেবা, বা ভক্তিযোগ যেরূপ বর্ণিত হয়েছে সেটাই হল ভগবানের জ্ঞান ও মোক্ষলাভের সবচেয়ে নিশ্চিত ও সহজতম পন্থা। কারও সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, জড় জীবনে নিদারুণ বিরক্ত হলেও যারা শ্রীভগবানের স্মরণ গ্রহণে অনিচ্ছুক তাদের দ্বারা সমর্থিত হয়েও *জ্ঞান-যোগ* নামে পরিচিত জ্ঞানের দার্শনিক অনুসন্ধান খুবই কষ্টকর। জীবাত্মা পরমেশ্বর ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে ঈর্ষাপরায়ণ থাকা পর্যন্ত তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন না। *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৫) তিনি বলেছেন—

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥

"আমি মূঢ় এবং বুদ্ধিহীন ব্যক্তিদের কাছে কখনও প্রকাশিত হই না। তাদের কাছে আমি আমার অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়ার দ্বারা আবৃত থাকি; তাই এই মোহাচ্ছন্ন জগৎ জন্ম-মৃত্যুরহিত আমার অব্যয় স্বরূপ জানতে পারে না। ভগবান ব্রহ্মার কথায়—

পন্থাস্তু কোটি শতবৎসরসম্প্রগম্যো
বায়োরথাপি মনসো মুনিপুঙ্গবানাম্ ।
সোঽপ্যস্তি যৎপ্রপদসীম্ন্যবিচিন্ত্যতত্ত্বে
গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি ॥

"সেই প্রাকৃত চিন্তাতীত তত্ত্বে গমনেচ্ছু প্রাণায়ামগত যোগীদিগের বায়ু-নিয়ন্ত্রণ পথ অথবা মুনিশ্রেষ্ঠদিগের জ্ঞানচর্চার পথ শত কোটি বছর গমন করেও যাঁর চরণারবিন্দের অগ্রসীমামাত্র প্রাপ্ত হয়, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। (*ব্রহ্ম-সংহিতা* ৫/৩৪)

বিশ্বের আদি সৃষ্ট জীব ব্রহ্মা একজন মুনিশ্রেষ্ঠও বটেন। ভগবান শ্রীনারায়ণ থেকে তাঁর জন্ম, এবং তাঁর থেকে পার্থিব ক্রিয়াকলাপের নিয়ন্ত্রক ও স্বর্গের শাসকবর্গ সহ অগণিত দেবতাকুলের উদ্ভব। এই সকল শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান জীব আপেক্ষিকভাবে ভগবানের সৃজনী শক্তির সাম্প্রতিক সৃষ্টি। বেদসমূহের প্রথম

বক্তারূপে অন্তত ভগবান ব্রহ্মা এবং অন্য কর্তৃত্ব তাদের তাৎপর্য জেনে থাকবেন; এমন কি তিনি পরমেশ্বর ভগবানকেও সীমিত পরিমাণে জানেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৩/৩৫) উল্লেখ আছে, *বেদওহ্যানি হৃৎপতে*—"হৃদ্‌পতি বৈদিক ধ্বনির গভীর বিশ্বস্ত নিভৃতে নিজেকে গোপন রাখেন।" ব্রহ্মা ও তাঁর সৃষ্ট অন্যান্য দেবতাগণ যদি পরমেশ্বর ভগবানকে সহজে চিনতে না পারেন, তবে সাধারণ মরজীবেরা তাদের স্বাধীন জ্ঞানান্বেষণে কিভাবে সাফল্য আশা করতে পারেন?

যতদিন সৃষ্টি থাকবে, ততদিন মানুষ জ্ঞানের পথে বহু বাধার সম্মুখীন হবে। কেননা, তাদের দেহ, মন ও অহংবোধ সম্বলিত জড় আবরণের এই দেহ দ্বারা নিজেদের শনাক্ত করতে গিয়ে তারা সব রকমের কুসংস্কার ও ভুল ধারণা অর্জন করে। এমন কি তাদের চালনা করতে যদি দিব্য শাস্ত্রও তারা লাভ করে এবং কর্ম, জ্ঞান ও যোগের বিধিবদ্ধ প্রথা চালু করার সুযোগও যদি পায়; তবুও বদ্ধ আত্মাদের সেই পরমতত্ত্ব লাভের ক্ষমতা হবে না। প্রলয়কাল উপস্থিত হলে বৈদিক শাস্ত্রসমূহ এবং তাদের নিয়ামক অনুশাসনগুলি অচেতন জীবদের সম্পূর্ণ অন্ধকারে পরিত্যাগ করে অপ্রকাশিত হয়। সেই জন্য আমাদের ভগবৎ-ভক্তি শূন্য জ্ঞান লাভের ব্যর্থ চেষ্টা ত্যাগ করে ভগবান ব্রহ্মার উপদেশ মতো পরম করুণাময়ের করুণায় নিজেদের সমর্পণ করতে হবে—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্ ।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভিঃ
যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥

"মনোধর্মপ্রসূত জ্ঞানের প্রয়াস সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে যাঁরা তাঁদের নিজ নিজ সামাজিক পদে স্থিত হয়ে, কায়-মন-বাক্যে শ্রদ্ধা সহকারে আপনার লীলাকথা শ্রবণ করেন এবং আপনি ও আপনার শুদ্ধ ভক্তদের মুখনিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ করে জীবন ধারণ করেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে আপনাকে জয় করেন, যদিও ত্রিলোকের মধ্যে কেউই আপনাকে জয় করতে পারে না।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/১৪/৩)

এই প্রসঙ্গে *তৈত্তিরীয় উপনিষদ* পরমেশ্বরকে এই বলে উল্লেখ করেছেন, *যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ*, "বাক্য যেখানে থেমে যায়, এবং মন যেখানে পৌঁছাতে পারে না।" *ঈশোপনিষদ* (৪) বলছেন—

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো
নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্বমর্ষৎ ।

তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ
তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥

"পরমেশ্বর ভগবান তাঁর আবাসে স্থির হয়ে মনের চেয়ে অধিকতর বেগবান। তিনি দৌড়ে সকলকে পরাভূত করেন বলে বলশালী দেবতাগণ তাঁর সমীপবর্তী হতে পারেন না। এই ব্রজে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি বায়ু ও বৃষ্টি সরবরাহকারীদের নিয়ন্ত্রণ করেন। চরম উৎকর্ষতায় তিনি সকলকে ছাড়িয়ে যান।"

ঋক বেদে (৩/৫৪/৫) আমরা এই মন্ত্রটি পাই—

কোঽদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ
কুত আয়াতাঃ কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ ।
অর্বাগ দেবা বিসর্জনেনা-
থা কো বেদ যত আ বভূব ॥

"কখন থেকে এই বিশ্বসৃষ্টির শুরু তার প্রকৃত জ্ঞাতা কে, এবং কে এর বিশ্লেষণ করতে সক্ষম? মোটের ওপর দেবতাগণ সৃষ্টির তুলনায় অর্বাচীন। তাহলে কে বলতে পারবে কখন থেকে এই বিশ্বের প্রকাশ ঘটেছে?"

শ্রীল শ্রীধর স্বামী তাই বলছেন—

কাহং বুদ্ধ্যাদি সংরুদ্ধঃ ক চ ভূমন্ মহত্তব ।
দীনবন্ধো দয়াসিন্ধো ভক্তিং মে নৃহরে দিশ ॥

"এই জাগতিক বুদ্ধি ইত্যাদির জড় আবরণে আবদ্ধ আমি কি? এবং হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আপনার মহিমার তুলনাই বা কি? হে দীনবন্ধু, হে করুণাসাগর, ভগবান নরহরি, কৃপা করে আপনার ভক্তির দ্বারা আমাকে আশীর্বাদ করুন।"

শ্লোক ২৫

জনিমসতঃ সতো মৃতিমুতাত্মনি যে চ ভিদাং
বিপণমৃতং স্মরন্ত্যপদিশন্তি ত আরুপিতৈঃ ।
ত্রিগুণময়ঃ পুমানিতি ভিদা যদবোধকৃতা
ত্বয়ি ন ততঃ পরত্র স ভবেদববোধরসে ॥ ২৫ ॥

জনিম্—সৃষ্টি; **অসতঃ**—প্রকাশিত জগতের (পরমাণু থেকে); **সতঃ**—নিত্য বস্তু থেকে; **মৃতিম্**—ধ্বংস; **উত**—ও; **আত্মনি**—আত্মায়; **যে**—যে; **চ**—এবং; **ভিদাম্**—দ্বিত্ব; **বিপণম্**—জাগতিক কাজ; **ঋতম্**—প্রকৃত; **স্মরন্তি**—প্রামাণিক রূপে ঘোষণা

করেন; **উপদিশন্তি**—শিক্ষা দেন; **তে**—তাঁরা; **আরুপিতৈঃ**—সত্যের ওপর ভ্রম আরোপিত; **ত্রি**—তিন; **গুণ**—জাগতিক গুণের; **ময়ঃ**—গঠিত; **পুমান্**—জীব; **ইতি**—এইরূপে; **ভিদা**—দ্বৈত ধারণা; **যৎ**—যা; **অবোধ**—অজ্ঞানজনিত; **কৃতা**—সৃষ্ট; **ত্বয়ি**—আপনার মধ্যে; **ন**—না; **ততঃ**—সেইরূপ; **পরত্র**—অতীন্দ্রিয়; **সঃ**—সেই (অজ্ঞতা); **ভবেৎ**—বর্তমান থাকতে পারা; **অববোধ**—পূর্ণ সচেতনতা; **রসে**—যাঁর সৃষ্টি।

অনুবাদ

ভণ্ড আধিকারিকগণ ঘোষণা করেন যে, পদার্থ থেকে জীবের উৎপত্তি, আত্মার নিত্যগুণ বিনাশশীল, ব্যক্তিত্ব হল আত্মা ও পদার্থের পৃথক বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণ, বা জড় কর্মাদিই বাস্তব সত্যতা সৃষ্টি করে—এইরূপ সকল আধিকারিকগণেরই উপদেশাবলী ভুল ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা নাকি সত্যকে গোপন করে। দ্বৈতবাদীদের ধারণা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিজাত জীব শুধুমাত্র অজ্ঞতার ফল। আপনার ভিতর এরূপ ধারণার কোন প্রকৃত ভিত্তি নেই, কেননা আপনি সকল ভ্রান্তির অতীত এবং সর্বদাই সম্পূর্ণ সচেতন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের প্রকৃত অবস্থান দুর্জ্ঞেয় রহস্যে ভরা। জীবাত্মার পরাধীন অবস্থাও তদ্রূপ। অধিকাংশ চিন্তাবিদ এক ভাবে না এক ভাবে এই সকল সত্য সম্বন্ধে ভুল করেন। কারণ অসংখ্য রকমের মিথ্যা আখ্যা আত্মাকে আবৃত করে এবং ভ্রান্তির সৃষ্টি করে। মূঢ় বদ্ধ আত্মাগণ সুস্পষ্ট মোহের কাছে নতি স্বীকার করে, কিন্তু মায়ার অলীক শক্তি সহজেই সবচেয়ে অপ্রকৃত দার্শনিক ও অতীন্দ্রিয়বাদিগণের বুদ্ধি ভ্রংশ করে দিতে পারে। এইরূপে একটা বিরোধী দল সর্বদা সত্যের মূল সূত্র সম্বন্ধীয় বিরুদ্ধ সূত্র উপস্থাপন করেন।

ঐতিহ্যময় ভারতীয় দর্শনে, বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য, যোগ ও মীমাংসা দর্শনের অনুগামিগণ সকলেরই ভ্রান্তিপূর্ণ নিজস্ব ধারণা আছে। মূর্তিমান *বেদসকল* সেগুলিকে এই প্রার্থনায় উল্লেখ করেছেন। বৈশেষিকগণ বলেছেন যে এই দৃশ্যমান বিশ্ব পরমাণুর মূল ভাণ্ডার থেকে সৃষ্ট হয়েছে। কণাদ ঋষির *বৈশেষিক-সূত্রে* (৭/১/২০) বলা হয়েছে, *নিত্যং পরিমণ্ডলম্*—"সেই সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতি পরমাণুও নিত্য।" কণাদ ও তাঁর অনুগামিগণও দেহধারী আত্মাসহ, এবং এমন কি পরমাত্মাও অন্য অপারমাণবিক জীবের জন্য অমরত্ব দাবী করেন। কিন্তু বৈশেষিক সৃষ্টিতত্ত্বে আত্মা ও পরমাত্মা বিশ্বের পরমাণু উৎপাদনে প্রতীকি ভূমিকা পালন করে। শ্রীল কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাস তাঁর *বেদান্ত সূত্রে* (২/২/১২) এই অবস্থার কথা সমালোচনা

করেছেন—*উভয়থাপি ন কর্মাতস্তদভাবঃ।* এই সূত্র অনুসারে, কেউ দাবী করতে পারে না যে, সৃষ্টিকালে, পরমাণু প্রথম একত্রে মিলিত হয়, কেননা পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত থাকা কর্মীয় আবেগের দ্বারাই তারা এই মিলনে বাধ্য হয়, আদিম অবস্থায় পরমাণুগুলি মিলিত হয়ে জটিল বস্তুতে পরিণত হওয়ার পূর্বে কোন নৈতিক দায়িত্ব ছিল না, যা নাকি তাদের শুদ্ধ ও পাপপূর্ণ প্রতিক্রিয়া অর্জনে চালিত করতে পারে। অথবা পরমাণুর প্রারম্ভিক মিশ্রণ সৃষ্টির পূর্বে সুপ্ত অবস্থায় থাকা জীবের বাড়তি কর্মের ফলরূপে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, কারণ এই সকল প্রতিক্রিয়া প্রত্যেক জীবের নিজস্ব এবং সেগুলিকে তাদের থেকে অন্য কোন জীবেও স্থানান্তরিত করা যায় না, নিষ্ক্রিয় পরমাণু তো কোন্ ছাড়!

বিকল্পভাবে, *জনিমসতঃ* এই বাগ্‌ধারাটি পতঞ্জলি ঋষির যোগদর্শনকে পরোক্ষভাবে উল্লেখের জন্য গ্রহণ করা যেতে পারে। যেহেতু তাঁর *যোগশাস্ত্র* অনুশীলন ও ধ্যানের যান্ত্রিক পদ্ধতি দ্বারা ব্রাহ্মণত্বের অতীন্দ্রিয় প্রতিষ্ঠা কিভাবে অর্জন করা যায় সেই শিক্ষা দান করে। পতঞ্জলির *যোগ* পদ্ধতিকে এখানে *অসৎ* বলে উল্লেখ করা হয়েছে, কেননা এটি পরম পুরুষের শরণাগতি—ভক্তির এই প্রয়োজনীয় দিকটিকে অবজ্ঞা করে। *ভগবদ্‌গীতায়* (১৭/২৮) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতং চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎপ্রেত্য নো ইহ॥

" হে পার্থ, পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ না হয়ে যে যজ্ঞ, দান বা তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, তা *অসৎ*। সেই সমস্ত ক্রিয়া ইহকাল ও পরকাল কোন কালেই উপকার করে না।"

যোগ-সূত্রগুলি বাঁকা পথে পরমেশ্বর ভগবানের সত্যতা স্বীকার করলেও শুধুমাত্র উন্নত *যোগীই* তাঁকে সহায়করূপে ব্যবহার করতে পারেন। *ঈশ্বর প্রণিধানাদ্ বা*—"ভক্তিসহ ঈশ্বর-চিন্তা মনঃসংযোগের অপর একটি পন্থা।" (*যোগ-সূত্র* ১/২৩) তুলনায় দেখা যায়, বেদান্তের বাদরায়ণ বেদব্যাসের দর্শন শুধুমাত্র মুক্তির প্রাথমিক উপায়রূপেই নয়, মুক্তির সঙ্গে এটি অভিন্নও বটে। *অপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্*—*বেদে* উল্লেখ আছে, মুক্তির দুয়ার পর্যন্ত ভগবানের আরাধনা চলে এবং নিশ্চিতরূপেই তা মোক্ষের স্তর পর্যন্ত পৌঁছায়। (*বেদান্ত-সূত্র* ৪/১/১২)

গৌতম ঋষি তাঁর *ন্যায়-সূত্রে* উত্থাপন করেছেন যে, ভ্রান্তি ও অসন্তোষ এই উভয়কে অস্বীকার করে মোক্ষ লাভ করা যায়—*দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যা-*

জ্ঞানানাম্ উত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাভাবাদ্ অপবর্গঃ। "সফলতার সঙ্গে মিথ্যা ধারণা, খারাপ চরিত্র, বিপর্যস্ত কর্ম, পুনর্জন্ম এবং দুর্বিপাক—(এইগুলির একটার অন্তর্ধান পরবর্তী অপরটির অন্তর্ধানকে অনুমোদিত করে)—দূর করে তবেই কেউ চরম মোক্ষ লাভ করতে পারে।" (*ন্যায়-সূত্র* ১/১/২) কিন্তু যেহেতু ন্যায়-দার্শনিকগণ বিশ্বাস করেন যে সচেতনতা আত্মার কোন প্রয়োজনীয় ধর্ম নয়, *ন্যায়-সূত্রের* শিক্ষা এই যে, মুক্ত-আত্মার কোনরূপ সচেতনতা নেই। মোক্ষ সম্বন্ধে ন্যায়ের ধারণা এইভাবে আত্মাকে মৃত প্রস্তরের অবস্থায় স্থাপন করে। ন্যায়-দার্শনিকগণের দ্বারা আত্মার স্বাভাবিক সচেতনতাকে ধ্বংস করার এই চেষ্টাকে মূর্ত *বেদসমূহের* দ্বারা এখানে *সতো মৃতিম্* বলা হয়েছে। কিন্তু *বেদান্ত-সূত্রে* (২/৩/১৭) দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লিখিত আছে, *জ্ঞোঽত এব*—"জীবাত্মা সর্বদাই জ্ঞাতা।"

সত্যের মাঝে আত্মা যদিও সচেতন ও সক্রিয়, সাংখ্যদর্শনের সমর্থকগণ জীবন্ত শক্তির *আত্মনি যে চ ভিদাম্* এই দুইটি কর্মকে পুরুষ ও প্রকৃতির ওপর যথাক্রমে সচেতনতা ও সক্রিয়তা আরোপ করে ভুলক্রমে পৃথক করেছেন। *সাংখ্যকারিকার* মতে (১৯-২০)—

তস্মাচ্চ বিপর্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বং পুরুষস্য ।
কৈবল্যং মাধ্যস্থ্যং দ্রষ্টিত্বমকর্তৃভাবশ্চ ॥

"এইরূপে পুরুষগণের মধ্যে আপাত পার্থক্যের অগভীরতার ফলে (প্রকৃতির বিভিন্ন আবরণকারী প্রথাগুলির জন্য), সাক্ষীরূপে পুরুষের প্রকৃত পদমর্যাদা, তার স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তার নিষ্ক্রিয় উদাসীনতা, পর্যবেক্ষকরূপে তার প্রতিষ্ঠা, এবং তার নিষ্ক্রিয়তা ইত্যাদি প্রমাণিত হয়।"

তস্মাৎ তৎ-সংযোগাদ্ অচেতনং চেতনা-বদিব লিঙ্গম্ ।
গুণ-কর্তৃত্বেঽপি তথা কর্তেব ভবত্যুদাসীনঃ ॥

"এইভাবে, আত্মার সংস্পর্শে, অচেতন সূক্ষ্ম দেহকে সচেতন বলে মনে হয়। প্রকৃতির ত্রিগুণাবলীর ক্রিয়াকলাপ থেকে দূরে থাকলেও আত্মাই সর্বকর্ম সম্পাদনকারী বলে প্রতীয়মান হয়।"

কর্তা শাস্ত্রার্থ-বত্ত্বাৎ দ্বারা শুরু হওয়া *বেদান্ত সূত্রের* (২/৩/৩১-৩৯) এই ধারণাকে শ্রীল ব্যাসদেব খণ্ডন করেছেন। "জীবাত্মা অবশ্যই কার্যাবলীর সম্পাদক হবে, কেননা শাস্ত্রের অনুশাসনেরও কিছু উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে।" আচার্য বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁর *গোবিন্দ-ভাষ্যে* ব্যাখ্যা করেছেন—"প্রকৃতির ত্রিগুণাবলী নয়, জীবই কর্তা। কেন? কারণ শাস্ত্রের অনুশাসনের অবশ্যই কিছু উদ্দেশ্য থাকবে (*শাস্ত্রার্থ-*

বক্তাৎ)। উদাহরণ স্বরূপ, *স্বর্গ-কামো যজেত* রূপ শাস্ত্রীয় অনুশাসন (কেউ স্বর্গ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করলে তার শাস্ত্রসম্মত হোম-ক্রিয়াদি করা উচিত) এবং *আত্মানমেব লোকমুপাসীত* (*বৃহদারণ্যক উপনিষদ* ১/৪/১৫)—'দিব্যলোক প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে আত্মাকেই উপাসনা করতে হবে') সচেতন কর্তার বিদ্যমানেই কেবল কথাটি অর্থপূর্ণ। প্রকৃতির ত্রিগুণময় সত্তা কর্তা হলে এই সকল বিবৃতির কোনই অর্থ থাকে না। বস্তুত, জীবের দ্বারাও যে কোন উপভোগ্য ফল লাভ করা যেতে পারে জীবের মাঝে এই বোধ জাগিয়ে শাস্ত্রীয় অনুশাসন তাকে বিধিবদ্ধ কার্য সম্পাদনে নিযুক্ত রাখে। এরূপ মানসিকতা প্রকৃতির নিষ্ক্রিয় পন্থায় জাগরিত করা যায় না।"

জৈমিনি ঋষি তাঁর *পূর্ব-মীমাংসা-সূত্রাবলীতে* জড় কার্য ও তার ফলকে পরিপূর্ণ বাস্তবরূপে উপস্থাপন করেছেন। তিনি ও তাঁর পরবর্তী কর্ম-মীমাংসা দর্শনের সমর্থকদের শিক্ষা যে, জড় জীব অনন্ত—তাদের কোন মুক্তি নেই। তাদের কর্মচক্র অসীম, এবং সর্বশ্রেষ্ঠ জীবের লক্ষ্য হল দেবতাদের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করা। তাই, তারা বলে, *বেদের* সমস্ত উদ্দেশ্য হল সৎ কর্মের সৃষ্টিতে মানুষকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নিযুক্ত রাখা এবং ফলত পরিণত আত্মার মুখ্য দায়িত্ব *বেদের* যজ্ঞীয় অনুশাসনের সঠিক অর্থ নিরূপণ ও তা কার্যে পরিণত করা। *চন্দন-লক্ষনোঽর্থো ধর্মঃ*—*বেদের* অনুশাসন দ্বারা নির্দেশিত কর্মই ধর্ম।" (*পূর্ব মীমাংসা-সূত্র* ১/১/২)

জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে আলোচনা সমৃদ্ধ *বেদান্ত-সূত্রের* চতুর্থ অধ্যায়ে জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি লাভের কার্যকর পন্থার বর্ণনা করা হয়েছে। আবার এই সূত্র কাউকে গুণান্বিত করার জন্য দিব্য জ্ঞান লাভে সাহায্য করে ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে হীনতর করছে। *বেদান্ত-সূত্রে* (৪/১/১৬) বলা হয়েছে—*অগ্নিহোত্রাদি তু তৎ কার্যায়ৈব তদ্দর্শনাৎ*—"অগ্নিহোত্র এবং অন্যান্য বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান শুধু *বেদের* বাণীরূপ জ্ঞানোৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট। আর *বেদান্ত-সূত্রের* (৪/৪/২২) ঠিক শেষে ঘোষণা করা হয়েছে, *অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ*—"প্রতিষ্ঠিত ধর্মশাস্ত্র মতে মুক্ত আত্মা কখনও এই বিশ্বে পুনরায় ফিরে আসে না।"

এইরূপে কল্পনাপ্রবণ দার্শনিকদের ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে যে মহান পণ্ডিত ও মহামুনিগণ তাঁদের ভগবান প্রদত্ত নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তির অপব্যবহারের দ্বারা প্রায়ই বিভ্রান্ত হন। *কঠ উপনিষদে* (১/২/৫) বলা হয়েছে,

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতাম্ মান্যমানাঃ ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥

"যে সকল মূঢ় ব্যক্তি অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থেকেও নিজেদের বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত বলে অভিমান প্রকাশ করে, তারা মূর্খের ন্যায় এক অন্ধের দ্বারা চালিত অপর অন্ধের ন্যায় এই বিশ্বে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়।"

সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত—এই বৈদিক সংস্কৃতির ছয়টি দর্শনের মধ্যে শুধু বাদরায়ণ ব্যাসের বেদান্তটি ত্রুটিমুক্ত এবং মাত্র এটিই বৈষ্ণবাচার্যগণের দ্বারা সঠিকভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। তৎসত্ত্বেও, এই ছয়টি শাখার প্রত্যেকটি বৈদিক শিক্ষায় কিছু বাস্তব অবদানের স্বাক্ষর রেখেছে। নাস্তিক সাংখ্যবাদিগণ সূক্ষ্ম থেকে স্থূল প্রাকৃতিক উপাদানের ক্রমবিকাশের ব্যাখ্যা করেন, পতঞ্জলির *যোগ* ধ্যানের আট প্রকার পদ্ধতির বর্ণনা করেন, নৈয়ায়িকগণ ন্যায়শাস্ত্রের কৌশল ব্যাখ্যা করছেন, বৈশেষিকগণ বাস্তবের মৌলিক অধিবিদ্যাগত শ্রেণীর বিবেচনা করেন, এবং মীমাংসকগণ শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার আদর্শ মান প্রতিষ্ঠিত করেন। এই ছয় প্রকার দর্শন ছাড়াও বৌদ্ধ, জৈন ও চার্বাক দর্শনের ন্যায় অধিকতর ভ্রান্ত দর্শন আছে, যেগুলির শূন্যতাবাদ ও জড়বাদের সূত্র চিন্ময় আত্মার আধ্যাত্মিক অখণ্ডতাকে অস্বীকার করে।

পরিশেষে, জ্ঞানের একমাত্র নির্ভরশীল উৎস হলেন শ্রীভগবান স্বয়ং। পরমেশ্বর ভগবান হলেন *অববোধ-রস,* অব্যর্থ দর্শনের অফুরন্ত ভাণ্ডার। যারা দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে তাঁর ওপর নির্ভরশীল, তিনি তাদের দিব্য জ্ঞানচক্ষু দান করেন। অন্য যারা তাদের নিজেদের কল্পনার সূত্র অনুসরণ করে, তারা মায়ার অন্ধকার পর্দার ভিতর দিয়ে অন্ধের মতো হাতড়াতে থাকে। শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলেছেন—

মিথ্যা-তর্ক-সুকরকশোরিত-মহা-বাদান্ধকারান্তর-
ভ্রাম্যন্-মন্দ-মতেরমন্দ-মহিমংস্ত্বদ্-জ্ঞান-বর্ত্মাস্ফুটম্ ।
শ্রীমন্ মাধব বামন ত্রিনয়ন শ্রীশংকর শ্রীপতে
গোবিন্দেতি মুদা বদন মধুপতে মুক্তঃ কদাস্যামহম্ ॥

"মিথ্যা ন্যায়শাস্ত্রের রূঢ় পদ্ধতি দ্বারা উন্নীত উন্নত দর্শনের অন্ধকারের ভিতর দিয়ে বিমূঢ় আত্মার ভ্রমণের জন্য, হে পরম জ্যোতির্ময় ঈশ্বর, আপনার সভ্য জ্ঞানের পথ অদৃশ্য থাকে। হে লক্ষ্মীপতি মধুসূদন, আপনার মাধব, বামন, ত্রিনয়ন, শ্রীশংকর, শ্রীপতি ও গোবিন্দ ইত্যাদি নাম মহানন্দে জপ করে কবে আমি মুক্ত হব?"

শ্লোক ২৬

সদিব মনস্ত্রিবৃৎ ত্বয়ি বিভাত্যসদামনুজাৎ
সদভিমৃশন্ত্যশেষমিদমাত্মতয়াত্মবিদঃ ।

ন হি বিকৃতিং ত্যজন্তি কনকস্য তদাত্মতয়া
স্বকৃতমনুপ্রবিষ্টমিদমাত্মতয়াবসিতম্ ॥ ২৬ ॥

সৎ—প্রকৃত; **ইব**—যেন; **মনঃ**—মন (এবং এর প্রকার); **ত্রি**—ত্রিস্তর (ত্রিগুণাত্মক জড়া প্রকৃতির দ্বারা); **ত্বয়ি**—আপনার মধ্যে; **বিভাতি**—প্রতীত হয়; **অসৎ**—অপ্রকৃত; **আ-মনুজাৎ**—মনুষ্য পর্যন্ত বিস্তৃত; **সৎ**—সৎ-এর ন্যায়; **অভিমৃশন্তি**—তারা বিবেচনা করেন; **অশেষম্**—সম্পূর্ণ; **ইদম্**—এই (বিশ্ব); **আত্মতয়া**—অভিন্ন আত্মা; **ন**—না; **হি**—নিশ্চিতই; **বিকৃতিম্**—বিকৃতি রূপান্তর; **ত্যজন্তি**—পরিত্যাগ করেন; **কনকস্য**—স্বর্ণের; **তৎ-আত্মতয়া**—ততটাই মূলের সঙ্গে অভিন্ন; **স্ব**—নিজের দ্বারা; **কৃতম্**—সৃষ্ট; **অনুপ্রবিষ্টম্**—প্রবিষ্ট; **ইদম্**—এই; **আত্মতয়া**—যেহেতু নিজের (ভগবানের) সঙ্গে অভিন্ন; **অবসিতম্**—নির্ণীত।

অনুবাদ

সরল ইন্দ্রিয়গোচর অসৎ বস্তু থেকে জটিল মানব দেহ পর্যন্ত এই ত্রিগুণাত্মক জড়া প্রকৃতির সকলই এই বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত। এই সকল অসৎ বস্তু সৎ বলে প্রতীত হলেও, আপনার ওপর মনের প্রবল প্রভাব বশত এগুলি সৎ দিব্য সত্যের মিথ্যা প্রতিফলন মাত্র। তবুও, পরমাত্মাতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ সমগ্র জড় সৃষ্টিকে পরমাত্ম রূপ সদ্‌বস্তুর কার্য বলেই মনে করেন। যেমন, সোনার তৈরি বস্তুকে নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করা হয় না। কারণ তার ভিতরের মূল বস্তুও প্রকৃত সোনা। সুতরাং আপনার সৃষ্ট ও তার ভিতর এই অনুপ্রবিষ্ট বিশ্বও নিঃসন্দেহে আপনার থেকে পৃথক নয়।

তাৎপর্য

এক দিক থেকে দেখলে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বকে প্রকৃত (সৎ) এবং অপরদিক থেকে দেখলে একে প্রকৃত (সৎ) বলে মনে হয় না। ভগবানের বহিঃশক্তিরূপে এই নিখিল বিশ্বের সার সত্ত্ব এক কঠোর সত্য, কিন্তু মায়ার দ্বারা এই সত্যের ওপর আরোপিত রূপ ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং এই জড় রূপের ক্ষণস্থায়ী প্রকাশকে যারা স্থায়ী বলে মনে করে তারা ভ্রান্ত। নির্বিশেষবাদী পণ্ডিতেরা বাস্তবসত্যকে অস্বীকার করে এই *সদসতের* যে ভুল ব্যাখ্যা করেন, তারা বলেন শুধু জড়রূপই নয় জড় সত্ত্বও অপ্রকৃত—*অসৎ*। তারা তাদের নিজেদের দিব্যসত্তার সঙ্গে পূর্ণব্রহ্ম ভগবানকে গুলিয়ে ফেলেন। একজন মায়াবাদী দার্শনিক মূর্ত *বেদসমূহে* উল্লেখিত—*ত্রিগুণময়ঃ পুমান্ ইতি ভিদা*—*বেদের* এই প্রার্থনার কথা স্বীকার করে পরমাত্মা ও *জীবাত্মার* মধ্যে কোন পার্থক্য নেই এরূপই বলবেন। তিনি দাবী করবেন যে, যেহেতু জীবের জড়রূপ ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির এক ক্ষণজীবী প্রাণীর প্রকাশ, সেই কারণে জ্ঞান দ্বারা

জীবের অজ্ঞানতা দূর হলে তিনিই পরমাত্মারূপে প্রকাশিত হন; দাসত্ব, মুক্তি এবং পরিদৃশ্যমান জগৎ সব কিছুই অজ্ঞানতার *অসৎ* সৃষ্টি। এই ধারণার দূরীকরণে *বেদসমূহ* এখানে *সৎ* ও *অসতের* মাঝে প্রকৃত সম্পর্কের স্পষ্টিকরণ করছেন। *শ্রুতি* সাহিত্যে আমরা এই বাক্যটি পাই—*অসতোঽধিমনোঽসৃজ্যত, মনঃ প্রজাপতিং অসৃজৎ, প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজৎ, তদ্বা ইদং মনস্যেব পরমং প্রতিষ্ঠিতং যদিদং কিং চ*। মূলত *অসৎ* থেকে শ্রেষ্ঠ মনের সৃষ্টি হয়েছিল। এই মন প্রজাপতিকে সৃষ্টি করে এবং প্রজাপতি সকল জীবকে সৃষ্টি করেন। মনই হল এই বিশ্বে অবস্থিত সকল কিছুর মূল ভিত্তি।" সকল প্রকাশিত বস্তুই অসতের ওপর ভিত্তি করে অবস্থিত—এই কথাটি বোঝাতে গিয়ে নির্বিশেষবাদীরা এর ভুল অর্থ করলেও এই অংশে স্পষ্টতই *অসৎ* কথাটি বিরুদ্ধ ব্যবহার প্রকৃতপক্ষে সব কিছুর মূল কারণ পরমেশ্বর ভগবানকেই নির্দেশ করছেন। কেননা ভগবানই সকল জড় জীবের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। *বেদান্তসূত্রের* (২/১/১৭) যুক্তি নির্বিশেষবাদীদের *অসদ্-ব্যপাদেশান্ নেতি চেন্ন ধর্মান্তরেণ বাক্য-শেষাৎ*—এই ভুল ব্যাখ্যাকে নস্যাৎ করে আগের ব্যাখ্যাকেই দৃঢ়ভাবে সমর্থন করছে। "জড় জগৎ ও তার উৎস একই বিষয় হতে পারে না, কেননা এই জগৎকে *অসৎ* বলা হয়—এই বিষয়ে কেউ প্রতিবাদ করলে আমাদের উত্তর হবে, 'না, কেননা *অসৎ-ই* ব্রহ্ম এই বিবৃতিটি ভগবানের সৃষ্টি থেকে তাঁকে পৃথক করেছে।' " *তৈত্তিরীয় উপনিষদে* (২/৭/১) বলা হয়েছে *অসদ্ বা ইদমগ্র আসীৎ*—"সৃষ্টির প্রারম্ভে শুধু *অসতেরই* উপস্থিতি ছিল।"

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে এই আলোচ্য বিষয়ে উল্লিখিত *অধিমনঃ* শব্দটি বিশ্বের প্রায় সকল মনের অধীশ্বর ভগবান অনিরুদ্ধকে বোঝায়, যিনি সৃষ্টি মানসে শ্রীনারায়ণের পূর্ণ স্বরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা সকল সৃষ্টজীবের পিতা। *মহা-নারায়ণ উপনিষদে* (১/৪) বলা হয়েছে—*অথ পুনরেব নারায়ণঃ সোঽন্যং কামং মনসাধ্যায়েৎ। তস্য ধ্যানান্তঃ-স্থস্য ললনাৎ স্বেদোঽপতৎ। তা ইমা প্রততাপ তাসু তেজো হিরণ্ময়মণ্ডং তত্র ব্রহ্মা চতুর্মুখোঽজায়ত*। "তখন ভগবান নারায়ণ তাঁর অন্য আকাঙ্ক্ষা পূরণের কথা চিন্তা করতে থাকা কালীন তাঁর ললাট দেশ থেকে এক বিন্দু ঘাম মাটিতে পড়ল। সকল জড় সৃষ্টি এই ঘর্মবিন্দুর গেঁজলা থেকে উদ্ভূত হল। আর তার মধ্যে অগ্নিবৎ এক সোনালী রঙের ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব হল, এবং সেই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে চতুর্মুখ ব্রহ্মার জন্ম হল।"

'কোন বস্তু যখন কোন বিশেষ উপাদান থেকে সৃষ্ট হয়, তখন তার পরিবর্তিত রূপের মধ্যেও সেই বস্তুর উপাদান বর্তমান থাকে। স্বর্ণের বিকৃতি কোন অলঙ্কারকে স্বর্ণপ্রেমী লোকেরা স্বর্ণ বলেই গ্রহণ করে, স্বর্ণ নির্মিত পাশা বা কণ্ঠহারকে পরিত্যাগ

করে না। কেননা, স্বর্ণের বিকৃতি হলেও তা স্বর্ণই থাকে। প্রকৃত জ্ঞানীরা এই জড় জাগতিক দৃষ্টান্তে পরম পুরুষ ও তাঁর সৃষ্টির উদ্ভবের মধ্যে ভিন্ন অথচ অভিন্ন সম্পর্কের সাদৃশ্য দেখতে পান। এইরূপে এই অলৌকিক শ্রেষ্ঠ জ্ঞান জীবকে তাদের মায়ার দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত করে, কারণ তারা তখন ভগবানের সব সৃষ্টির মাঝেই তাঁকে দেখতে পায়।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলছেন—

যৎ সত্বতঃ সদা ভাতি জগদেতদস্য স্বতঃ ।
সদাভাসমসত্যস্মিন্ ভগবন্তং ভজামতম্ ॥

"যাঁর প্রকৃত কার্যকরী উপস্থিতির ফলে এই সৃষ্ট জগৎ অপরিহার্যভাবে অসার বলে মনে হলেও স্থায়ীরূপে প্রতিভাত হয়, এস, আমরা সেই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের আরাধনা করি। কারণ তিনিই পরমাত্মারূপে অবাস্তবের মাঝে বাস্তবের প্রতিফলন ঘটান।"

শ্লোক ২৭

তব পরি যে চরন্ত্যখিলসত্ত্বনিকেততয়া
ত উত পদাক্রমন্ত্যবিগণয্য শিরো নির্ঋতেঃ ।
পরিবয়সে পশূনিব গিরা বিবুধানপি তাং-
ত্ত্বয়ি কৃতসৌহৃদাঃ খলু পুনন্তি ন যে বিমুখাঃ ॥ ২৭ ॥

তব—আপনার; **পরি যে চরন্তি**—যাঁরা সেবা করেন; **অখিল**—(নিখিল জীব) সকলের; **সত্ত্ব**—সৃষ্ট জীব সকল; **নিকেততয়া**—আশ্রয়রূপে; **তে**—তাঁরা; **উত**—সহজভাবে; **পদা**—তাঁদের পদ দ্বারা; **আক্রমন্তি**—পদচারণ পূর্বক অতিক্রম করেন; **অবিগণয্য**—অবজ্ঞাভরে; **শিরঃ**—মস্তক; **নির্ঋতেঃ**—মৃত্যুর; **পরিবয়সে**—আবদ্ধ করে থাকেন; **পশূন্**—পশুর মতো; **গিরা**—আপনার বচন সমূহের দ্বারা (বেদের); **বিবুধান্**—জ্ঞানী পণ্ডিত; **অপি**—ও; **তান্**—তাঁদেরকে; **ত্বয়ি**—যাদেরকে; **কৃত**—যাঁরা করেছেন; **সৌহৃদাঃ**—বন্ধুত্ব; **খলু**—নিশ্চিতই; **পুনন্তি**—পবিত্র করেন; **ন**—না; **যে**—যারা; **বিমুখাঃ**—শত্রুভাবাপন্ন।

অনুবাদ

যাঁরা আপনাকে নিখিল জীবের আশ্রয়রূপে সেবা করেন, তাঁরাই মৃত্যুকে অবজ্ঞা করে তার শিরে পদচারণপূর্বক সহজেই তাকে অতিক্রম করেন। যারা ভক্তিশূন্য, তারা পণ্ডিত হলেও *বেদ* বাক্যের দ্বারা পশুর ন্যায় আপনি তাদের এই কর্মমার্গেই

আবদ্ধ করে থাকেন। যাঁরা আপনার প্রতি প্রেমভাবাপন্ন, তাঁরাই নিজেকে এবং অপরকে পবিত্র করে থাকেন। আপনার বিরোধী অন্য কেউ একাজে সক্ষম হয় না।

তাৎপর্য

মূর্ত *বেদসমূহ* বর্তমানে বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী সম্প্রদায়ের ভ্রমাত্মক দর্শনকে প্রত্যাখ্যান করেছেন—সৃষ্টির জড় উৎসকে বিনা প্রমাণে মান্যকারী বৈশেষিকগণের *অসদ্-উৎপত্তিবাদ;* সচেতন মুক্ত আত্মাকে বঞ্চিতকারী নৈয়ায়িকদের *সদ্-বিনাশ-বাদ;* সকল দৃষ্টিগোচর গুণাবলী থেকে আত্মাকে পৃথককারী সাংখ্যবাদিগণের *সগুণত্বভেদবাদ;* জড় জাগতিক ব্যাপক বাণিজ্য কার্যে যুক্ত আত্মার নিন্দাকারী মীমাংসকদের *বিপণবাদ,* এবং মতিভ্রমের মতো এই জগতে আত্মার প্রকৃত চেতনাকে কলঙ্কিতকারী মায়াবাদীদের *বিবর্তবাদ*—এই সকল বাদকে প্রত্যাখ্যান করে মূর্ত *বেদসমূহ* এখন ভক্তিপূর্ণ দর্শনের *পরিচর্যাবাদ* পেশ করছেন।

এই মতবাদ গ্রহণকারী বৈষ্ণবগণ শিক্ষা দেন যে সামান্য জ্ঞানের অধিকারী জীবাত্মা চিন্ময় ব্যক্তিত্বের পারমাণবিক অণু হলেও সেটা স্বাধীন নয় ও তার কোন জাগতিক গুণাবলী নেই। ক্ষুদ্র হওয়ার জন্য তার জড়া শক্তির অধীনস্থ হওয়ার একটা প্রবণতা আছে এবং সেখানে তাকে জড় জীবনের দুঃখ ভোগ করতে হয়। ভগবানকে সেবা দান করে এই দুঃখের অবসান ঘটিয়ে সে পরমেশ্বর ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির আশ্রয় লাভ করতে পারে, ফলপ্রসূ কর্মে নিযুক্তি, কল্পনা বা অন্য কোন পদ্ধতির দ্বারা নয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী—

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্ ।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্ব-পাকানপি সম্ভবাৎ ॥

"আমার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস সহ শুধুমাত্র নিকষিত হেম সদৃশ ভগবৎ-সেবার অনুশীলনের দ্বারাই কেউ পরমেশ্বর ভগবান—আমাকে লাভ করতে পারে। আমার যে সকল প্রিয় ভক্ত আমাকেই তাদের প্রীতিপূর্ণ সেবার একমাত্র লক্ষ্যস্থল বলে মনে করে, স্বভাবতই আমি তাদের প্রতি অনুরক্ত। কুকুর ভক্ষণকারী হীনজাত ব্যক্তিরাও তাদের এই জন্মের কলুষতা থেকে নিজেদের পবিত্র করতে পারে।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/১৪/২১)

পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তগণ *অখিল-সত্ত্বে* অবস্থিত সমস্ত কিছুর নিকেতনরূপে ভগবানের উপাসনা করেন। এ ছাড়াও, এই সকল বৈষ্ণব ভক্তগণ এই অর্থে নিজেদের *অখিল-সত্ত্ব-নিকেত* বলে ঘোষণা করতে পারেন যে তাঁদের আবাস ও

আশ্রয়স্থল জড়-জগৎ ও চিৎ জগতের বাস্তব তাত্ত্বিক সত্য। এইরূপে শ্রীপাদ মধ্বাচার্য, তাঁর *বেদান্ত-সূত্র-ভাষ্যে 'সত্যং হ্যেবেদং বিশ্বমসৃজত'-এই শ্রুতি-মন্ত্রটি'* উদ্ধৃত করেছেন। "তিনি প্রকৃত বাস্তব রূপে এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন।" এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* সপ্তম স্কন্ধে (৭/১/১১) পরমারাধ্য ভগবানকে *প্রধান পুংভ্যাং নরদেব সত্যকৃৎ*—"পদার্থ ও জীবের প্রকৃত বিশ্বের স্রষ্টারূপে নির্দেশ করা হয়েছে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *অখিলসত্ত্ব নিকেতর* আর একটি অধিক গোপনীয় অর্থ নির্দেশ করেছেন—সেটা হল পরমপুরুষ ভগবানের নিজস্ব আবাস অর্থাৎ বৈকুণ্ঠধাম, কোনক্রমেই খিল অর্থাৎ নিকৃষ্ট বা অপূর্ণ নয়, আর সেই জন্যই তাকে বৈকুণ্ঠ বলা হয়,—চিন্তাশূন্য বাধা বন্ধ-হীন এক মুক্ত রাজ্য। শ্রীভগবান বৈষ্ণবগণের ভক্তিপূর্ণ সেবা গ্রহণ করার ফলে তাঁরা ভগবান কর্তৃক নিরাপদ রক্ষণের ব্যাপারে এত বেশি নিশ্চিত যে মৃত্যু ভয়ে তাঁরা আর ভীত নন। এটা তাঁদের পারমার্থিক আবাসে প্রত্যাবর্তনের অন্য এক সহজ পদক্ষেপ।

কিন্তু শুধু পরম পুরুষের ভক্তরাই কি মৃত্যুভয়ের হাত থেকে মুক্তিলাভের উপযুক্ত? অন্য সব অতীন্দ্রিয়বাদে বিশ্বাসী ব্যক্তি এবং পণ্ডিত ব্যক্তিরা কেন অযোগ্য? এখানে *শ্রুতির* উত্তর—"যারা *বিমুখ* অভক্ত, যারা ভগবানের কৃপা লাভের আশায় তাঁর প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করে না, তারা *বেদের* যে বাক্য শরণাগত ভক্তদের হৃদয়ে আলোকপাত করে না সেই বাক্য দ্বারাই মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়।" *বেদসমূহের* সতর্কবাণী—*তস্য বাকতন্তির নামানি দামানি। তস্যেদং বাচা তন্ত্যা নামভির দামভিঃ সর্বং সিতম্*—"এই অলৌকিক ধ্বনি-সূত্র শুধু পবিত্র নাম রজ্জুই গঠন করে না, এক প্রস্থ বন্ধন-রজ্জুও গঠন করে। তাদের অনুশাসনের রজ্জু দ্বারা সকলকে মিথ্যা খেতাবে আবদ্ধ করে *বেদসমূহ* গোটা বিশ্বকে বন্ধন করেন।"

আত্মা ও পরমাত্মার বাস্তবতা *অপরোক্ষ*, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কিন্তু এটা দিব্য দৃষ্টি সম্পন্ন কোন একজনের পক্ষেই সম্ভব। যে সকল তত্ত্ববিদের হৃদয় অবিশুদ্ধ তাঁরা ভুলক্রমে এই সত্য পরোক্ষের পরিবর্তন বলে মনে করেন, তাঁরা ভাবেন এটা শুধু কল্পনাই করা যেতে পারে, অভিজ্ঞতার দ্বারা কখনও সরাসরি জানা যায় না। এইরূপ চিন্তাবিদদের জ্ঞান বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে তাদের কিছু সন্দেহ ও ভুল ধারণা দূর করতে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু জাগতিক মায়া অতিক্রম করতে এবং পরম-তত্ত্বের প্রতি অগ্রসর হতে এই জ্ঞান ব্যর্থ। সাধারণত যে সকল ভক্তরা বিশ্বস্তভাবে সম্পূর্ণ শুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি প্রীতিকর সেবা দান করেন, তাঁরাই *অপরোক্ষ জ্ঞান* রূপে ভগবানের মহত্ব ও বিস্ময়কর সহানুভূতিপূর্ণ কৃপা লাভ করেন। পরমেশ্বর ভগবান অবশ্যই অযোগ্য ব্যক্তিকেও নির্দ্বিধায় তাঁর করুণা বিতরণ করেন। পাপাত্মা অসুরদের বধ করার সময়েই তিনি এরূপ করেন।

কিন্তু মায়াবাদী ও অন্যান্য নাস্তিক তত্ত্ববিদগণকে আশীর্বাদের ক্ষেত্রে তাঁর এই প্রবণতা খুবই কম।

যাই হোক, এটা ভাবা ঠিক নয় যে, বিষ্ণুভক্তরা অজ্ঞ, কারণ তাঁরা দার্শনিক বিশ্লেষণ ও যুক্তির ব্যাখ্যায় দক্ষ না-ও হতে পারেন। আত্মার পূর্ণ উপলব্ধি নিজস্ব মানস কল্পনার মাধ্যমে লাভ করা যায় না। এটাকে লাভ করতে হবে শ্রীভগবানের আনুকূল্যের দ্বারা। বৈদিক বিশেষজ্ঞদের (কঠ উপনিষদ ২/২/২৩) এবং মুণ্ডক *উপনিষদ* ৩/২/৩) কাছ থেকে শুনে থাকি—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন ।
যমেবৈষঃ বৃণুতে তেন লভ্যস্-
তস্যৈষঃ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥

"দক্ষ প্রবচনের দ্বারা, গভীর মেধার দ্বারা, এমন কি বহু শ্রবণের দ্বারাও পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। ভগবান যাকে নির্বাচিত এবং পছন্দ করেন, তিনিই কেবল তাঁকে জানতে পারেন। সেই রকম ভক্তের কাছে ভগবান স্বয়ং নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেন।"

অন্যত্র *শ্রুতিগণ* ভক্তের সাফল্যের বর্ণনা করেন—*দেহান্তে দেবঃ পরং ব্রহ্ম তারকং ব্যচষ্টে।* "দেহান্তে শুদ্ধ আত্মা আকাশে নক্ষত্রাবলীকে স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করার মতো পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করেন।" এবং *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* (৬/২৩) তাঁর শেষ বিবৃতিতে ব্যাকুল বৈষ্ণবগণকে এইরূপ উৎসাহ দান করছেন—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

"পরমেশ্বর ও গুরুর প্রতি যাঁদের অকৃত্রিম ভক্তি আছে, সেইরূপ মহাত্মাদের নিকটই বৈদিক জ্ঞানের সমস্ত তাৎপর্য স্বতঃই প্রকাশিত হয়।"

এইপ্রসঙ্গে শ্রীল জীব গোস্বামী *শ্রীশ্বেতাশ্বতর উপনিষদের* অন্য (৪/৭-৮ ও ৪/১৩) শ্লোকেও উল্লেখ করেছেন—

জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশম্
অস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥

ঋচোঽক্ষরে পরে ব্যোমন্
যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ ।

যস্তং বেদ কিমৃচা করিষ্যতি
য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে ॥

"*ঋক্ বেদের* মন্ত্র দ্বারা নির্দেশিত যিনি নিত্য আকাশে সর্বোচ্চ স্থানে বাস করেন, এবং যিনি তাঁর সাধুভক্তদের সেই একই অবস্থানে উন্নীত করেন, তিনিই পরম পুরুষোত্তম ভগবান। যিনি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি শুদ্ধ প্রেমকে বর্ধিত করে তাঁর অতুলন মহিমা উপলব্ধি করেন এবং তাঁর মহিমার প্রশংসা করেন, তিনি দুঃখ থেকে মুক্ত হন। তিনি পরমেশ্বরকে জানেন *ঋক্বেদ-মন্ত্র* তাঁর ওপর আর কি মঙ্গল বর্ষণ করবে? যাঁরা সেই পরমপুরুষকে জেনেছেন তাঁরা পরম লক্ষ্য লাভ করেন।"

যো বেদানামধিপো যস্মিল্লোঁকা অধিশ্রিতাঃ ।
য ঈশোঽস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদস্-তস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥

"যিনি সকল *বেদের* অধিপতি, যাঁর ভিতর সর্বলোক বিশ্রামরত, যিনি দ্বিপদ ও চতুষ্পদ সকল সৃষ্ট জীবের কাছে পরমেশ্বর বলে পরিচিত, সেই পরমারাধ্য সর্বশক্তিমান পরম পুরুষকে আমরা ঘৃত-নৈবেদ্য নিবেদন করি।"

মোক্ষকামীদের উল্লেখ করে শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলেছেন—

তপস্তু তাপৈঃ প্রপতন্তু পর্বতাদ্
অটন্তু তীর্থানি পঠন্তু চাগমান্ ।
যজন্তু যাগৈর্বিবদন্তু বাদৈ-
র্হরিং বিনা নৈব মৃতিং তরন্তি ॥

"তাঁরা তপশ্চর্যাই করুন, পর্বতশৃঙ্গ থেকে নিজেদের নিক্ষেপই করুন, তীর্থপর্যটন, শাস্ত্র অধ্যয়ন, হোম-যজ্ঞাদিই করুন এবং বিভিন্ন তত্ত্ববিদগণের সঙ্গে যুক্তিসহ আলোচনা যাই করুন না কেন, ভগবান শ্রীহরিকে ছাড়া কখনই তারা মৃত্যুকে জয় করতে পারেন না।"

শ্লোক ২৮

ত্বমকরণঃ স্বরাড়খিলকারকশক্তিধরস্
তব বলিমুদ্বহন্তি সমদন্ত্যজয়ানিমিষাঃ ।
বর্ষভুজোঽখিলক্ষিতিপতেরিব বিশ্বসৃজো
বিদধতি যত্র যে ত্বধিকৃতা ভবতশ্চকিতাঃ ॥ ২৮ ॥

ত্বম্—আপনি; **অকরণঃ**—জড়াবুদ্ধি শূন্য; **স্বরাট্**—স্বয়ং দীপ্ত (ঈশ্বর); **অখিল**—সকলের; **কারক**—কর্ম-সম্পাদক; **শক্তি**—শক্তি; **ধরঃ**—ধারক; **তব**—আপনার; **বলিম্**—কর বা উপহার; **উদ্বহন্তি**—বহন করেন; **সমদন্তি**—গ্রহণ করেন; **অজয়া**—জড়া প্রকৃতি সহ; **অনিমিষাঃ**—দেবতা সকল; **বর্ষ**—রাজ্যের জেলা সমূহের; **ভুজঃ**—শাসকবর্গ; **অখিল**—সমগ্র; **ক্ষিতি**—ভূমির (পৃথিবীর); **পতেঃ**—অধিপতির; **ইব**—যেন; **বিশ্ব**—বিশ্বের; **সৃজঃ**—স্রষ্টাগণ; **বিদধতি**—সম্পাদন করেন; **যত্র**—যেখানে; **যে**—যারা; **তু**—নিশ্চিতই; **অধিকৃতা**—আরোপিত; **ভবতঃ**—আপনার; **চকিতাঃ**—ভীত।

অনুবাদ

হে প্রভো, আপনি জড়াবুদ্ধিরহিত হলেও সকলের যাবতীয় ইন্দ্রিয় শক্তির পরিচালক। খণ্ডরাজ্যের অধিপতিরা যেরূপ তাঁদের অধীশ্বরকে কর প্রদান করেন এবং নিজ নিজ প্রজাগণের প্রদত্ত উপহার ভোগ করেন, তেমনই দেবতাগণ ও জড়া প্রকৃতি স্বয়ং আপনাকে উপঢৌকন প্রদান করেন। এইভাবে সকল দেবগণ বিশ্বসৃষ্টিকর্তা আপনার ভয়ে ভীত হয়ে নিজেদের ওপর আরোপিত কর্ম সম্পাদন করছেন।

তাৎপর্য

সকল বুদ্ধিমান জীবেরই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে স্বেচ্ছায় তাঁর সেবায় নিযুক্ত হওয়া উচিত। মূর্ত *বেদসমূহের* এটাই প্রচলিত মত। কিন্তু ভগবান শ্রীশ্রীনারায়ণ এই প্রার্থনা শুনে স্বভাবতই প্রশ্ন করতে পারেন, "যেহেতু আমার ইন্দ্রিয় ও নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ একটা দৈহিক আকৃতি আছে, তবে কি আমি স্বতন্ত্র কর্তা ও উপভোক্তা হতে পারি না? প্রত্যেকের হৃদয় অভ্যন্তরে পরমাত্মারূপে আমি অগণন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তত্ত্বাবধান করে থাকি, তবে কি করে আমি প্রত্যেকের ইন্দ্রিয় সুখানুভূতির ফলাফলের সঙ্গে জড়িত হব না?" "না" সমবেত *শ্রুতি সকল* বলছেন, "আপনি জড় ইন্দ্রিয় রহিত হলেও, আপনিই সকলের চরম নিয়ন্তা।" *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে* (৩/১৮) উল্লেখ আছে—

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং পুরাণম্ ॥

"তাঁর হাত নেই, তথাপি তিনি সমস্ত গ্রহণ করেন, তাঁর পা নেই অথচ তিনি দূরগামী, তাঁর চোখ নেই অথচ তিনি সব কিছু দেখেন, তাঁর কান নেই অথচ তিনি সব শোনেন; যদিও সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় তিনি জানেন, কিন্তু তাঁকে কেউ জানে না। ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁকে মহান ও আদিপুরুষ বলে থাকেন।"

পরমেশ্বর ভগবানের হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, মিথ্যা অহংবোধ, জড় বস্তু থেকে জাত সাধারণ বদ্ধ আত্মার হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণের মতো নয়। বরং ভগবানের অপূর্ব সুন্দর দেহাবয়ব তাঁর অন্তঃপ্রকৃতির প্রত্যক্ষ প্রকাশ। এইরূপে আত্মা ও কলেবর ব্যতীত ভগবান ও তাঁর দেহাবয়ব সর্বতোভাবে বদ্ধ জীবের সদৃশ। অধিকন্তু, তাঁর করকমল, শ্রীপাদপদ্ম, পদ্মলোচন এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজে কোন সীমাবদ্ধতা নেই। ভগবানের প্রথম সৃষ্টি শ্রীব্রহ্মা এইভাবে তাঁর মহিমা কীর্তন করেছেন—

অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি ।
আনন্দচিন্ময়সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি; তাঁর বিগ্রহ আনন্দময়, চিন্ময় ও সন্ময়, সুতরাং পরমোজ্জ্বল। সেই বিগ্রহের অঙ্গসকল প্রত্যেকেই পূর্ণ ইন্দ্রিয়বৃত্তির অধিকারী, এবং তিনি জড় ও চিৎ অনন্ত জগৎসমূহকে নিত্যকাল দর্শন, পালন ও প্রকাশ করেন।" (*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/৩২)

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *অখিলশক্তিধর*—এই বাক্যাংশের এক বিকল্প ব্যাখ্যা করেছেন—পরম পুরুষ ভগবানের নিজ অভ্যন্তরে লালন করা শক্তি হল *অখিল* শক্তি—যে শক্তি সর্বপ্রকার বাধাবন্ধন মুক্ত। তিনি জীবের ইন্দ্রিয় শক্তি দান করেন। *কেন উপনিষদে* (১/২) বর্ণিত আছে—*শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচো হ বাচম্*। "তিনি কর্ণের কর্ণ অর্থাৎ যাঁর শক্তিতে কর্ণ শ্রবণ করে, মন মননকার্য করে, বাগিন্দ্রিয় বাক্য উচ্চারণ করে।" *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে* (৬/৮) আছে—

ন তস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥

"পরমেশ্বরের কোন জাগতিক কাজ করার নেই, বা কোন জড় ইন্দ্রিয়ও নেই যার দ্বারা এই কাজ করতে হবে। তাঁর সমান বা তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠতর কেউ নেই।

বেদসমূহ থেকে আমরা জানতে পারি কিভাবে তিনি জ্ঞান শক্তি ও কর্মশক্তি এই নানা প্রকার বহুমুখী শক্তির অধিকারী প্রত্যেক শক্তিই স্বাধীনভাবে ক্রিয়াশীল।"

মর জীবের শাসক ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবগণ গৌণ স্রষ্টা ব্রহ্মা ও তাঁর পুত্রগণের মতো পরম পুরুষ ভগবানের দাস।

এইসকল মহান দেবগণ ও ব্রহ্মবিদগণ বিশ্ব পরিচালন এবং মানবজাতির প্রতি নিজ নিজ কর্ম সম্পাদনের দ্বারা ধর্মীয় নির্দেশ দান করে পরমেশ্বরের পূজা করে থাকেন।

বিশ্বের শক্তিশালী নিয়ন্তাগণ, শ্রদ্ধায় পরম নিয়ন্তা ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হয়েছেন। *তৈত্তিরীয় উপনিষদে* (২/৮/১) উল্লেখ আছে।

ভীষাস্মাদ্বাতঃ পাবতে ভীষাদেতি সূর্যঃ ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥

"এই ব্রহ্মের ভয়েই বায়ু প্রবাহিত হয়, এঁর ভয়েই সূর্য উদিত হয়; এঁর ভয়েই ভীত হয়ে অগ্নি, ইন্দ্র এবং পঞ্চম স্থানীয় মৃত্যু ধাবিত হয়, অর্থাৎ নিজ নিজ কার্যে নিযুক্ত হয়।"

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলছেন—

অনিন্দ্রিয়োঽপি যো দেবঃ সর্বকারকশক্তিধৃক্ ।
সর্বজ্ঞঃ সর্বকর্তা চ সর্বসেব্যং নমামি তম্ ॥

"পরমেশ্বরের কোন পার্থিব জ্ঞান নেই, তবুও তিনি সকলের ইন্দ্রিয় পরিচালিত কাজ নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি সমস্ত কিছুর জ্ঞাতা, সকল কাজের চূড়ান্ত কর্তা, এবং প্রত্যেকের ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের উপযুক্ত পাত্র। সেই লীলা পুরুষোত্তম বিশ্বেশ্বরকে আমি প্রণাম জানাই।"

শ্লোক ২৯

স্থিরচরজাতয়ঃ স্যুরজয়োত্থনিমিত্তযুজো
বিহর উদীক্ষয়া যদি পরস্য বিমুক্ত ততঃ ।
ন হি পরমস্য কশ্চিদপরো ন পরশ্চ ভবেদ্
বিয়ত ইবাপদস্য তব শূন্যতুলাং দধতঃ ॥ ২৯ ॥

স্থির—স্থির; **চর**—চলমান; **জাতয়ঃ**—জীবসমূহ; **স্যুঃ**—আবির্ভাব হয়; **অজয়া**—মায়ার সঙ্গে; **উত্থ**—জাগরিত; **নিমিত্ত**—তাদের কার্য প্রেরণা এবং সেই মতো

সূক্ষ্মদেহ সক্রিয় হয়); **যুজঃ**—ধরে নিয়ে; **বিহরঃ**—বিহার; **উদীক্ষয়া**—আপনার সংক্ষিপ্ত দৃষ্টিক্ষেপ দ্বারা; **যদি**—যদি; **পরস্য**—নির্লিপ্ত পরমেশ্বরের; **বিমুক্ত**—হে নিত্য মুক্ত; **ততঃ**—মায়ার থেকে; **ন**—না; **হি**—নিশ্চিতই; **পরমস্য**—পরমকারুণিকের; **কশ্চিৎ**—যে কেউ; **অপরঃ**—পর নয়; **ন**—অথবা না; **পরঃ**—পর; **চ**—এবং; **ভবেৎ**—হতে পারে; **বিয়ত**—বায়বীয় আকাশ; **ইব**—সদৃশ্য; **অপদস্য**—যার কোন প্রত্যক্ষ গুণাবলী নেই; **তব**—আপনার; **শূন্য**—শূন্যগর্ভ; **তুলাম্**—সাদৃশ্য; **দধতঃ**—দায়িত্ব গ্রহণ করা।

অনুবাদ

হে নিত্যমুক্ত অতীন্দ্রিয় ভগবান, আপনার দৃষ্টিক্ষেপ মাত্র দ্বারা যখন মায়ার সঙ্গে আপনার লীলাবিলাস হয় তখন আপনার জড়া শক্তির দ্বারা চরাচরাত্মক বিভিন্ন প্রজাতির জীবের আবির্ভাব হয়। পরমকারুণিক আপনি আকাশের মতো সর্বত্র সমানভাবে অবস্থিত বলে কাউকে আপনি ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং কাউকে অজানা ভিন্ন গোত্রীয় প্রাণীরূপে দেখেন না। এই অর্থে আপনি শূন্যগর্ভ সদৃশ।

তাৎপর্য

জীবেরা তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও কল্যাণের জন্যই কেবল সর্ব শক্তিমান ভগবানের ওপর নির্ভরশীল নয়, উপরন্তু তাদের দৈহিক প্রকাশও পরমেশ্বরের ব্যতিক্রমী করুণার জন্যই সম্ভব। পরমেশ্বর ভগবানের এই জড় জাগতিক বিষয়ে কোন আগ্রহ নেই, কেননা এই বিশ্বের তুচ্ছ আনন্দ থেকে তাঁর কিছুই পাবার মতো নেই, এবং তিনি সকল জাগতিক ঈর্ষা ও লোভ থেকে মুক্ত। তিনি তাঁর চিৎ শক্তির আভ্যন্তরীণ জগতে কেবল তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের সাথে আমোদ-প্রমোদে মত্ত। তাই জড় সৃষ্টির মাঝে তাঁর সদা রত থাকার একমাত্র কারণ হল পতিত জীবদের এই নিত্য আনন্দের মাঝে পুনরায় ফিরিয়ে আনা।

ভগবান-বিদ্রোহী আত্মার জন্য অবশ্যই পৃথক দেহ এবং এক মায়াময় পরিবেশের যোগান দিতে হবে, সেখানে তাদের স্বাধীন কল্পনা কার্যকরী হতে পারে। পরম কারুণিক মঙ্গলময় ভগবান তাদের নিজেদের মতো শিক্ষা গ্রহণে সম্মত হয়েছেন, এবং সেই কারণে তিনি তাঁর জড়াশক্তি মহামায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন। শুধু এই দৃষ্টিক্ষেপের ফলেই মহা-মায়া জাগ্রত হয়ে ভগবানের পক্ষ থেকে এই সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেন। তিনি ও তাঁর সহচরিগণ স্বর্গ ও নরকের বিভিন্ন পরিস্থিতির সঙ্গে অসংখ্য বিভিন্ন প্রকারের দেবতা, মানব ও জন্তু-জানোয়ারের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের সৃষ্টি করেছেন—উদ্দেশ্য হল বদ্ধ আত্মাদের কাঙ্ক্ষিত ও যোগ্য সুযোগ সুবিধা দান করা।

ভগবানের সৃষ্টজীবের দুঃখকষ্টের জন্য অজ্ঞ ব্যক্তিরা ভগবানের প্রতি দোষারোপ করলেও বৈদিক সাহিত্যের অনুরক্ত ছাত্র প্রতিটি আত্মার প্রতি ভগবানের উপর সমদৃষ্টির জন্য তাঁর প্রশংসা করবেন। যেহেতু তাঁর হারানোরও কিছু নেই, প্রাপ্তিরও কিছু নেই, তাই তাঁর শত্রু মিত্র ভেদাভেদেরও কোন কারণ নেই। আমরা হয়তো ভগবানের বিরোধিতা করতে পারি এবং তাঁকে ভোলার সব রকম চেষ্টা করতে পারি, তিনি কিন্তু আমাদের কখনও ভোলেন না, বা তাঁর অদৃশ্য নির্দেশের সঙ্গে আমাদের সব প্রয়োজনীয় দ্রব্যের যোগান বন্ধ করে দেন না।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলেছেন—

ত্বদীক্ষণ বশক্ষোভ-মায়াবোধিতকর্মভিঃ ।
জাতান্ সংসরতঃ খিন্নান্ নৃহরে পাহি নঃ পিতঃ ॥

"যারা এই অনন্ত জন্ম-মৃত্যু চক্রে জন্ম গ্রহণ করেছে, হে ভগবান নৃসিংহদেব, তাদের আপনি রক্ষা করুন। আপনার দৃষ্টিনিক্ষেপে উত্তেজিত মায়া কর্মে প্রবৃত্ত হলে এই সকল বদ্ধ আত্মাগুলি তাদের কর্ম জনিত জটিলতার জালে আবদ্ধ হয়ে দুঃখ পেয়ে থাকে।"

শ্লোক ৩০

অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্বগতা-
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা ।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ
সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া ॥ ৩০ ॥

অপরিমিতা—অপরিমিত, অসংখ্য; **ধ্রুবাঃ**—নিত্যস্বরূপ; **তনু-ভৃতঃ**—জীবগণ; **যদি**—যদি; **সর্ব-গতাঃ**—সর্বগত; **তর্হি**—তখন; **ন**—না; **শাস্যতা**—শ্রেষ্ঠত্ব; **ইতি**—এরূপ; **নিয়মঃ**—নিয়ম; **ধ্রুব**—হে নিত্যস্বরূপ; **ন**—না; **ইতরথা**—অন্যথা; **অজনি**—জাত; **চ**—এবং; **যৎ-ময়ম্**—যার দেহ থেকে; **তৎ**—তা থেকে; **অবিমুচ্য**—আপনি তাদের অপরিত্যজ্য; **নিয়ন্তৃ**—নিয়ন্তা; **ভবেৎ**—অবশ্য হবে; **সমম্**—সমভাবে বর্তমান; **অনুজানতাম্**—যারা জানে বলে মনে করে তাদের; **যৎ**—যা; **অমতম্**—ভুল বোঝে; **মত**—জ্ঞাত বিষয়ের; **দুষ্টতয়া**—অপূর্ণতার জন্য।

অনুবাদ

হে নিত্যস্বরূপ, অনন্ত জীব যদি সর্বব্যাপ্ত হয় এবং নিত্য রূপের অধিকারী হয় আপনি তবে সম্ভবত তাদের চূড়ান্ত শাসক হতে পারেন না। কিন্তু যেহেতু তারা

আপনার নির্দিষ্ট অঙ্গ থেকে জাত, এবং তাদের রূপ পরিবর্তনশীল বলে আপনার দ্বারা তাদের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। নিশ্চয়ই কোন বংশের উপাদান সরবরাহকারী অপরিহার্যভাবে তার নিয়ামক, কারণ উপাদান ব্যতিরেকে উৎপাদন সম্ভব নয়। যে মনে করে যে সে জানে ভগবানের সকলরূপের মাঝেই তিনি সমভাবে বর্তমান তার কাছে ত্রুটি শুধুই মায়া, কেননা জাগতিক উপায়ে যে জ্ঞানই সে লাভ করুক সেটি অবশ্যই অসম্পূর্ণ।

তাৎপর্য

বদ্ধ আত্মা প্রত্যক্ষভাবে পরম পুরুষকে উপলব্ধি করতে পারে না বলে *বেদসমূহ* সাধারণভাবে সেই পরমতত্ত্বকে ব্রহ্ম এবং ওঁ তৎ সৎ এই নৈর্ব্যক্তিক পদের দ্বারা নির্দেশ করেন। কোন সাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি যদি এই সমস্ত প্রতীকী নির্দেশাবলীর গোপন অর্থ জানে বলে ধরে নেয় তবে তাকে ভণ্ড বলে খারিজ করা হয়। *কেন উপনিষদের* (২/১) কথায় *যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপম্, যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষু*—"তুমি যদি মনে কর যে তুমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জেনেছ তবে তুমি ব্রহ্মের রূপ অতি অল্পই জেনেছ। যদি মনে কর তুমি সকল দেবতাগণের মধ্যে থেকে ব্রহ্মের স্বরূপ শনাক্ত করতে পার তবে তুমি নিশ্চয়ই ব্রহ্ম সম্বন্ধে অতি অল্প জ্ঞানই লাভ করেছ।"

আবার—

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্ ॥

"যিনি মনে করেন 'আমি ব্রহ্মকে জানতে পারিনি' বস্তুতঃ তিনিই তাঁকে জেনেছেন' আর যিনি মনে করেন 'আমি ব্রহ্মকে জেনেছি' প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁকে জানতে পারেন নি। যারা তাঁকে জানেন বলে দাবি করেন, তিনি তাদের কাছে অবিজ্ঞাত। আর তাদের কাছেই তিনি জ্ঞাত, যাঁরা তাঁকে জানেন বলে দাবি করেন না।" (কেন উপনিষদ ২/৩)

আচার্য শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন—অনেক তত্ত্ববিদ দার্শনিক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনের রহস্য বিশ্লেষণ করেছেন এবং বিভিন্ন বিরুদ্ধ সূত্রের সৃষ্টি করেছেন, যেমন অদ্বৈত মায়াবাদিগণ উত্থাপন করেন যে, বহুত্বের সৃষ্টিকারী একটি মাত্র জীব এবং তাকে আবদ্ধ করতে একটি মাত্র ভ্রান্ত শক্তি (অদ্বৈত) আছে। কিন্তু এই অনুমান এমন অবাস্তব সিদ্ধান্তের সৃষ্টি করে যে, কোন জীব মুক্ত হলে প্রত্যেকেই মুক্তি লাভ করবে। পক্ষান্তরে, একটি মাত্র জীবকে আবদ্ধ

করতে অনেক *অদ্বৈত* বর্তমান। প্রত্যেক *অদ্বৈত* আবার জীবের কিছু অংশকে মাত্র আবদ্ধ করবে এবং আমাদের কোন বিশেষ সময়ে তার আংশিক মুক্তির কথা বলতে হবে। তার অন্যান্য অংশ বদ্ধ থাকবে। স্পষ্টতই এটা অবাস্তব। তাই জীবের বহুত্ব একটি অপরিহার্য সিদ্ধান্ত।

এ ছাড়া, অন্যান্য তত্ত্ববাদী আছেন, যেমন *ন্যায়* ও *বৈশেষিকের* সমর্থকগণ, তাঁরা দাবি করেন যে জীবাত্মার আকার সীমাহীন। আত্মা অতি ক্ষুদ্র হলে পণ্ডিতদের মতে তা নিজ দেহ ভেদ করতে পারত না। আবার মধ্যম আকৃতির হলে সেগুলি বিভিন্ন অংশে বিভাজ্য হত, অন্তত ন্যায়-বৈশেষিক অধিবিদ্যার স্বতঃসিদ্ধ মতে তাহলে আত্মা আর নিত্যবস্তু হতে পারত না। কিন্তু অসংখ্য নিত্য জীবাত্মা যদি সীমাহীন বিশাল হত, তবে কিরূপে সেটা কোন বন্ধন শক্তির দ্বারা আবদ্ধ হত, তা সেটা *অবিদ্যাই* হোক বা পরম পুরুষোত্তম ভগবানই হোন? এই সূত্র অনুসারে, আত্মার কোন মায়া থাকতে পারে, না, কোন সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে না, যা থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে। অসীম আত্মা অবশ্যই অপরিবর্তনীয় অবস্থায় যথাযথভাবে নিত্য বর্তমান থাকবে। এর অর্থ সকল মুক্ত আত্মাই ভগবানের সমতুল্য, কেননা এই সর্বব্যাপ্ত, অপরিবর্তনীয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিয়ন্ত্রণ করার কোন সুযোগ ভগবানের নেই।

ব্যক্তি আত্মার ওপর দ্ব্যর্থহীনভাবে ভগবানের কর্তৃত্ব ঘোষণাকারী *বৈদিক শ্রুতি-মন্ত্রসমূহ* যুক্তিসিদ্ধরূপে পরস্পর বিরোধী হতে পারে না। একজন খাঁটি তত্ত্ববিদ *শ্রুতির* বাণীকে অবশ্যই তাঁদের গৃহীত সকল বিষয়েই নির্ভরযোগ্য কর্তৃত্ব বলে গ্রহণ করবেন। নিশ্চিতই বহুস্থানে বৈদিক সাহিত্যসমূহ পরমপুরুষ ভগবানের স্থায়ী, অপরিবর্তনীয় একত্বের সঙ্গে জন্ম-মৃত্যু চক্রে বিধৃত সদা পরিবর্তনশীল জীবের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের তুলনা করেছেন।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলছেন—

অন্তর্যন্তা সর্বলোকস্য গীতঃ
শ্রুত্যা যুক্ত্যা চৈবমেবাবসেয়ঃ ।
যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বশক্তির্নৃসিংহঃ
শ্রীমন্তং তং চেতসৈবাবলম্বে ॥

"সকল বিশ্বের আভ্যন্তরীণ নিয়ামকরূপে কীর্তিত এবং *বেদসমূহ* যাঁকে ন্যায়শাস্ত্রীয় যুক্তির মাধ্যমে সত্যে প্রতিপাদন করেছেন, আমার হৃদয় মাঝে অধিষ্ঠিত সেই ভগবান নৃসিংহদেবের শরণ গ্রহণ করি। তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান, তিনি কমলাপতি শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহ।"

শ্লোক ৩১

ন ঘটত উদ্ভবঃ প্রকৃতিপুরুষয়োরজয়োর্
উভয়যুজা ভবন্ত্যসুভৃতো জলবুদ্‌বুদবৎ ।
ত্বয়ি ত ইমে ততো বিবিধনামগুণৈঃ পরমে
সরিত ইবার্ণবে মধুনি লিল্যুরশেষরসাঃ ॥ ৩১ ॥

ন ঘটতে—ঘটে না; **উদ্ভবঃ**—উদ্ভব; **প্রকৃতি**—জড়া প্রকৃতি; **পুরুষয়োঃ**—পুরুষের; **অজয়োঃ**—এখনও জন্মায়নি; **উভয়**—উভয়ের; **যুজা**—সংযোগের দ্বারা; **ভবন্তি**—অস্তিত্ব লাভ করা; **অসুভৃতঃ**—জীব সকল; **জল**—জলের ওপর; **বুদ্বুদ**—বুদ্‌বুদ; **বৎ**—মতো; **ত্বয়ি**—আপনার মধ্যে; **তে ইমে**—এই সকল (জীব সমূহ); **ততঃ**—অতএব; **বিবিধ**—বিবিধ প্রকার; **নাম**—নামের দ্বারা; **গুণৈঃ**—এবং গুণাবলী; **পরমে**—পরম পুরুষের মধ্যে; **সরিতঃ**—নদীসমূহ; **ইব**—ন্যায়; **অর্ণবে**—সমুদ্রের মাঝে; **মধুনি**—মধুতে; **লিল্যুঃ**—লীন হয়; **অশেষ**—সব কিছু; **রসাঃ**—রস।

অনুবাদ

শুধু প্রকৃতি বা পুরুষের দ্বারা জীবের সৃষ্টি হয় না। জল ও বায়ুর মিশ্রণে যেমন বুদ্‌বুদের সৃষ্টি হয়, তেমনই প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে প্রাণিগণের সৃষ্টি হয়ে থাকে। নদীসকল যেমন সমুদ্রে বিলীন হয়। অথবা বিভিন্ন ফুলের রস মিশ্রিত হয়ে যেমন মধুর সৃষ্টি হয়, তেমনই সকল বদ্ধ আত্মা তাদের বিভিন্ন নাম ও গুণ সহ পরম পুরুষ আপনাতে লীন হয়।

তাৎপর্য

সঠিক পারমার্থিক নির্দেশ ছাড়া পরম পুরুষ থেকে এইভাবে জীবের উদয় ও বিলয় হওয়া বেদের এই বর্ণনাকে কেউ ভুল বুঝতে পারে। কিন্তু জীবের যদি ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্ব থাকত, তবে তাদের কারও মৃত্যু হলে তার বাকী কর্মসমূহ বিনা ব্যবহারেই ব্যয় হয়ে যেত, এবং যখন কোন প্রাণীর জন্ম হবে, সে তার অকারণ কর্ম নিয়ে আবির্ভূত হবে। এ ছাড়া জীবের নিজ পরিচিতি সম্পূর্ণ বিলোপ হলেই তার মুক্তি লাভ হবে।

যাই হোক, সার সত্য হল, অবিভক্ত আকাশ যেমন মাটির পাত্রের ভিতর প্রবিষ্ট হওয়ার ফলে সেই মাটির ঘটের দ্বারাই বিভক্ত হয়, তেমনই জীবের দ্বারাই ব্রহ্ম বিভক্ত হন। আসলে কিন্তু জীবের স্বরূপ হলেন ব্রহ্ম। আর মাটির ঘট ভাঙা ও গড়ার মতো জীবের জন্ম-মৃত্যু সংঘটিত হয়। কোন জীবের জন্ম হওয়া মানে

জড় দেহের আবরণে কোন ব্যক্তি-সত্তাকে ঘিরে ফেলা, এবং তার এই স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের শেষবারের মতো বিনাশ হওয়াকে বলে মৃত্যু বা মুক্তি। এই জন্ম-মৃত্যু অবশ্যই পরম করুণাময়ের করুণার ফলে ঘটে থাকে।

সমুদ্রের বুকে যেমন জল ও বায়ুর সংযোগে অজস্র বুদ্‌বুদের সৃষ্টি হয়, তেমনই প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনে অসংখ্য বদ্ধ জীবের সৃষ্টি হয়। যেমন উপযুক্ত-কারণ বায়ু, উপাদান-কারণ জলকে বুদ্‌বুদ্ তৈরিতে বাধ্য করে, সেইরূপ পরম পুরুষের দৃষ্টিক্ষেপ প্রকৃতিকে জড় উপাদানে সুবিন্যস্ত করতে অনুপ্রাণিত করে এবং সেই সকল উপাদান থেকে অসংখ্য জড় রূপের প্রকাশ পায়। এইরূপে প্রকৃতি সৃষ্টির উপাদান-কারণ রূপে কর্ম সম্পাদন করে। যাই হোক, চূড়ান্ত পরিণতিতে প্রকৃতিও পরমেশ্বর ভগবানের প্রকাশ বলে শুধু ভগবানই উপাদান-কারণ ও উপযুক্ত-কারণরূপে প্রতিভাত হন। *তৈত্তিরীয় উপনিষদে* (২/২/১) বলা হয়েছে, তস্মাদ্ বা *এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ*—"এই ব্রহ্ম থেকে আকাশ উৎপন্ন হয়েছে", এবং *সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়*— "সেই পরমাত্মা কামনা করলেন, 'আমি বংশ বিস্তার করে বহু হব।' "

প্রকৃতি ও পরম পুরুষ থেকে জাত স্বতন্ত্র জীবাত্মার সৃষ্টি হয় না, এবং ভগবানের দিব্যধামে তাঁর আনন্দ লীলায় যুক্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে লীন হলে তাদের ধ্বংসও হয়না। আর একইভাবে অতি ক্ষুদ্র প্রাণী প্রকৃত পরিবর্তন ছাড়াই জন্ম-মৃত্যুর অধীন হতে পারে, পরমপুরুষ নিজেকে পরিবর্তন না করে তাঁর সৃষ্টিকে প্রেরণ ও প্রত্যাহার করতে পারেন। *বৃহদারণ্যক উপনিষদে* (৪/৫/১৪) বলা হয়েছে, *অবিনাশী বারেঽয়ং আত্মা*—"এই আত্মা অবিনাশী"—কথাটি পরমাত্মা ও তার অধীন জীবাত্মা উভয়ের সম্বন্ধে প্রযোজ্য হতে পারে।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলেছেন, জীবের জড় অবস্থার বিনাশ দু'ভাবে ঘটে—আংশিক এবং সম্পূর্ণ। জীবাত্মা যখন স্বপ্নহীন নিদ্রা উপভোগ করে, যখন সে দেহত্যাগ করে এবং যখন সার্বিক বিনাশের সময় সকল আত্মা মহাবিষ্ণুর দেহে পুন প্রবেশ করে, তখন আংশিক বিনাশ হয়। এই সকল বিভিন্ন রকমের বিনাশ মৌমাছি দ্বারা সংগৃহীত বিভিন্ন ফুলের মধুর মিশ্রণের মতো। এই মধুর বিভিন্ন প্রকার স্বাদু সুগন্ধ প্রত্যেক জীবের সুপ্ত প্রতিক্রিয়ায় প্রকাশিত। ফুলের সঞ্চিত মধু এখনও বর্তমান, কিন্তু কেউ সেই বিভিন্ন প্রকার মধুকে পৃথক করতে পারে না। বিরুদ্ধ তুলনায় দেখা যায় আত্মার জড় অবস্থার বিনাশ সংসার থেকে মুক্তি—যেটা নদীসমূহের সমুদ্রের প্রতি যাত্রার মতো। সমুদ্রে প্রবেশের পর যেমন কোন

নদীর জলকে পৃথক করা যায় না, তেমনই মুক্তির সময় জীবের মিথ্যা জাগতিক বিভেদ দূর হয়, এবং সকল মুক্ত জীব পুনরায় পরমেশ্বরের দাসরূপে সম-অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

উপনিষদ সমূহে এই বিনাশকে নিম্নে উল্লিখিত রূপে বর্ণনা করা হয়েছে—*যথা সৌম্য মধু মধুকৃতো নিস্তিষ্ঠন্তি নানাত্যয়ানাং বৃক্ষানাং রসান্ সমবহারমেকতাং সঙ্গয়ন্তি । তে যথা তত্র ন বিবেকং লভন্তেঽমুষ্যাহং বৃক্ষস্য রসোঽস্ম্যমুষ্যাহম্ রসোঽস্মীত্যেবমেব খলু সৌম্যেমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহে*—"হে প্রিয় বৎস, এই আংশিক বিনাশ মধুমক্ষিকার বিভিন্ন ফুল থেকে রস সংগ্রহ করে একটি রসে পরিণত করার মতো। মিশ্রিত রস যেমন পৃথক করা যায় না, 'আমি অমুক ফুলের রস, বা আমি অন্য এক ভিন্ন ফুলের রস,' তেমনই হে বৎস, যখন এই সকল জীব একত্রে লীন হয় তখন কেউই সজ্ঞানে ভাবতে পারে না, 'এখন আমরা একত্রে মিলিত হয়েছি।' " (*ছান্দোগ্য উপনিষদ* ৬/৯/১-২)

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং
গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ
পরাৎ-পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥

"যেমন প্রবহমান নদীসকল নিজ নিজ বিশিষ্ট নাম ও রূপ পরিত্যাগ করে সমুদ্রে বিলীন হয়, সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্ জ্ঞানী পুরুষ তাঁর জাগতিক নামরূপ থেকে মুক্ত হয়ে পরাৎপর (সর্বশ্রেষ্ঠ) স্বপ্রকাশ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।" (*মুণ্ডক উপনিষদ* ৩/২/৮)

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলছেন—

যস্মিন্নুদ্যদ্ বিলয়মপি যদ্ ভাতি বিশ্বং লয়াদৌ
জীবোপেতং গুরুকরুণয়া কেবলাত্মাববোধে ।
অত্যন্তাস্তং ব্রজতি সহসা সিন্ধুবৎ সিন্ধুমধ্যে
মধ্যে চিত্তং ত্রিভুবনগুরুং ভাবয়ে তং নৃসিংহম্ ॥

"পরম পুরুষ ভগবান নিজ জ্যোতিতে উজ্বল সর্বজ্ঞপুরুষ। তাঁর অপার করুণার ফলে জন্ম-মৃত্যু সংঘটিত হয়। মহাজাগতিক ধ্বংসের সময় জীবসহ এই বিশ্ব তাঁর ভিতর লীন হওয়ার পর তাঁর ভিতরেই বর্তমান থাকে। এই সার্বিক প্রকাশের পূর্ণ প্রত্যাহার নদীর সমুদ্র গমনের মতো হঠাৎ করে ঘটে থাকে, আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে ত্রিজগতের অধীশ্বর এই ভগবান নৃসিংহদেবকে ধ্যান করি।"

শ্লোক ৩২

নৃষু তব মায়য়া ভ্রমমমীষ্ববগত্য ভৃশং
ত্বয়ি সুধিয়োঽভবে দধতি ভাবমনুপ্রভবম্ ।
কথমনুবর্ততাং ভবভয়ং তব যদ্ভ্রূকুটিঃ
সৃজতি মুহুস্ত্রিনেমিরভবচ্ছরণেষু ভয়ম্ ॥ ৩২ ॥

নৃষু—মানবগণের মধ্যে; **তব**—আপনার; **মায়য়া**—মায়ার দ্বারা; **ভ্রমম্**—হতবুদ্ধিভাব; **অমীষু**—এগুলির মধ্যে; **অবগত্য**—জেনে; **ভৃশম্**—উষ্ণ, ঐকান্তিক আগ্রহপূর্ণ; **ত্বয়ি**—আপনার প্রতি; **সুধিয়ঃ**—যাঁরা জ্ঞানী; **অভবে**—মুক্তির অভিমুখে; **দধতি**—সম্পাদন করেন; **ভাবম্**—প্রীতিপূর্ণ সেবা; **অনুপ্রভবম্**—কার্যকর; **কথম্**—কিভাবে; **অনুবর্ততাম্**—আপনার বিশ্বস্ত অনুগামীদের জন্য; **ভব**—সংসার জীবনের; **ভয়ম্**—ভয়; **তব**—আপনার; **যৎ**—যা থেকে; **ভ্রূ**—ভ্রূযুগলের; **কুটিঃ**—কুঞ্চিত করে; **সৃজতি**—সৃষ্টি করেন; **মুহুঃ**—বার বার; **ত্রিনেমিঃ**—ত্রিস্তর বেড় (সময়ের ত্রিস্তর, যেমন, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ); **অ**—না; **ভবৎ**—আপনার থেকে; **শরণেষু**—শরণাগতদের জন্য; **ভয়ম্**—ভয়।

অনুবাদ

কিভাবে আপনার মায়াশক্তি জীবগণকে ভুল পথে চালিত করে, জ্ঞানিগণ সেটা বুঝতে পেরে আপনার প্রতি প্রীতিপূর্ণ সেবা দান করেন, জন্ম-মৃত্যু-চক্র থেকে মুক্তির উৎস আপনি। কিভাবেই বা সংসার জীবনের ভীতি আপনার বিশ্বস্ত সেবকদের প্রতি কার্যকরী হয়? অপরপক্ষে আপনার ভ্রূকুটি—সময়ের ত্রিস্তর বেড়যুক্ত চাকা—যারা আপনার শরণ গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে তাদের বার বার ভয় দেখায়।

তাৎপর্য

বেদসমূহ তাঁদের বহু লালিত গোপন, রহস্য—পরমেশ্বর ভগবানের সেবা—যারা শুধু সাংসারিক মায়ায় ক্লান্ত তাদের প্রতি প্রকাশ করেন। ভগবানের মিথ্যা স্বতন্ত্র চেতনার ওপর এই মায়া নির্ভর করে আছে। *শ্বেত যজুর্বেদের বাজসনেয়ী-সংহিতায়* (৩২/১১) নিম্নলিখিত মন্ত্রটি আছে—

পরীত্য ভূতানি পরীত্য লোকান্
পরীত্য সর্বাঃ প্রদিশো দিশশ্চ ।
উপস্থায় প্রথমজামৃতস্যা-
ত্মনাত্মানমভিসংবিবেশ ॥

জীবের সকল প্রজাতি সকল গ্রহগত পদ্ধতি এবং সকল দিকের সকল স্থানসীমা অতিক্রম করে অমরত্বের সেই আদিপুরুষের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। সে তখন স্থায়ীভাবে ভগবানের রাজ্যে প্রবেশের এবং ব্যক্তিগত সেবার দ্বারা তাঁর আরাধনা করার সুযোগ পায়।

পরস্পর বিরোধী জড়বাদী দর্শনের সমর্থকগণ নিজেদের খুব জ্ঞানী বলে হয়তো ভাবতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা সকলেই পরমপুরুষের মায়ার দ্বারা ভ্রান্ত পথে চালিত। বৈষ্ণবগণ এই সাধারণ প্রবঞ্চনার পদ্ধতি জানেন বলে তাঁরা দাস্য-সখ্যাদি ভাবে পরমেশ্বরের চরণে নিজেদের সমর্পণ করেন। উত্তাপ ও তাত্ত্বিক কলহের পরিবর্তে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণ প্রতিক্ষণে শুধু উল্লাস করেন, কেননা, তাঁদের প্রেমাস্পদ হলেন সেই সর্বশক্তিমান পুরুষ যিনি সকল জড় বন্ধনের পরিসমাপ্তি ঘটান। আর ভগবান বিষ্ণুর ভক্তগণ শুধু এই জীবনেই নয় ভবিষ্যৎ জীবেনও অবিরাম আনন্দ উপভোগ করেন। যে জন্মই তারা গ্রহণ করুন না কেন শ্রীভগবানের সঙ্গে তারা প্রেম বিনিময় উপভোগ করে থাকেন। তাই একনিষ্ঠ বৈষ্ণবের প্রার্থনা—

নাথ যোনি-সহস্রেষু যেষু যেষু ভ্রমাম্যহম্ ।
তত্র তত্রাচ্যুতা ভক্তির-অচ্যুতাস্তু দৃঢ়াত্বয়ি ॥

"সহস্র সহস্র জন্মে যেখানেই ভ্রমণ করি না কেন, হে অচ্যুত! সর্বত্রই আপনার প্রতি যেন আমার দৃঢ়ভক্তি থাকে। (*বিষ্ণুপুরাণ*)

কোন কোন তত্ত্ববিদ্ প্রশ্ন করবেন, কিভাবে বৈষ্ণবেরা ত্বম্-পদার্থ ও তৎ-পদার্থের পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান ছাড়া এবং সংসার জীবনের প্রতি যথেষ্ট ঘৃণা ছাড়া সংসার বন্ধন মুক্ত হতে পারবেন। মূর্ত *বেদসমূহের* উত্তর হল ভগবানের ভক্তদের ওপর সাংসারিক মায়ার প্রভাব থাকার কোনই সুযোগ নেই, কারণ ভগবৎ সেবার প্রাথমিক স্তরেই শ্রীভগবানের কৃপায় সকল ভয় ও আসক্তি বিদূরিত হয়।

এই বিশ্বে কাল হল সকল ভীতির মূল কারণ। অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণ নিতে যারা ব্যর্থ হয়েছে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন কালেই আসন্ন রোগ, মৃত্যু এবং নরক যন্ত্রণার আশাকে তাদের মনে ভীতির সঞ্চার হয়েছে। শ্রীভগবান স্বয়ং *রামায়ণে* (*লঙ্কা কাণ্ড* ১৮/৩৩) বলেছেন—

"যে কেউ আমার শরণাপন্ন হয়ে যদি বলে, 'আমি তোমার', তবে আমি তাকে নিত্য নির্ভয়তা প্রদান করি। এটাই আমার মহান প্রতিজ্ঞা।" ' এ ছাড়াও *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৪) ভগবান বলেছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

"আমার এই দৈবী মায়া ত্রিগুণাত্মিকা এবং তা দুরতিক্রমণীয়া। কিন্তু যাঁরা আমাতে প্রপত্তি করেন, তাঁরাই এই মায়া উত্তীর্ণ হতে পারেন।"

বৈষ্ণবেরা শুষ্ক দর্শনের ওপর দীর্ঘ ও নিষ্ফল বিতণ্ডায় তাঁদের সময়ের অপচয় করতে চান না। তাঁরা তত্ত্ববিদ প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে বিতণ্ডার বদলে বরং পরমেশ্বর ভগবানের উপাসনা করবেন। বৈষ্ণবদের উপলব্ধির সঙ্গে ধর্মগ্রন্থের প্রয়োজনীয় বাণীর কোন পার্থক্য নেই। এই সকল ভক্তদের মহাসমুদ্ররূপ পরম-তত্ত্বের ধারণা, তাঁর কৃষ্ণ ও রাম আদি অন্যান্য দিব্য উপাস্য রূপের বিচিত্র গুণলীলার প্রকাশ, এবং নিজেদের ভগবানের নিত্য দাস রূপে তাঁদের ধারণা—এগুলিই জীবের তৎ ও ত্বং পরিভাষায় বেদান্ত-দর্শনের পূর্ণ সিদ্ধান্ত। পরমেশ্বর ভগবান ও তাঁর থেকে সৃষ্ট জীবাত্মা একই সঙ্গে ভিন্ন ও অভিন্ন, ঠিক যেমন সূর্য ও তার রশ্মি। বহু অগণন জীব আছে, এবং প্রত্যেক জীবই নিত্য সচেতন। শ্রুতিশাস্ত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে, *নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্* (*কঠ উপনিষদ* ৫/১৩ এবং *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৬/১৩) জড় জগৎ সৃষ্টির প্রারম্ভে মহা-বিষ্ণুর শরীর থেকে যখন জীবের সৃষ্টি হয়, তখন এই অর্থে তারা সকলেই সমান যে তারা সকলেই শ্রীভগবানের তটস্থা শক্তির পারমাণবিক কণা মাত্র। কিন্তু তাদের ভিন্ন অবস্থার জন্য তাদের চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—কোন জীব অজ্ঞতার দ্বারা আবৃত, মেঘের ন্যায় তাদের দৃষ্টি অন্ধকারাচ্ছন্ন। অন্যেরা জ্ঞান ও ভক্তির মিলনের মাধ্যমে অজ্ঞতা থেকে মুক্ত। তৃতীয় গোষ্ঠী কল্পিত জ্ঞান ও ফলপ্রসূ কর্ম-বাসনার স্বল্প মিশ্রণে শুদ্ধা ভক্তির দ্বারা সমৃদ্ধ। যে সকল জীব পূর্ণ জ্ঞান ও আনন্দময় দেহ নিয়ে ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে পারে তারাই শুদ্ধ দেহ লাভ করে। পরিশেষে বলা যায়, অজ্ঞতাশূন্য ব্যক্তিরাই পরম পুরুষের নিত্য সহচর।

নারদ পঞ্চরাত্রে জীবের তটস্থ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে—

যৎ তটস্থং তু চিদ্রূপং স্ব-সংভেদ্যাদ্ বিনির্গতম্ ।
রঞ্জিতং গুণরাগেন স জীব ইতি কথ্যতে ॥

"ভগবানের তটস্থশক্তি নিজ সম্বিৎ স্বরূপ থেকে উদ্ভূত হয়ে মায়াশক্তির ত্রিগুণময় রঙের দ্বারা রঞ্জিত জীব বলে কথিত হয়।" কেননা, ক্ষুদ্র জীব ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়া, এবং তাঁর অন্তরঙ্গা চিদ্ শক্তির অভ্যন্তরে অবস্থিত বলে জীবকে 'তটস্থ' বলে। ভগবৎ ভক্তি কর্ষণ করে জীব যখন মুক্তি লাভ করে, সে তখন সম্পূর্ণরূপে ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির আশ্রয়াধীন হয় এবং তখন সে আর প্রকৃতির ত্রিগুণাত্মিকা

শক্তি দ্বারা রঞ্জিত হয় না। *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৬) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিষয়টি প্রতিপন্ন করেছেন—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"যিনি ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে আমার সেবা করেন, এবং যিনি কোন অবস্থাতেই অধঃপতিত হন না, তিনিই প্রকৃতির সমস্ত গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত অবস্থায় উন্নীত হয়েছেন।"

তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে জীবের পূজার উদ্দেশ্য জানা যায়—ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান। নির্বিশেষ ব্রহ্ম সূর্যের উজ্জ্বল জ্যোতিপুঞ্জের মতো; পরমাত্মা সূর্য গোলকের মতো; এবং পরমেশ্বর ভগবান সূর্যের ভিতরে থাকা পরিকরগণের দ্বারা এবং উপকরণাদির দ্বারা পূর্ণ উপাস্য বিগ্রহের মতো। অথবা, আরেকটি উদাহরণ, নগর অভিমুখে আগত পথিকেরা দূর থেকে প্রথমে নগরের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট দেখে না, শুধু তাদের সামনে অস্পষ্টভাবে কিছু একটা দীপ্তি পাচ্ছে এমনটিই দেখে। কিন্তু নিকটবর্তী হলে কিছু উঁচু উঁচু বাড়ি তাদের দৃষ্টিগোচর হয়। তারপর যথেষ্ট নিকটবর্তী হলে তারা বাড়িগুলি যথাযথরূপে দেখতে পায়—বহু নাগরিক, বাসগৃহ, বেসরকারী ভবন, প্রশস্ত রাস্তা এবং পার্কসহ কোলাহলমুখর মহানগরী দেখতে পায়। তেমনি, নির্বিশেষ ধ্যানমগ্ন ব্যক্তিগণ বড় জোর পরম ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু উপলব্ধি লাভ করে, যারা আরও নিকটবর্তী হয় তারা হৃদয় মাঝে পরমাত্মা দর্শনের শিক্ষা লাভ করে, এবং যাঁরা অতিনিকটবর্তী হয় তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানকে পরিপূর্ণভাবে জানতে পারেন।

সংক্ষেপে, শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলেছেন—

সংসারচক্রক্রকচৈর্বিদীর্ণম্ উদীর্ণনানাভবতাপতপ্তম্ ।
কথঞ্চিদ্ আপন্নমিহ প্রপন্নং ত্বমুদ্ধর শ্রীনৃহরে নৃলোকম্ ॥

"হে শ্রীনৃহরি, যারা সর্ব প্রকার যন্ত্রণায় জর্জরিত, যারা সংসার চক্রের ধারাল প্রান্ত দ্বারা খণ্ডিত, যারা বর্তমানে যে কোন ভাবেই হোক আপনার দর্শন পেয়েছে এবং নিজেদের আপনাতে সমর্পিত করেছে, কৃপা করে তাদের মুক্ত করুন।"

শ্লোক ৩৩

বিজিতহৃষীকবায়ুভিরদান্তমনস্তুরগং
য ইহ যতন্তি যন্তুমতিলোলমুপায়খিদঃ ।

ব্যসনশতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং
বণিজ ইবাজ সন্ত্যকৃতকর্ণধরা জলধৌ ॥ ৩৩ ॥

বিজিত—বিজিত; **হৃষীক**—ইন্দ্রিয়গুলি সহ; **বায়ুভিঃ**—অপরিহার্য বায়ু; **অদান্ত**—অদম্য; **মনঃ**—মন; **তুরগম্**—অশ্বের মতো; **যে**—যারা; **ইহ**—এই জগতে; **যতন্তি**—চেষ্টা করেন; **যন্তুম্**—সংযত করতে; **অতি**—অত্যন্ত; **লোলম্**—অদৃঢ়, চঞ্চল; **উপায়**—তাদের কর্ষণের বিভিন্ন উপায়ে; **খিদঃ**—ক্লেশকর; **ব্যসন**—বাধা-বিঘ্ন; **শত**—শত শত; **অন্বিতাঃ**—যুক্ত; **সমবহায়**—বর্জন করে; **গুরোঃ**—গুরুর; **চরণম্**—চরণ; **বণিজঃ**—বণিকেরা; **ইব**—যেন; **অজ**—হে অজ; **সন্তি**—তারা হন; **অকৃত**—গ্রহণ না করে; **কর্ণ-ধরাঃ**—কর্ণধার; **জলধৌ**—সমুদ্রে।

অনুবাদ

মন হল বেগবান ঘোড়ার মতো। যারা তাঁদের ইন্দ্রিয় ও প্রাণকে জয় করেছেন, তাঁরাও মনরূপ ঘোড়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। যাঁরা গুরুচরণের আশ্রয় ছাড়া এই অশান্ত মনকে শান্ত করতে চেষ্টা করেন, তাঁরা বিভিন্ন প্রকার দুঃখের মাঝে শত শত বাধার সম্মুখীন হন। হে অজ, তাঁরা সমুদ্রমাঝে কর্ণধার বিহীন নৌকার বণিকদের মতো।

তাৎপর্য

লীলা পুরুষোত্তম ভগবানের মুক্তিফলরূপী স্নেহ লাভের যোগ্য হতে হলে প্রথমে বিদ্রোহী মনটাকে বশে আনতে হবে। কাজটি কঠিন হলেও পারমার্থিক জীবনের উন্নত আনন্দ লাভের আশায় ইন্দ্রিয়-সুখ বর্জন করলে এটি লাভ করা যায়। আর ভগবানের প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেবের অনুকম্পা লাভের দ্বারা এই উন্নত রুচি অর্জিত হয়।

গায়ত্রী প্রার্থনায় নির্দেশিত দিব্য জ্ঞানের বীজ মন্ত্র ওঁ দ্বারা অপার্থিব জগতের বিস্ময়ের প্রতি তাঁর শিষ্যের চোখ খুলে দেন।

মুণ্ডক উপনিষদে (১/২/১২) বলা হয়েছে—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥

"সেই নিত্য বস্তু পরমাত্মার জ্ঞানলাভের জন্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি যজ্ঞকাষ্ঠ হাতে ব্রহ্মনিষ্ঠ, বেদজ্ঞ গুরুর কাছে যাবেন।" আবার *কঠ উপনিষদে* (২/৯) বলা হয়েছে—

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া
প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ ।

"হে প্রিয় বৎস, এই উপলব্ধি তর্কের দ্বারা পাওয়া যায় না। অসাধারণ গুণসম্পন্ন গুরুর দ্বারা জিজ্ঞাসু শিষ্যকে অবশ্যই এটা বলতে হবে।"

অবৈষ্ণবেরা প্রায়ই স্বীকৃত শিষ্য পরম্পরার ধারায় প্রতিনিধিরূপ গুরুর শরণাপন্ন হওয়ার গুরুত্বকে আমল দেন না। নিজেদের ক্ষমতার ওপর নির্ভর না করে গর্বিত ও জ্ঞানী যোগীরা বিশ্বকে প্রভাবিত করার জন্য তাঁদের আপাত সাফল্য প্রদর্শন করেন, কিন্তু তাদের মহিমা ক্ষণস্থায়ী—

যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ ।
অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুত্থিতম্ ॥

"হে রাজন্, অভক্ত যোগী ও জ্ঞানিগণের মন প্রাণায়ামাদির অনুষ্ঠানেও পূর্ণবাসনাশূন্য হয় না। তাই তাদের মনে পুনরায় বাসনার উদয় হয়।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/৫১/৬০)

অপরপক্ষে, ভগবান বিষ্ণু ও বৈষ্ণবদের বিনীত, অবিচলিত ভক্ত তার অবাধ্য মনকে সহজে জয় করতে পারেন। মনকে অটল রাখতে তার আর আট প্রকার যোগ বা অন্য কোন উপায় অবলম্বন করার প্রয়োজন নেই। *সর্বং চৈতদ্‌গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষোহ্যঞ্জসা জয়েৎ*— "শুধু গুরুভক্তির বলে সহজেই এই সকল লক্ষ্যবস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়।" অন্যথা, কোন অভক্ত তার ইন্দ্রিয় ও প্রাণ বায়ু জয় করলেও তার মনকে বশীভূত করতে ব্যর্থ হয়। তার মন অবদমিত ঘোড়ার মতো ছুটে চলে। বিভিন্ন প্রকার পারমার্থিক অনুশীলনের সমস্যাপূর্ণ সম্পাদনে সে অশেষ উৎকণ্ঠা ভোগ করবে, এবং পরিশেষে পূর্বের ন্যায় বিশাল সংসার সমুদ্রে নিমগ্ন থাকবে। এখানে প্রদত্ত উপমাটি খুবই সঠিক—"প্রভূত লাভের আশায় যে বণিকদল হঠকারিতার সঙ্গে দক্ষ নাবিক ছাড়াই সমুদ্র যাত্রায় বার হন, তারা শুধু মহাকষ্টই ভোগ করে থাকেন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* বহুস্থানে প্রকৃত গুরুর গুরুত্ব উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন একাদশ স্কন্ধে এই শ্লোকে (২০/১৭) আছে—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্ ।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥

"জীবনে সবরকম সুবিধা দিতে সক্ষম মানবদেহ প্রকৃতির নিয়মেই লাভ করা যায়, যদিও এটা খুব বিরল প্রাপ্তি। এই মানবদেহকে সঠিকভাবে তৈরি নৌকার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। গুরু হলেন এই নৌকার নাবিক এবং ভগবানের নির্দেশ

হল সামনের দিকে চালিত করার মতো অনুকূল বায়ু। এই সকল সুবিধা বিবেচনা করে যিনি সংসার সমুদ্র পার হতে তার মানব জীবনের সদ্ব্যবহার করেন না, তিনি অবশ্যই আত্মঘাতী বলে বিবেচিত হবেন।" কাজেই মানবদেহধারী ব্যক্তির প্রথম কর্তব্য এমন গুরু খুঁজে নেওয়া, যিনি তাকে কৃষ্ণভাবনামৃতে পরিচালিত করতে পারেন।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলছেন—

যদা পরানন্দগুরো ভবৎপদে
পদং মনো মে ভগবল্লভেত ।
তদা নিরষ্টাখিলসাধনশ্রমঃ
শ্রয়েয় সৌখ্যং ভবতঃ কৃপাতঃ ॥

"হে অতীন্দ্রিয় আনন্দময় গুরু, আপনার শ্রীচরণকমলে আমার মন যখন শেষে আশ্রয় পাবে, তখন আমার দিব্য অনুশীলনের সকল ক্লান্তিকর শ্রমের অবসান হবে, এবং আপনার কৃপায় আমি মহানন্দ লাভ করব।"

শ্লোক ৩৪

স্বজনসুতাত্মদারধনধামধরাসুরথৈ-
স্ত্বয়ি সতি কিং নৃণাং শ্রয়ত আত্মনি সর্বরসে ।
ইতি সদজানতাং মিথুনতো রতয়ে চরতাং
সুখয়তি কো ন্বিহ স্ববিহতে স্বনিরস্তভগে ॥ ৩৪ ॥

স্বজন—স্বজন পরিকরসহ; **সুত**—সন্তান-সন্ততি; **আত্ম**—দেহ; **দার**—স্ত্রী; **ধন**—ধন; **ধাম**—গৃহ; **ধরা**—ভূমি; **অসু**—প্রাণ; **রথৈঃ**—যান-বাহন; **ত্বয়ি**—(যখন) আপনি; **সতি**—হয়েছেন; **কিম্**—কি (প্রয়োজনে); **নৃনাম্**—মানুষের জন্য; **শ্রয়তঃ**—যারা আশ্রয় নেয়; **আত্মনি**—আত্মস্বরূপে; **সর্ব-রসে**—পরমানন্দে; **ইতি**—এইরূপে; **সৎ**—সত্য; **অজানতম্**—মূল্য নির্ধারণে অক্ষমদের জন্য; **মিথুনতঃ**—যৌন সংযোগ হেতু; **রতয়ে**—মায়াসুখরত; **চরতাম্**—চালিয়ে যাওয়া; **সুখয়তি**—সুখ দান করে; **কঃ**—কি; **নু**—আদৌ; **ইহ**—এই (বিশ্বে); **স্ব**—এর প্রকৃত স্বভাবের দ্বারা; **বিহতে**—বিনশ্বর; **স্ব**—প্রকৃত স্বভাবের দ্বারা; **নিরস্ত**—শূন্য, রহিত; **ভগে**—কোন নির্যাসের।

অনুবাদ

আপনার শরণাপন্ন ব্যক্তিদের কাছে আপনি পরমানন্দময় পরমাত্মারূপে প্রকাশিত। এরূপ ভক্তদের কাছে স্বজন, সুত, দেহ, স্ত্রী, ধন, গৃহ, ভূমি, প্রাণ এবং

যানবাহনাদির কী প্রয়োজন? আপনার পরমার্থ উপলব্ধিতে ব্যর্থ ইন্দ্রিয় তর্পণ সুখের পিছনে ধাবিত, এই স্বভাবত বিনশ্বর ও অন্তঃসারশূন্য সংসারে কোন কিছুই তাদের আনন্দ দিতে পারে কি?

তাৎপর্য

ভগবান বিষ্ণুর সেবা তখনই শুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে, যখন ভগবানকে তুষ্ট করাই একমাত্র বাসনা হবে। পরিপূর্ণ সচেতনার মধ্যে থেকে বৈষ্ণবের কোন জাগতিক প্রাপ্তির আগ্রহ থাকে না। এভাবেই তিনি কোন আচার আনুষ্ঠানিক যাগ-যজ্ঞাদির বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত থেকে যোগের কঠোর অনুশীলন করেন। *মুণ্ডক উপনিষদে* (১/২/১২) উল্লেখ আছে—

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।

"কোন ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি যখন কাম্যকর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা অর্জিত লোক সমূহের অনিত্যতা উপলব্ধি করেন, তখন তিনি আসক্তি শূন্য হন এবং তিনি আর কর্মজনিত কলুষতাদুষ্ট থাকেন না।" *বৃহৎ আরণ্যক* (৪/৪/৯) এবং *কঠ উপনিষদে* (৬/১৪) প্রতিপন্ন হয়েছে—

যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্য-অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥

"মানুষের হৃদয়ে যে সকল কামনা আশ্রিত আছে, সেই সকল কামনা যখন দূরীভূত হয়, তখন মরণশীল মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে এবং ইহজীবনেই ব্রহ্মকে ভোগ করতে সক্ষম হয়।" আবার *গোপাল-তাপনী উপনিষদে* (পূর্ব ৩৫) সিদ্ধান্ত করা হয়েছে, *ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধি-নৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনঃ-কল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্যম্।* "ভগবদ্ভক্তি পরম পুরুষের উপাসনার একটি পদ্ধতি। ইহ জীবন ও পরজীবনে সকল জড় বাসনা শূন্য হয়ে ভগবানের প্রতি মন দৃঢ় নিবদ্ধ করা এই ভক্তির অঙ্গবিশেষ। এটাই প্রকৃত আত্মত্যাগ।" এখানে *শ্রুতিগণের* উল্লিখিত বিভিন্ন বিষয়ই পার্থিব সাফল্যের উপায়—স্বজন, সুন্দর দেহ, গর্বের সন্তান, সুন্দরী স্ত্রী, ধন-সম্পত্তি, অভিজাত গৃহ, ভূমি, স্বাস্থ্য ও শক্তি, যান-বাহন—এগুলি কারও পদমর্যাদা প্রকাশ করে। কিন্তু ভগবৎ সেবার পরমানন্দ লাভ যাঁর হয়েছে, তাঁর কাছে এই সকল জিনিসের কোন আকর্ষণ নেই, কেননা যিনি তাঁর পরিচারকদের সঙ্গে নিজ আনন্দ উপভোগ করেন, সকল আনন্দের আকর সেই পরমেশ্বর ভগবানের মাঝে তিনি প্রকৃত আনন্দের সন্ধান পেয়েছেন।

আমাদের জীবনধারা নির্বাচনে আমরা স্বাধীন—আমরা আমাদের তনু, মন, বাক্য, কর্মদক্ষতা ও সম্পদ ভগবৎ মহিমায় উৎসর্গ করতে পারি, অথবা ভগবানকে অগ্রাহ্য করে ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য লড়াই চালাতে পারি। দ্বিতীয় পথটি আমাদের যৌনতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার দাসে পরিণত করে। এতে জীব কখনও প্রকৃত সন্তোষ লাভ করতে পারে না, পরিবর্তে তাকে অবিরাম কষ্ট ভোগ করতে হয়। জড়বাদীদের এইভাবে ক্লিষ্ট হতে দেখে বৈষ্ণবেরা দুঃখ পান এবং সেইকারণে তাঁরা সর্বদা তাদের ধর্মজ্ঞান দানের জন্য চেষ্টা করেন।

শ্রীধর স্বামী বলছেন—

ভজতো হি ভবান্ সাক্ষাৎ পরমানন্দ চিদ্-ঘনঃ।
আত্মৈব কিং অতঃ কৃত্যং তুচ্ছ-দার-সুতাদিভিঃ ॥

"যারা আপনার আরাধনা করে, আপনি তাদের তদাত্মা, তাদের সর্বোচ্চ আনন্দের দিব্য সম্পদ হয়ে যান। তাদের আর এই জাগতিক স্ত্রী, পুত্র পরিজনের কি প্রয়োজন?"

শ্লোক ৩৫

ভুবি পুরুপুণ্যতীর্থসদনান্যৃষয়ো বিমদা-
স্ত উত ভবৎপদাম্বুজহৃদোঽঘভিদঙ্ঘ্রিজলাঃ।
দধতি সকৃন্মনস্ত্বয়ি য আত্মনি নিত্যসুখে
ন পুনরুপাসতে পুরুষসারহরাবসথান্ ॥ ৩৫ ॥

ভুবি—পৃথিবীতে; **পুরু**—বহু; **পুণ্য**—পুণ্য; **তীর্থ**—তীর্থক্ষেত্রসমূহ; **সদনানি**—পরমেশ্বর ভগবানের নিজ আলয়; **ঋষয়ঃ**—মুনিগণ; **বিমদাঃ**—মিথ্যা গর্ব মুক্ত; **তে**—তাঁরা; **উত**—সত্যই; **ভবৎ**—আপনার; **পদ**—পদযুগল; **অম্বুজ**—পদ্ম; **হৃদঃ**—যাঁর হৃদয়ে; **অঘ**—পাপ; **ভিৎ**—বিনাশক; **অঙ্ঘ্রি**—পা ধোয়ানো; **জলাঃ**—জল; **দধতি**—ধারণ; **সকৃৎ**—মাত্র একবার; **মনঃ**—তাঁদের মন; **ত্বয়ি**—আপনার প্রতি; **যে**—যিনি; **আত্মনি**—পরমাত্মার দিকে; **নিত্য**—সর্বদা; **সুখে**—যিনি সুখী; **ন পুনঃ**—আর কখনও নয়; **উপাসতে**—তাঁরা উপাসনা করেন; **পুরুষ**—পুরুষের; **সার**—প্রয়োজনীয় গুণাবলী; **হর**—হরণকারী; **আবসথান্**—তাঁদের জাগতিক গৃহ।

অনুবাদ

মিথ্যা দম্ভমুক্ত মুনিগণ বহু তীর্থক্ষেত্র ও লীলাময় পরম পুরুষের লীলাক্ষেত্রসমূহের সেবা করেন। এরূপ ভক্তগণ আপনার শ্রীপাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণহেতু তাঁদের

পাদোদক সর্বপাপ বিনাশ করে। কেউ যদি একবার মাত্র তার মন আপনার প্রতি উন্মুখ করে, তবে নিত্যসুখময় পরমপুরুষ আর তাকে তার সংসার জীবনে নিমগ্ন হতে দেন না, কেননা সেই জীবন শুধু মানুষের সদ্‌গুণাবলী হরণ করে।

তাৎপর্য

ব্যাকুল কামনাকারী মুনির যোগ্যতা হল তিনি পরম-তত্ত্ব সম্বন্ধে যোগ্যব্যক্তির কাছে শিক্ষা লাভ করেছেন এবং আত্মত্যাগের প্রশান্ত মানসিকতা বৃদ্ধি করেছেন। কোনটি বেশি জরুরি কোনটি কম জরুরি সেটা নির্বাচনের ক্ষমতা বৃদ্ধিকারী ব্যক্তি মহাত্মাদের সঙ্গলাভের সুযোগ নিতে প্রায়ই এক তীর্থ থেকে আর এক তীর্থে ঘুরে বেড়ান, কারণ মাহাত্মাগণ সচরাচর এই সব জায়গাতেই বাস করে থাকেন। তাঁর এই যাত্রায় ব্যাকুলাকাঙ্ক্ষী মুনি যদি তাঁর হৃদিমাঝে পরম পুরুষ ভগবানের চরণকমল উপলব্ধি করতে শুরু করেন, তবে তিনি মিথ্যা অহংকার এবং কামনা, হিংসা ও লোভের বেদনাপূর্ণ দাসত্বের মায়া থেকে মুক্ত হবেন। পাপমোচনের জন্য নানা তীর্থে ভ্রমণ করতে থাকলেও সেই শুদ্ধ মুনি তাঁর পাদোদক ও লব্ধ নির্দেশের দ্বারা অপরকেও শুদ্ধ করার ক্ষমতা তাঁর আছে। *মুণ্ডক উপনিষদে* (২/২/৯) এরূপ মুনির বর্ণনা আছে—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥

"সকল উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট জীবের মধ্যে সর্বত্র পরমপুরুষের দর্শন পেলে হৃদয় গ্রন্থি বিনষ্ট হয় এবং সুসঙ্গত কর্মফল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে সমুদয় সংশয় ছিন্ন হয়।" যে সকল মুনি এই স্তরে পৌঁছেছেন *মুণ্ডক উপনিষদে* (৩/২/১১) এইভাবে তাঁদের শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে—*নমঃ পরমঋষিভ্যঃ, নমঃ পরমঋষিভ্যঃ।* "পরম ঋষিদের নমস্কার, পরম ঋষিদের নমস্কার।"

দারা, পুত্র, মিত্র ও অনুগামী সকলের স্নেহপূর্ণ সংস্রব একপাশে সরিয়ে রেখে সাধু বৈষ্ণবগণ ভগবৎ আরাধনার পবিত্র ধাম, যেমন বৃন্দাবন, মায়াপুর এবং জগন্নাথপুরী, অথবা যে সকল স্থানে ভগবান বিষ্ণুর একনিষ্ঠ ভক্তবৃন্দ জমায়েত হন, তথায় ভ্রমণ করেন। এমন কি যে সকল বৈষ্ণব সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নি এবং এখনও গৃহে বা তাঁদের গুরুর আশ্রমে বাস করছেন, কিন্তু যাঁরা একবারের জন্য ভগবৎ সেবার মহৎ আনন্দের একবিন্দু মাত্র আস্বাদন করেছেন, তাঁরা সংসার জীবনের আনন্দ নিয়ে চিন্তা করেন না, কেননা সংসার জীবনের চিন্তা তাঁদের বিচক্ষণতা, দৃঢ়সংকল্প, প্রশান্তভাব, সহনশীলতা ও মনের শান্তি হরণ করে।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলছেন—

মুঞ্চন্নঙ্গ তদ্ অঙ্গ-সঙ্গমনিশং ত্বামেব সঞ্চিন্তয়ন্
সন্তঃ সন্তি যতো যতো গত-মদাজ্ঞান্ আশ্রমান্ আবসন্ ।
নিত্যং তন্মুখ-পঙ্কজাদ্ বিগলিতা-ত্বৎ-পুণ্য-গাথামৃত-
স্রোতঃ-সম্প্লব-সমপ্লুতো নরহরে ন স্যামহং দেহভৃৎ ॥

"হে দেব, যখন আমি সকল ইন্দ্রিয় তর্পণ ত্যাগ করে অবিরাম আপনার ধ্যানে মগ্ন থাকব, এবং যখন আমি দম্ভশূন্য সাধু ভক্তদের আশ্রমে বসবাস করব, তখন আপনার পবিত্র গুণকীর্তনকারী ভক্তদের মুখপদ্ম থেকে নির্গত সুধার প্লাবনে আমি নিমজ্জিত হব। এবং তখন হে নরহরি, আমি আর কখনও জড় দেহ ধারণ করব না।"

শ্লোক ৩৬

সত ইদমুত্থিতং সদিতি চেন্ননু তর্কহতং
ব্যভিচরতি ক্ব চ ক্ব চ মৃষা ন তথোভয়যুক্ ।
ব্যবহৃতয়ে বিকল্প ইষিতোঽন্ধপরম্পরয়া
ভ্রময়তি ভারতী ত উরুবৃত্তিভিরুক্থজড়ান্ ॥ ৩৬ ॥

সতঃ—স্থায়ী বস্তু থেকে; **ইদম্**—এই (বিশ্বজগৎ); **উত্থিতম্**—উত্থিত; **সৎ**—নিত্য; **ইতি**—এইরূপে; **চেৎ**—যদি (কেউ উত্থাপন করে); **ননু**—নিশ্চিতই; **তর্ক**—যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদের দ্বারা; **হতম্**—খণ্ডিত; **ব্যভিচরতি**—অবিচলিত; **ক্ব চ**—কিছু ক্ষেত্রে; **ক্ব চ**—অন্য বিষয়ে; **মৃষা**—ভ্রান্তি; **ন**—না; **তথা**—তদ্রূপ; **উভয়**—উভয়ের (প্রকৃত মায়া); **যুক্**—সংযোজক; **ব্যবহৃতয়ে**—সাধারণ বিষয়ের কারণে; **বিকল্প**—কল্পিত অবস্থা; **ইষিতঃ**—ইঙ্গিত; **অন্ধ**—অন্ধ জনের; **পরম্পরয়া**—পরম্পরায়; **ভ্রময়তি**—বিভ্রান্ত করে; **ভারতী**—বেদরূপা বাণী; **তে**—আপনারা; **উরু**—অসংখ্য; **বৃত্তিভিঃ**—বিভিন্ন বাক্যবৃত্তি দ্বারা; **উক্থ**—শাস্ত্রীয় উচ্চারণের দ্বারা; **জড়ান্**—জড়।

অনুবাদ

উত্থাপন করা যেতে পারে যে, এই বিশ্ব নিত্য সৎ, কেননা, এটি নিত্য সত্য থেকে উদ্ভূত হয়েছে, কিন্তু এরূপ যুক্তি তর্কশাস্ত্রের দ্বারা বিচার্য। কখনও কখনও কার্য-কারণের আপাত অভিন্নতা সত্য প্রমাণে ব্যর্থ হয়, আবার অন্য সময়ে কোন প্রকৃত সত্যের ফলও ভ্রান্ত হয়। এছাড়াও এই বিশ্বজগৎ নিত্য সত্য হতে পারে না, কেননা এটি শুধু পরম সত্যের প্রকৃতিই গ্রহণ করে না, সত্য-আবৃতকারী মিথ্যাকেও গ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে, এই জগতের দৃশ্যরূপ কেবল অন্ধপরম্পরা কল্পিত

বিন্যাস মাত্র; বস্তুত কোন বৈচিত্র্য নেই। এদের বিবিধ অর্থ ও তার প্রয়োগের দ্বারা, আপনার বেদ-বাণী বলি-সংক্রান্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জাদুবিদ্যার কথা শুনে শুনে যাদের মন অসাড় হয়ে গেছে, তাদের সকলকে হতবুদ্ধি করে দিচ্ছে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে *উপনিষদের* শিক্ষা হল যে এই সৃষ্ট জগৎ সত্য হলেও ক্ষণস্থায়ী। এটাই উপলব্ধির বিষয় যে বিষ্ণুভক্তরা অনুগত থাকেন। কিন্তু জৈমিনী ঋষির কর্মমীমাংসার সমর্থকগণের মতো জড়বাদী দার্শনিকগণও এই বিশ্বকে একমাত্র বাস্তব এবং নিত্য বলে দাবী করেন। জৈমিনীর কর্মচক্রের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া চিরস্থায়ী, অন্য কোন অলৌকিক রাজ্যে প্রতিগমনের কোন সম্ভাবনা নেই। উন্নত দিব্য সত্তার বহু বর্ণনার ধারক উপনিষদীয় মন্ত্রের সযত্ন পরীক্ষার দ্বারা এই দৃষ্টিভঙ্গিকে ভ্রান্ত বলে দেখা গেছে। যেমন, *সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বীতিয়ম্*—"প্রিয় বৎস, পরম তত্ত্বই কেবল প্রথমে সৃষ্টির আদিতে অদ্বিতীয় সৎরূপে বর্তমান ছিল।" (*ছান্দোগ্য উপনিষদ* ৬/২/১) আরও *বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম*— "চরম, বাস্তব হল দিব্য জ্ঞান ও মহানন্দ" (*বৃহৎ-আরণ্যক উপনিষদ* ৩/৯/৩৪)

মূর্ত *বেদসমূহের* প্রার্থনায় জড়বাদীদের যুক্তি *সত ইদমুত্থিতং সৎ* এই কথাগুলিতে সংক্ষেপিত হয়েছে—"দৃশ্যমান জগৎ স্থায়ী বাস্তব, কেননা এটি স্থায়ী বাস্তব থেকেই উদ্ভূত হয়েছে।" সাধারণভাবে যুক্তিটি হল এই যে, কোন বস্তু থেকে কিছু উদ্ভূত হলে তা সেই বস্তুর দ্বারাই সৃষ্ট। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, কর্ণকুণ্ডল এবং অন্যান্য সোনার তৈরি অলঙ্কারে সোনাই থাকে। এইরূপে মীমাংসা নৈয়ায়িকগণ সিদ্ধান্ত করেন যে যেহেতু আমাদের এই বিশ্বকে আমরা স্থায়ী বাস্তবের প্রকাশ বলে জানি, তেমনি এই বিশ্ব নিত্য বাস্তব। কিন্তু সংস্কৃত পঞ্চমী বিভক্তির প্রকাশ *সতঃ*, "নিত্য বাস্তব থেকে" বাক্যাংশটি কার্য ও কারণের নির্দিষ্ট বিচ্ছেদের পরোক্ষ ইঙ্গিত দেয়। কাজেই *সৎ* থেকে—স্থায়ী বাস্তব থেকে সৃষ্ট বস্তু অবশ্যই অস্থায়ী বস্তু থেকে পৃথক। এইভাবে জড়বাদীদের যুক্তি ত্রুটিপূর্ণ, কারণ এটা উদ্দিষ্ট প্রামাণ্য বিষয়ের বিপরীত বিষয়কে প্রমাণ করে—যেমন, আমরা এই বিশ্বকে যেরূপ জানি, এটা সেইরূপেই বর্তমান, অর্থাৎ এই বিশ্ব নিত্য, এবং এখানে কোন পৃথক, অলৌকিক বাস্তব নেই।

মীমাংসকেরা নিজেদের পক্ষ সমর্থনে দাবী করতে পারেন যে তারা নিজ বৈশিষ্ট্যে মিল প্রমাণের চেষ্টা করছেন না, বরং তারা অমিলের সম্ভাবনাকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করার অথবা অন্য কথায় বলা যায়, আমাদের জানা বিশ্ব থেকে পৃথক

কোন বাস্তবের সম্ভাবনাকে প্রতিপাদন করার চেষ্টা করছেন। মীমাংসা-যুক্তি সমর্থনের এই প্রচেষ্টা *ব্যাভিচরতি ক্ব চ*—এই বাগ্‌ধারার দ্বারা সহজেই খণ্ডন করা যায়, তার মানে সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত কিছু বিরুদ্ধ উদাহরণও আছে। কখনও কখনও সৃষ্টির মূল সৃষ্ট পদার্থ থেকে পৃথক হয়, যেমন মানুষ ও তার যুবক ছেলে, বা হাতুড়ি ও মাটির পাত্রের ধ্বংস।

কিন্তু মীমাংসকদের জবাব, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-বিরুদ্ধ উদাহরণের ন্যায় একই প্রকারের সৃষ্টি হয়—পিতা ও হাতুড়ি শুধু যথেষ্ট কারণ মাত্র, অপরপক্ষে *সৎ*ও এই বিশ্বের উপাদান কারণ। এই প্রত্যুত্তরটি *ক্ব চ মৃষা* (কখনও কখনও এই ফল ভ্রান্ত হয়), এই শব্দগুলির দ্বারা পূর্বেই অনুমান করা যায়। রজ্জু দেখে সর্প বলে মিথ্যা ধারণার ক্ষেত্রে, রজ্জু হল সর্প-ভ্রান্তির উপাদান কারণ, কল্পিত সর্প থেকে প্রকৃত সর্পের বহু ক্ষেত্রেই স্পষ্ট পার্থক্য বর্তমান।

মীমাংসকেরা আরও কিছু যোগ করছেন, কিন্তু ভ্রান্ত সর্পের উপাদান কারণ ঠিক রজ্জুই শুধু নয়—রজ্জুর সঙ্গে দ্রষ্টার অজ্ঞতাও (অবিদ্যা) এর সঙ্গে যুক্ত আছে। অবিদ্যা যেহেতু সার বস্তু নয়, তাই এই অবিদ্যা থেকে সৃষ্ট সর্পকে ভ্রান্তি বলা হয়। বেদের জবাব, অজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত *সৎ* থেকে বিশ্বের সৃষ্টির ক্ষেত্রে একই সত্য দৃষ্ট হয়। এখানে ভ্রান্তির অপ্রাকৃত উপাদান, মায়া জীবের একটি ভুল ধারণা। তাদের ধারণা যে জীবের দেহ এবং অন্যান্য জড় আকৃতি চিরস্থায়ী।

কিন্তু মীমাংসকদের জবাব, এই বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা অকাট্য, কেননা বাস্তব ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে আমাদের লব্ধ অভিজ্ঞতা কার্যকর। আমাদের অভিজ্ঞতা অকাট্য না হলে আমরা কখনই নিশ্চিত হতে পারতাম না যে আমাদের ধারণাগুলি ঘটনার সঙ্গে যথার্থ মানানসই। সামগ্রিক পরীক্ষাকে ঘৃণাকারী ব্যক্তির মতো আমরা এখনও রজ্জুর সর্পে পরিণত হওয়াকে সন্দেহ করতে থাকব। না, এখানে শ্রুতিসমূহের উত্তর, তৎসত্ত্বেও পদার্থের অস্থায়ীরূপ গঠন জড় ক্রিয়াকলাপের জন্য বদ্ধজীবগণের বাসনা পূরণে নিত্য বাস্তবের ভ্রান্ত অনুকরণ করা। এই জগতের স্থায়িত্বে ভ্রান্তি অন্ধলোক পরম্পরায় চলে আসছে। এই জড় ধারণা তারা তাদের পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে লাভ করে তাদের উত্তরপুরুষদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে। যে কেউ দেখতে পারে যে কোন ভিত্তি না থাকলেও গতি দ্বারা মায়া বা ভ্রান্তি মানসিক প্রভাবকে বিলম্বিত করে চালিত করে। এই রূপে গোটা ইতিহাসে দেখা যায় যে অন্ধ তত্ত্ববিদেরা অপর অন্ধকে ভুল পথে চালিত করছেন। তারা অন্যকে এমন একটি অবাস্তব বিষয় বোঝান যে জড়-জাগতিক আচারে মগ্ন থেকেও তারা পূর্ণতা লাভ করতে পারবে। মূর্খ লোকেরা পরস্পরের মাঝে নকল পয়সা আদান

প্রদান করে। কিন্তু জ্ঞানীরা জানেন যে এই পয়সা খাদ্য, ওষুধ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু ক্রয়ের মতো বাস্তব প্রয়োজন মিটাতে ব্যর্থ। এই জাল পয়সা কাউকে দান করলেও তার দ্বারা কোন পুণ্য অর্জন সম্ভব নয়।

মীমাংসকেরা বলেন, বৈদিক আচারের একজন একনিষ্ঠ সংস্কার সাধক কীভাবে প্রতারিত হতে পারেন, কেননা *সংহিতা* ও ব্রাহ্মণদের বৈদিক শাস্ত্রসমূহের কর্মফল যে নিত্য—এটা কীভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন? উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, *অক্ষয়ং হ বৈ চাতুর্মাস্য যজ্ঞঃ সুকৃতং ভবতি*— "চাতুর্মাস্য ব্রত উদ্‌যাপনকারীর অফুরন্ত সৎ-কর্ম অর্জিত হয়।" এবং *অপাম সোমমমৃতাবভূম*—"আমরা সোমরস পান করে অমর হয়েছি।"

বেদসহ পরমেশ্বর ভগবানের বিজ্ঞবাণী নির্দেশ করে শ্রুতিসমূহ উত্তর করছেন, অত্যধিক কর্ম-বিশ্বাসের ভারে ক্ষীণচিত্তের লোকদের দুর্বল বুদ্ধি চূর্ণ হল এবং তারা বিভ্রান্ত হলেন। এখানে *উরু-বৃত্তিভিঃ*, এই নির্দিষ্ট শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটি নির্দেশ করছে যে গৌণ, লক্ষণা ইত্যাদি শব্দার্থ-বিদ্যার বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর অর্থসহ বৈদিক মন্ত্র বিষ্ণুভক্তদের রক্ষা করে। বেদ সকল তাঁদের অনুশাসনে যথার্থভাবেই এটা বলছেন না যে, কর্মফল শাশ্বত—নিত্য। তাঁরা পরোক্ষভাবে রূপকের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত ত্যাগের প্রশস্তি বর্ণনা করছেন। *ছান্দোগ্য উপনিষদে* স্পষ্ট ভাষায় উল্লিখিত আছে যে শাস্ত্রীয় কর্মের ফল স্থায়ী—*তদ্ যথেহ কর্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে।* "যেমন এই জগতে কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা অর্জিত ফল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তেমনই পরলোকেও পুণ্যার্জিত ভোগের বিনাশ হয়ে থাকে।" (*ছান্দোগ্য উপনিষদ* ৮/১/১৬)। অগণন *শ্রুতিমন্ত্রের* ঐশ্বরিক বিধান অনুসারে গোটা জড় জগৎ পরমতত্ত্বের অস্থায়ী উদ্ভব ছাড়া কিছু নয়; এগুলির মধ্যে একটি হল *মুণ্ডক উপনিষদের* বিবৃতি—

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি
তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥

"মাকড়সা যেরূপ নিজদেহ থেকে সূতা উৎপাদন করে এবং পুনরায় নিজদেহেই তা গ্রহণ করে, পৃথিবীতে যেমন উদ্ভিদ এবং জীবিত পুরুষের মস্তক ও দেহে কেশ ও লোম জন্মায়, তেমনই অক্ষর ব্রহ্ম থেকে এই বিশ্বের উদ্ভব।" (*মুণ্ডক উপনিষদ* ১/১/৭)।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলছেন—

উদ্ভূতং ভবতঃ সতোঽপি ভুবনং সন্নৈব সর্প ব্রজঃ
কুর্বৎ কার্যমপীহ কূটকনকং বেদোঽপি নৈবং পরঃ ।
অদ্বৈতং তব সৎ পরন্তু পরমানন্দং পদং তন্মুদা
বন্দে সুন্দরমিন্দিরানুত হরে মা মুঞ্চ মামানতম্ ॥

"আপনার থেকে এই বিশ্বের উৎপত্তি হলেও এটি নিত্য বাস্তব নয়। রজ্জু থেকে সর্পভ্রম স্থায়ী বাস্তব নয়, বা সোনা থেকে জাত রূপান্তরও নয়। বেদসকল কখনও সেটা বলেন না। প্রকৃত, অপার্থিব, অদ্বৈত বাস্তব আপনার পরম আনন্দময় নিজ বাসস্থান। আপনার সেই সুন্দর বাসভূমিকে আমি প্রণতি জানাই। হে ভগবান হরি, দেবী ইন্দিরা যাঁকে প্রণাম জ্ঞাপন করেন, আমিও তাঁর শ্রীচরণে মাথা নত করছি। সুতরাং কৃপা করে আমাকে কখনও মুক্ত করবেন না।"

শ্লোক ৩৭

ন যদিদমগ্র আস ন ভবিষ্যদতো নিধনাদ্
অনু মিতমন্তরা ত্বয়ি বিভাতি মৃষৈকরসে ।
অত উপমীয়তে দ্রবিণজাতিবিকল্পপথৈর্
বিতথমনোবিলাসমৃতমিত্যবযন্ত্যবুধাঃ ॥ ৩৭ ॥

ন—না; **যৎ**—যেহেতু; **ইদম্**—এই (জগৎ); **অগ্রে**—প্রথমে (সৃষ্টির পূর্বে); **আস**—বিদ্যমান ছিল; **ন ভবিষ্যৎ**—বিদ্যমানে থাকবে না; **অতঃ**—অতএব; **নিধনাৎ অনু**—বিনাশের (প্রলয়ের) পরেও; **মিতম্**—অনুমিত; **অন্তরা**—মধ্যকালে (মধ্যবর্তী সময়ে); **ত্বয়ি**—আপনার মধ্যে; **বিভাতি**—প্রতীত হচ্ছে; **মৃষা**—মিথ্যা; **একরসে**—যার চিদানন্দের উপলব্ধি অপরিবর্তনীয়; **অতঃ**—সেইরূপ; **উপমীয়তে**—উপমা দ্বারা উপলব্ধ; **দ্রবিণ**—জড় বস্তুর; **জাতি**—শ্রেণী; **বিকল্প**—রূপান্তরের; **পথৈঃ**—বৈচিত্র্যসহ; **বিতথ**—ঘটনা বিরুদ্ধ; **মনঃ**—মনের; **বিলাসম্**—কল্পনা; **ঋতম্**—সত্য; **ইতি**—রূপে; **অবযন্তি**—মনে করে; **অবুধাঃ**—বুদ্ধিহীন।

অনুবাদ

এই জগৎ যেহেতু সৃষ্টির পূর্বে বর্তমান ছিল না, বিনাশের পরেও থাকবে না, সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে মধ্যবর্তী সময়েও যাঁর চিদানন্দ কখনও পরিবর্তিত হয় না সেই আপনার মধ্যে ভাবাশ্রিত মিথ্যারূপে এটা এই জগতের প্রকাশ বই আর কিছু নয়। এই বিভিন্ন জড় বস্তুর বিবিধ রূপে রূপান্তরিত বিশ্বকে

আমরা পছন্দ করি। এই কল্পিত মিথ্যাবস্তুকে সত্যরূপে যারা বিশ্বাস করে তারা যথার্থই স্বল্প বুদ্ধির লোক।

তাৎপর্য

ধর্মীয় আচার পালনে দক্ষ ব্যক্তিগণ জড় সৃষ্টির সার বস্তু প্রমাণের সকল প্রচেষ্টায় পরাজিত হলে মূর্ত বেদসকল এর বিরুদ্ধে যথার্থ প্রমাণ দিচ্ছেন যে, এই জগৎ অপ্রাকৃত বলে এটা ক্ষণস্থায়ী। সৃষ্টির পূর্বে এবং ধ্বংসের পরে এই বিশ্ব পরমেশ্বর ভগবানের চিৎ সত্তা, তাঁর আবাস ও অনুগামী লোকজন সহ বিদ্যমান থাকবে। শ্রুতিসকল এটা প্রতিপন্ন করেছেন—*আত্মা বা ইদমেকমেবাগ্র আসীৎ*। "বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ একমাত্র আত্মারূপেই বর্তমান ছিল। (*ঐতরেয় উপনিষদ* ১/১) *নাসদাসীন্ নো সদাসীৎ তদানীম্*— "সেই সময় সূক্ষ্ম ও স্থূল কোন পদার্থই বর্তমান ছিল না।" (*ঋক বেদ* ১০/১২৯/১)

উপমা দ্বারা সৃষ্টির প্রাসঙ্গিকতা বোঝা যায় না। মূল উপাদান মাটি এবং ধাতু থেকে যখন বিভিন্ন দ্রব্য নির্মিত হয়, তখন সেই নির্মিত দ্রব্য মাটি ও ধাতু থেকে নাম ও রূপেই শুধু পৃথক হয়। মূল উপাদান অপরিবর্তিতই থেকে যায়। তেমনই, পরম পুরুষের শক্তি যখন এই বিশ্বের পরিচিত বস্তুতে রূপান্তরিত হয়, তখন এই সকল বস্তু পরমেশ্বর থেকে শুধু নাম ও রূপে পৃথকভাবে বিদ্যমান থাকে। *ছান্দোগ্য উপনিষদে* (৬/১/৪-৬), উদালক ঋষি তাঁর পুত্রকে এই একই উপমার ব্যাখ্যা করেছেন—*যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্*। "উদাহরণ হিসাবে পিতা বললেন, প্রিয় বৎস, একতাল মৃৎপিণ্ডকে জানলেই সমস্ত মৃৎবস্তু সম্পর্কে জানা যায়। রূপান্তরিত বস্তুর অস্তিত্ব শুধুমাত্র ভাষার সৃষ্টি ও পদবি নির্দেশের ব্যাপার মাত্র—মাটিই শুধু সত্যবস্তু।

উপসংহারে বলা যায়, জাগতিক বস্তুর নিত্যতা বা বাস্তবতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহনাশক প্রমাণ নেই, সকল বস্তুই মিথ্যা আখ্যার দ্বারা অস্থায়ী ও আবদ্ধ—এমন সব আচ্ছন্নকারী প্রমাণ আছে। সুতরাং শুধু অজ্ঞরাই পদার্থের কল্পিত বিনিময়কেই সত্য বলে মনে করে।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী প্রার্থনা করছেন—

মুকুটকুণ্ডল-কঙ্কণ-কিঙ্কিণী-পরিণতং কনকং পরমার্থতঃ ।
মহদহঙ্কৃতি-খ-প্রমুখং তথা নরহরের্ন পরং পরমার্থতঃ ॥

"সোনার মুকুট, কুণ্ডল, বালা ও নূপুর—এগুলি সোনা থেকে ভিন্ন কোন বস্তু নয়। তেমনই মহৎ মিথ্যা অহং ও নির্মল আকাশ পরিচালিত জড় উপাদান পরিণামে ভগবান নরহরি থেকে পৃথক নয়।"

শ্লোক ৩৮

স যদজয়া ত্বজামনুশয়ীত গুণাংশ্চ জুষন্
ভজতি স্বরূপতাং তদনু মৃত্যুমপেতভগঃ ।
ত্বমুত জহাসি তামহিরিব ত্বচমাত্তভগো
মহসি মহীয়সেঽষ্টগুণিতেঽপরিমেয়ভগঃ ॥ ৩৮ ॥

সঃ—সে (এক স্বতন্ত্র জীব); **যৎ**—যেহেতু; **অজয়া**—জড়া শক্তির প্রভাবে; **তু**—কিন্তু; **অজাম্**—সেই জড়া শক্তি; **অনুশয়ীত**—পরে শয়ন করে; **গুণান্**—প্রকৃতির গুণাবলী; **চ**—এবং; **জুষন্**—ধারণ করে; **ভজতি**—গ্রহণ করে; **স-রূপতাম্**—সাদৃশ্য গঠন করে (প্রকৃতির গুণাবলী); **তৎ-অনু**—সেটি অনুসরণ করে; **মৃত্যুম্**—মৃত্যু; **অপেত**—বঞ্চিত; **ভগঃ**—তার ঐশ্বর্য; **ত্বম্**—আপনি; **উত**—পক্ষান্তরে; **জহাসি**—এক পাশে সরিয়ে রেখে; **তাম্**—তাঁকে (জড়া শক্তি); **অহিঃ**—সর্প; **ইব**—যেন; **ত্বচম্**—এর (পুরানো, পরিত্যক্ত) চামড়া, খোলস; **আত্তভগঃ**—সর্ব ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ; **মহসি**—আপনার দিব্য শক্তিতে; **মহীয়সে**—আপনি মহিমান্বিত; **অষ্টগুণিতে**—অষ্টবিধ; **অপরিমেয়**—অপরিমিত; **ভগঃ**—যাঁর মহত্ত্ব।

অনুবাদ

এই মায়াময় জড়া প্রকৃতি ক্ষুদ্র জীবকে তাকে আলিঙ্গন করতে আকৃষ্ট করে, এবং জীব তাই প্রকৃতির গুণের দ্বারা সৃষ্ট রূপ ধারণ করে। পরে সে তার সমস্ত দিব্য শক্তি হারিয়ে বারংবার মৃত্যু ভোগ করে। সাপের খোলস বদলের মতো একইভাবে অবিদ্যাকে ত্যাগ করতে হবে। আট প্রকার বিভূতিযুক্ত পরম ঐশ্বর্যপদে আসীন হয়ে আপনি অপরিমেয় ঐশ্বর্য ভোগ করছেন।

তাৎপর্য

গুণগতভাবে পরমেশ্বরের সমতুল্য হলেও শুদ্ধ আত্মা জীব মায়িক জগতের অজ্ঞতা দ্বারা আলিঙ্গনাবদ্ধ; তাই তার পতনের সম্ভাবনা আছে। মায়ার প্রলোভনের দ্বারা মোহাবিষ্ট হয়ে জীব এমন দেহ-ইন্দ্রিয়াদি পায় যা তার বিস্মৃতিকে বাড়িয়ে দেয়। মায়ার জড় বৃত্তি থেকে উৎপন্ন তিনটি গুণ হল সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এগুলি জীবাত্মাকে বিভিন্ন অসুখ, মৃত্যু ও পুনর্জন্ম দ্বারা আবৃত করে রাখে।

পরমাত্মা ও জীবাত্মা একই দিব্যভাব লাভ করে, কিন্তু পরমাত্মা তাঁর অতিক্ষুদ্র পার্ষদের মতো অজ্ঞতার জালে আবদ্ধ হন না। একটি ক্ষুদ্র গলিত তামার পিণ্ডের দীপ্তিকে ধোঁয়ার অন্ধকারে গ্রাস করে ফেলতে পারে, কিন্তু বিশাল সূর্যগোলক কখনও এই প্রকার গ্রহণের কবলে পড়ে না। *শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে* শ্রুতি ও বিদ্যার কথোপকথনের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে—

অস্যা আবরিকা-শক্তির্মহামায়াখিলেশ্বরী ।
যয়া মুহ্যং জগৎ সর্বং সর্বে দেহাভিমানিনঃ ॥

"মহামায়া হলেন মায়া থেকে উদ্ভূত আবৃতা শক্তি, সকল জড় বস্তুর নিয়ামক। গোটা দুনিয়া তাঁর দ্বারা অভিভূত, এবং এইভাবে সকল জীবই তার জড়দেহের সঙ্গে মিথ্যাভাবে সম্পর্ক স্থাপন করে।"

সাপ যেমন তার পুরানো খোলস পাল্টায়, কারণ জানে যে এটা তার দরকারী পরিচয় নয়, তেমনি পুরুষোত্তম ভগবানও সর্বদা তাঁর বহিরঙ্গা জড়া শক্তিকে এড়িয়ে চলেন। তাঁর অনিমা (অতি ক্ষুদ্র হওয়ার শক্তি) ও মহিমাদি (অতি বৃহৎ হওয়ার ক্ষমতা) অষ্টগুণিত অলৌকিক ঐশ্বর্যের কোন অপ্রাচুর্যতা বা সীমা নেই। সুতরাং, এই জড়জগতের অজ্ঞতার ছায়া তাঁর উজ্জ্বল দীপ্তিশীল অতুল রাজ্যে প্রবেশাধিকার পায় না।

চিন্ময় জীবনের উপলব্ধি যাদের ক্রমে জাগ্রত হচ্ছে তাদের জন্য উপনিষদসমূহ আত্মা বা ব্রহ্মের কথা পরমাত্মা ও জীবাত্মার খোলাখুলি পার্থক্য না করে মাঝে মাঝে বলে থাকেন। প্রায়ই তাঁরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই দ্বৈতবাদের বর্ণনা করেন—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে ।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্য
অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥

"সর্বদা সংযুক্ত সমান-স্বভাব দুটি পাখি (অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা) একই দেহবৃক্ষ আশ্রয় করে আছে। তাদের মধ্যে একটি (জীবাত্মা) বিচিত্র-স্বাদবিশিষ্ট সুখদুঃখরূপ কর্মফল ভোগ করে, অপরটি (পরমাত্মা) কিছুই ভোগ না করে কেবল সাক্ষীরূপে দেখেন।

"দুটি সঙ্গী পাখি একই অশ্বত্থ গাছে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের মধ্যে একটি সেই গাছের ফল আস্বাদন করছে, অন্যটি খাওয়া থেকে বিরত হয়ে তাঁর সঙ্গীকে পর্যবেক্ষণ করছেন।" (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৪/৬)। এই উপমায় পাখি দুটি হল জীবাত্মা ও পরমাত্মা, দেহ হল বৃক্ষ, এবং ফলের আস্বাদ হল বিভিন্ন প্রকার ইন্দ্রিয় সুখ।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলছেন—

নৃত্যন্তী তব বীক্ষণাঙ্গনগতা কালস্বভাবাদিভি-
র্ভাবান্ সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ানুন্মীলয়ন্তী বহূন্ ।

মামাক্রম্য পদা শিরস্যতিভরং সম্মর্দয়ন্ত্যাতুরম্
মায়া তে শরণং গতোঽস্মি নৃহরে ত্বমেব তাং বারয় ॥

"আপনার মায়ার ওপর দৃষ্টিক্ষেপের ফলে কাল ও জীবের জড় প্রবৃত্তিগুলি আপনার অঙ্গীভূত হয়েছে। তাঁর বদনমণ্ডলে এই দৃষ্টি নৃত্য করছে, এইভাবে বহুসংখ্যক সৃষ্টজীব জাগ্রত হয়ে সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের মাঝে জন্ম গ্রহণ করে। হে ভগবান নৃহরি, আপনার মায়াসঙ্গিনী তাঁর পদযুগল আমার মস্তকে স্থাপন করে দৃঢ়ভাবে চেপে রাখার ফলে আমার মহাদুঃখের সৃষ্টি হয়েছে। এখন আমি আপনার শরণাগত। কৃপা করে তাঁকে বিরত করুন।"

শ্লোক ৩৯

যদি ন সমুদ্ধরন্তি যতয়ো হৃদি কামজটা
দুরধিগমোঽসতাং হৃদি গতোঽস্মৃতকণ্ঠমণিঃ ।
অসুতৃপ্‌যোগিনামুভয়তোঽপ্যসুখং ভগবন্‌
অনপগতান্তকাদনধিরূঢ়পদাদ্ভবতঃ ॥ ৩৯ ॥

যদি—যদি; **ন সমুদ্ধরন্তি**—তাঁরা মূলোৎপাটন করে না; **যতয়ঃ**—যতিগণ; **হৃদি**—তাঁদের হৃদয়ে; **কাম**—জড় আকাঙ্ক্ষা; **জটাঃ**—চিহ্ন বা লক্ষণ; **দুরধিগমঃ**—উপলব্ধি করা অসম্ভব; **অসতাম্**—অপবিত্র; **হৃদি**—হৃদয়ে; **গতঃ**—প্রবেশ করে; **অস্মৃত**—বিস্মৃত; **কণ্ঠ**—কণ্ঠে; **মণিঃ**—মণি; **অসু**—(তাদের) প্রাণবায়ু; **তৃপ**—তৃপ্ত করা; **যোগিনাম্**—যোগসাধকদের জন্য; **উভয়তঃ**—উভয় (জগতে); **অপি**—ও; **অসুখম্**—অসন্তোষ; **ভগবান্**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **অনপগত**—দূর হয়নি; **অন্তকাৎ**—মৃত্যু থেকে; **অনধিরূঢ়**—অপ্রাপ্ত; **পদাৎ**—যাঁর রাজ্য; **ভবতঃ**—আপনার থেকে।

অনুবাদ

হে ভগবান! যে যতিগণ হৃদয়স্থিত কামের মূল অর্থাৎ বাসনাগুলিকে যদি উৎপাটিত না করে তবে সেই অসাধুদের হৃদয়স্থিত হলেও আপনি তাদের দুষ্প্রাপ্য হন। কোন ব্যক্তির কণ্ঠে মণি থাকলেও সেকথা তার বিস্মরণ হওয়ায় তার পক্ষে সেই মণি দুষ্প্রাপ্য হয়। সেইরকম আপনি তাদের সাক্ষাৎ অনুভূত হন না। ইন্দ্রিয় ভোগ-পরায়ণ যোগীদের ইহকাল ও পরকাল এই উভয়কালেই অসুখ অর্থাৎ ইহকালে মৃত্যু ভয় ও পরকালে আপনাকে অপ্রাপ্তি জন্য ভয় হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

ভগবানের রাজ্যে প্রবেশের জন্য শুধু আত্মত্যাগই যথেষ্ট নয়। স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় প্রকার আত্ম-ধ্বংসাত্মক ইন্দ্রিয় তর্পণে সম্পূর্ণ অনাগ্রহ হয়ে, অবশ্যই হৃদয়ের পূর্ণ পরিবর্তন সাধন করতে হবে। প্রকৃত ঋষিকে শুধু অবৈধ যৌন সঙ্গের চিন্তা, মাংসাহার, নেশা ও জুয়া থেকেই বিরত হলে চলবে না, তাঁকে অবশ্যই খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাও বর্জন করতে হবে। এই সকল আকাঙ্ক্ষা একত্রীভূত হয়ে একটা অদম্য স্পর্ধা সৃষ্টি করে, কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃতে প্রকৃত আত্মত্যাগের ফলে সারা জীবনের চেষ্টাকৃত ফল লাভ হয়।

মুণ্ডক উপনিষদে (৩/২/২) এই শ্লোকের বক্তব্য প্রতিপন্ন হয়েছে—*কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ স কামভির্জায়তে তত্র তত্র*। "একজন চিন্তাশীল আত্মত্যাগীরও যদি জাগতিক কামনা বাসনা থাকে, তবে সেই ব্যক্তি তার কর্মফলের দ্বারা বিভিন্ন পরিবেশের মাঝে বার বার জন্মগ্রহণ করতে বাধ্য হবে।" তত্ত্ববিদ্ দার্শনিক ও যোগিগণ জন্ম-মৃত্যু-চক্র থেকে মুক্তি পাবার জন্য কঠোর চেষ্টা করেন, তাঁরা তাঁদের গর্বিত স্বাধীনতা, তাঁদের ভক্তিশূন্য ভগবৎ চিন্তা পরমপুরুষের পায়ে অর্পণ করতে অনিচ্ছুক। আর সেই কারণেই তাঁদের পূর্ণ আত্মত্যাগ—বিশুদ্ধ ভগবৎ প্রেমে ঘাটতি দেখা দেয়। এই বিশুদ্ধ প্রেমই হল বৈষ্ণবদের জীবনের ঐকান্তিক লক্ষ্য। তাই তাঁদের সতর্কতার সঙ্গে আর্থিক লাভ, পূজা ও সম্মানের লোভকে দমন করতে হবে, এবং সকল আবেগকে নির্বিশেষ বিস্মৃতির মাঝে মিশিয়ে দিতে হবে। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে* (১/১/১১) উল্লেখ করেছেন—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্ ।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

"উত্তমা ভক্তি বর্ধিত হলে অবশ্যই সকল জড় বাসনা, জ্ঞান, অদ্বৈতবাদী দর্শন ও ফলপ্রসূ কর্মের বাসনা শূন্য হওয়া যায়। কৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে ভক্তকে অবিরাম অনুকূল কৃষ্ণ-সেবা করতে হবে।"

যারা ইন্দ্রিয় তুষ্টির জন্য কঠোর যোগ অনুশীলন করেন, তাঁদের দীর্ঘ প্রসারিত দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। ক্ষুধা, রোগ, বৃদ্ধবয়সের অধঃপতন, দুর্ঘটনাজনিত আঘাত, অপরের হিংস্রতা—সীমাহীন দুঃখের মাঝে এই জগতের বিভিন্ন স্তরে মানুষ এইকটি কষ্ট লাভ করে। এবং পরিশেষে পাপের বেদনাদায়ক শাস্তিরূপে মৃত্যু অপেক্ষা করে থাকে। বিশেষত যারা অন্যের জীবনের বিনিময়ে অবাধে ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রশ্রয় দেয়, তারা এমন কঠোর শাস্তি আশা করতে পারে যা তাদের কল্পনারও অতীত। কিন্তু জড় অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় দুঃখ এই জীবনের দুর্ভাগ্য নয়, বা মৃত্যুর পর

নরকে প্রেরণ নয়—দুর্ভাগ্য হল পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের নিত্য সম্পর্ককে ভুলে যাওয়ার শূন্যতা।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলছেন—

দম্ভ-ন্যাসমিষেণ বঞ্চিতজনং ভোগৈক চিন্তাতুরং
সম্মুহ্যন্তমহর্নিশং বিরচিতোদ্‌যোগক্রমৈরাকুলম্ ।
আজ্ঞালঙ্ঘিনমজ্ঞমজ্ঞজনতাসম্মাননাসম্মদং
দীনানাথদয়ানিধান পরমানন্দ প্রভো পাহি মাম্ ॥

"যে ভণ্ড কপটাচারী আত্মত্যাগের ভান করে নিজেকে প্রবঞ্চনা করে সে শুধু ইন্দ্রিয়তর্পণ সুখের কথাই ভাবে এবং ফলে অবিরাম দুঃখ ভোগ করে। দিনরাত বিভোর থেকে নিজের জন্য নিঃশেষিত প্রচেষ্টায় সে নানা ফন্দি আঁটার কাজে মগ্ন থাকে। এই মূর্খ আপনার আইন অমান্য করে অপর মূর্খের কাছ থেকে শ্রদ্ধা পাবার লোভে কলুষিত হয়। হে পতিতের রক্ষক, হে করুণাদাতৃ, হে পরমানন্দময় প্রভু, কৃপা করে সেই মূর্খ নর আমাকে উদ্ধার করুন।

শ্লোক ৪০

ত্বদবগমী ন বেত্তি ভবদুত্থশুভাশুভয়োর্
গুণবিগুণান্বয়াংস্তর্হি দেহভৃতাং চ গিরঃ ।
অনুযুগমন্বহং সগুণ গীতপরম্পরয়া
শ্রবণভৃতো যতস্ত্বমপবর্গগতির্মনুজৈঃ ॥ ৪০ ॥

ত্বৎ—আপনাতে; **অবগমী**—মগ্নচিত্ত; **ন বেত্তি**—শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না; **ভবৎ**—আপনার কাছ থেকে; **উত্থ**—উত্থিত; **শুভ-অশুভয়োঃ**—শুভ-অশুভের; **গুণ-বিগুণ**—ভাল-মন্দের; **অন্বয়ান্**—(গুণ-দোষ) সম্বন্ধীয়; **তর্হি**—ফলে; **দেহ-ভৃতাম্**—দেহাভিমানিগণের; **চ**—ও; **গিরঃ**—কথা; **অনু-যুগম্**—যুগে যুগে; **অনু-অহম্**—প্রতিদিন; **স-গুণ**—গুণসূচক আপনার; **গীত**—গীত; **পরম্পরয়া**—পরম্পরাগত ভাবে; **শ্রবণ**—শ্রবণের মাধ্যমে; **ভৃতঃ**—ধারণ; **যতঃ**—এই কারণে; **ত্বম্**—আপনি; **অপবর্গ**—মুক্তির; **গতিঃ**—চূড়ান্ত লক্ষ্য; **মনুজৈঃ**—মানবজাতির দ্বারা (মনুর উত্তরপুরুষগণের দ্বারা)।

অনুবাদ

হে ষড়ৈশ্বর্যশালি, আপনার সম্বন্ধে উপলব্ধি হলে অতীতের পাপ ও পুণ্য কর্মের ফলে উদ্ভূত সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে আর কোন চিন্তা থাকে না, কেননা আপনিই তখন এই সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। সাধারণ জীব

তার নিজের সম্বন্ধে যা বলে থাকে এইরূপ বোদ্ধাভক্তও তার অবমাননা করেন না। মনুর উত্তরাধিকারিগণের দ্বারা যুগে যুগে আপনার গুণ কীর্তনকারী ব্যক্তিগণের কাছ থেকে আপনার মহিমা শ্রবণ করার ফলে আপনি তাদের অন্তিম আশ্রয় স্থল বা মুক্তিরূপে পরিগণিত হন।

তাৎপর্য

৩৯ নং শ্লোকে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে নির্বিশেষবাদী আত্মত্যাগিগণ বার বার জন্ম গ্রহণের দুর্ভোগ ভোগ করে থাকেন। এই দুঃখভোগ যদি যুক্তিযুক্ত হয় তবে আত্মত্যাগীর পদমর্যাদার ফলে তার কষ্টের রেহাই হবে। তাতে তার ভক্তিপূর্ণ মনোভাব আছে কি নেই এই প্রশ্ন হতে পারে। যেহেতু *শ্রুতিমন্ত্রে* বলা হয়েছে, *এষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য ন কর্মণা বর্ধতে নো কনীয়ান্*— "ব্রাহ্মণের এই নিত্য মহিমা কর্মের দ্বারা বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় না।" (*বৃহদারণ্যক উপনিষদ* ৪/৪/২৮) এই প্রতিবাদের মোকাবিলা করতে মূর্ত বেদসমূহের এটাই প্রার্থনা।

নির্বিশেষ জ্ঞানী ও যোগিগণ কর্মফল থেকে পূর্ণ মুক্তির উপযুক্ত নয়—যে সকল শুদ্ধ ভক্ত অবিরাম পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধীয় জপ-কীর্তন শ্রবণে রত এ-সুবিধা শুধু তাঁদের জন্য সংরক্ষিত। ভক্তগণ তাঁদের অকরুণ কৃষ্ণভাবনামৃতের দ্বারা পরমেশ্বরের শ্রীপাদপদ্ম দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছেন, এবং তাই তাঁদের বেদের শাস্ত্রীয় আদেশ ও নিষেধ দৃঢ়ভাবে অনুসরণের প্রয়োজন হয় না। ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই তাঁরা শুধু কাজ করেন এবং নির্ভীক চিত্তে তাঁরা কর্মের আপাত সুফল ও কুফলকে অবজ্ঞা করতে পারেন, এবং তাঁদের প্রতি অন্যের প্রশংসা বা নিন্দাকেও তাঁরা একইভাবে অবজ্ঞা করতে পারেন। একজন বিনীত বৈষ্ণব ভগবানের মহিমা কীর্তনের আনন্দে মগ্ন থাকেন। আত্ম প্রশংসায় তিনি কর্ণপাত করেন না, এটাকে তিনি ভুল বলে মনে করেন, এবং সকল সমালোচনাকেই তিনি সানন্দে গ্রহণ করেন,—এগুলিই তাঁর কাছে ঠিক বলে বিবেচিত।

যুগে যুগে সাধু বৈষ্ণবগণের শিষ্য পরম্পরায়, "মনুর পুত্রগণের" কাছ থেকে ভগবানের মহিমা কীর্তন শ্রবণের দ্বারা শুদ্ধ জপকীর্তন লাভ করা যায়। এই সকল মুনিগণ মানবজাতির পূর্বসূরি, স্বায়ম্ভুব মনুর উদাহরণকে ছাপিয়ে যেতে চেষ্টা করেন।

অযাতযামাস্তস্যাসন্ যামাঃ স্বান্তরযাপনাঃ ।
শৃণ্বতো ধ্যায়তো বিষ্ণোঃ কুর্বতো ব্রুবতঃ কথাঃ ॥

"তার ফলে, যদিও ধীরে ধীরে এক মন্বন্তর-ব্যাপী তাঁর দীর্ঘ আয়ু সমাপ্ত হয়ে এসেছিল, তবুও ক্ষণিকের জন্যও তার ব্যর্থ অপচয় হয়নি, কেননা তিনি সর্বদা ভগবানের লীলা শ্রবণ, মনন, লেখন এবং কীর্তনে মগ্ন ছিলেন।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৩/২২/৩৫)

একজন নব দীক্ষিত ভক্ত তার অতীত কদভ্যাসের ফলে সঠিক আচরণচ্যুত হলেও সর্বকরুণাময় ভগবান তাকে প্রত্যাখ্যান করেন না। যেহেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

তৈরহং পূজনীয়ো বৈ ভদ্রকৃষ্ণনিবাসিভিঃ ।
তদ্ধর্মগতিহীনা যে তস্যাং ময়ি পরায়ণাঃ ॥
কলিনাগ্রসিতা যে বৈ তেষাং তস্যামবস্থিতিঃ ।
যথা ত্বং সহ পুত্রৈশ্চ যথা রুদ্রো গণৈঃ সহ ।
যথা শ্রীয়াভিযুক্তোঽহং তথা ভক্তো মম প্রিয়ঃ ॥

"ভদ্রকৃষ্ণ (মথুরা জেলা) নিবাসীগণ সকলের আমিই উপাস্য। তীর্থক্ষেত্রে বাসকারী ব্যক্তির যেরূপ ধর্মাচরণ করা উচিত, সেরূপ ধর্মাচরণে অসমর্থ হলেও সেই স্থানে বসবাসের গুণেই সে আমার ভক্ত হবে। এমন কি কলির (বর্তমান কলহের যুগ) কবলে পড়লেও সেই স্থানে বাস করার জন্যই তারা কৃতিত্ব পাবে। মথুরা নিবাসী আমার ভক্ত ব্রহ্মা ও তাঁর পুত্রগণের মতো—রুদ্র ও তাঁর অনুগামীদের মতো লক্ষ্মী ও স্বয়ং আমার মতোই আমার প্রিয়।" (*গোপাল তাপনী উপনিষদ*)

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলছেন—

অবগমং তব মে দিশা মাধব
স্ফুরতি যন্ ন সুখাসুখসংগমঃ ।
শ্রবণবর্ণন-ভাবমথাপি বা
ন হি ভবামি যথা বিধিকিঙ্করঃ ॥

"হে মাধব, কৃপা করে আপনাকে উপলব্ধি করতে দিন, যাতে আমি আর জাগতিক সুখ-দুঃখে ব্যাপৃত না থাকি। অথবা আপনার কথা শ্রবণ-কীর্তনে আমার যেন রুচি হয়। এইভাবে আমি আর শাস্ত্রীয় অনুশাসনের দাস হয়ে, থাকব না।"

শ্লোক ৪১

দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া
ত্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া ননু সাবরণাঃ ।
খ ইব রজাংসি বান্তি বয়সা সহ যচ্ছ্রুতয়-
স্ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ ॥ ৪১ ॥

দ্যু—স্বর্গ; **পতয়ঃ**—অধিপতিগণ; **এব** —ও; **তে**—আপনার; **ন যযুঃ**—অবগত হননি; **অন্তম্**—অন্ত; **অনন্ততয়া**—অনন্তত্ব হেতু; **ত্বম্**—আপনি; **অপি**—ও; **যৎ**—

যাদের; **অন্তর**—মধ্যে; **অণ্ড**—ব্রহ্মাণ্ডের; **নিচয়াঃ**—সমূহ; **ননু**—নিশ্চিতই; **স**—সহ; **আবরণাঃ**—তাদের বাহ্যিক আবরণ; **খে**—আকাশে; **ইব**—মতো; **রজাংসি**—ধূলিকণা; **বান্তি**—পরিভ্রমণ করে; **বয়সা সহ**—কালচক্রের সঙ্গে; **যৎ**—কারণ; **শ্রুতয়ঃ**—শ্রুতিগণ; **ত্বয়ি**—আপনার মধ্যে; **হি**—অবশ্যই; **ফলন্তি**—ফলপ্রসূ হয়; **অতৎ**—পরমপুরুষ থেকে পৃথক বস্তুর; **নিরসনেন**—লয়ের দ্বারা; **ভবৎ**—আপনার মধ্যে; **নিধনাঃ**—যাদের শেষ সিদ্ধান্ত।

অনুবাদ

যেহেতু আপনি অসীম, তাই স্বর্গের দেবগণ বা আপনি স্বয়ং কেউ আপনার মহিমার অন্ত পায় না। আবরণে আবৃত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আকাশে ধূলিকণার ন্যায় কালচক্রের দ্বারা আপনার মধ্যে পরিভ্রমণ করতে বাধ্য হচ্ছে। ভগবান ভিন্ন সব কিছুরই আপনার মধ্যে লয় পাওয়ার পদ্ধতি অনুসরণ করে শ্রুতিগণ তাঁদের শেষ সিদ্ধান্তরূপে আপনার প্রকাশে সফল হয়।

তাৎপর্য

এখন, মূর্ত *বেদসমূহ* তাঁদের অন্তিম প্রার্থনায় সিদ্ধান্ত করেছেন যে, সকল শ্রুতি তাঁদের বিভিন্ন আক্ষরিক ও রূপকাত্মক প্রসঙ্গাদির দ্বারা পরিশেষে পরমেশ্বর ভগবানের পরিচয়, ব্যক্তিগত গুণাবলী ও শক্তির বর্ণনা করছেন। *উপনিষদসমূহে* ভগবানের অনন্ত মহিমা কীর্তিত হয়েছে—*যদূর্ধ্বং গার্গি দিবো যদর্বাক্ পৃথিব্যা যৎ অন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে যদ্ভূতং চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ।* "হে প্রিয় গার্গিতনয়া, তাঁর মহত্ব দ্যুলোকের ঊর্ধ্বে, পৃথিবীর নিম্নে, এই দ্যুলোক ও পৃথিবীর মধ্যে, অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে অথবা ভবিষ্যতেও থাকবে।" (*বৃহদারণ্যক উপনিষদ* ৩/৮/৪)।

শ্রুতিগণের দ্বারা শেষ প্রার্থনাটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নিম্নে উল্লিখিত ভগবান নারায়ণ ও মূর্ত *বেদসমূহের* মধ্যে কথোপকথনের উত্থাপন করেছেন—বেদসমূহের কথা, "ভগবান ব্রহ্মা এবং স্বর্গলোকের অন্যান্য গ্রহগুলির শাসকগণ এখনও আপনার মহিমার শেষ প্রান্তে পৌঁছাতে পারেননি। তাহলে কি করতে পারি আমরা, যেহেতু এই মহান দেবতাগণের তুলনায় আমরা অতি তুচ্ছ?"

ভগবান শ্রীনারায়ণ উত্তর করলেন, "না, তা নয়, আপনারা শ্রুতিগণ ব্রহ্মাণ্ড শাসনকারী দেবতাদের থেকে মহত্তর দৃষ্টির অধিকারী। আপনারা এখন থেমে না গেলে আমার মহিমার শেষ প্রান্তে পৌঁছাতে সক্ষম হবেন।"

"কিন্তু আপনিও যদি আপনার নিজের সীমা দেখতে না পান!

"তাই যদি হয়, তবে আপনারা যে আমাকে সর্ব দ্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান বলেন, তার দ্বারা কি বোঝাতে চান?"

"আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে আপনি অসীম-অনন্ত বলে আপনার এই সকল বৈশিষ্ট্য আছে। খরগোশের শিং-এর মতো যার কোন অস্তিত্ব নেই, সে সম্বন্ধে কেউ যদি অজ্ঞ হয়, তবে সেটা তার সর্বদ্রষ্টার ক্ষমতাকে খর্ব করতে পারে না, এবং কেউ যদি এইরূপ অনস্তিত্ব দেখতে ব্যর্থ হয় তবে সেটা তার সর্বশক্তিকেও সীমাবদ্ধ করে না। আপনি এত ব্যাপক ও বিশাল যে বহু বহু সংখ্যক ব্রহ্মাণ্ড আপনার ভিতর ভেসে বেড়ায়। প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ড জড় উপাদানে তৈরি সাতটি আবরণ দ্বারা পরিবেষ্টিত, এবং প্রতিটি সমকেন্দ্রিক আবরণ এর ভিতরের আবরণ থেকে দশগুণ বড়। আমরা কখনও আপনার সম্বন্ধে সত্যের পূর্ণ বর্ণনা করতে না পারলেও, আপনিই বেদের প্রকৃত আলোচ্য বিষয় এই ঘোষণার দ্বারা আমরা আমাদের অস্তিত্বকে নিখুঁত করি।"

"কিন্তু কেন আপনাকে অসন্তুষ্ট মনে হচ্ছে?"

"কারণ বেদে শ্রীল ব্যাসদেব ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের দিব্য অস্তিত্বের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করেছেন। যখন তিনি পরমপুরুষের বিস্তৃত বর্ণনার প্রয়োজন দেখলেন তখন তিনি তৎ-রূপে পরিচিত পরমপুরুষের নির্বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ব্রহ্ম-বিষয়ে নিবদ্ধ করতে চাইলেন। তিনি ভিন্ন সবকিছুকেই অস্বীকার করে ব্রহ্মের ব্যাখ্যা করলেন। যেমন, জমিতে সিন্ধুক ভর্তি মণি হঠাৎ করে ছড়িয়ে পড়লে অবাঞ্ছিত পাথর, ছোট ডালপালা এবং আবর্জনা সরিয়ে তবে সেই মণিগুলি কুড়ানো যাবে, তেমনই মায়ার দৃশ্যমান জগৎ ও তার সৃষ্টি পরমতত্ত্ব বর্জন পদ্ধতির দ্বারা লাভ করা যেতে পারে। যেহেতু আমরা বেদসমূহ এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিটি জীব, তার গুণ ও গতি কালের প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত প্রতিটি জড়-বিভাগ পর পর উল্লেখ করতে পারি না, এবং যেহেতু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান সম্বন্ধে সত্য এখনও অস্পর্শিত থেকে যাবে। এমন কি আমরা যদি সব কিছুরই বর্ণনা করে পরে সেগুলিকে অগ্রাহ্য করি, তবে এইরূপ পর্যবেক্ষণের দ্বারা আমরা কখনই আপনার নিকট পৌঁছাতে পারব বলে আশা করতে পারি না। শুধু আপনার করুণার বলে আমরা অতি দুর্গম ভগবৎ তত্ত্ব আপনার সমীপবর্তী হওয়ার কিছু চেষ্টা করতে পারি মাত্র।

শ্রুতির অনেক বিবৃতি আছে যা কিনা *অতন্নিরসনম্*, নিকৃষ্ট থেকে সর্বোৎকৃষ্টের পৃথকীকরণের পদ্ধতির কাজ চালায়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় *বৃহদারণ্যক উপনিষদে* ৩/৮/৮) উল্লেখ আছে—

অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্ অলোহিতম্ অস্নেহম্
অচ্ছায়ম্ অতমোঽবায়ু অনাকাশম্ অসঙ্গম্ অরসম্ ।
অগন্ধম্ অচক্ষুষ্কম্ অশ্রোত্রম্ অগমনোঽতেজস্কম্
অপ্রাণম্-অমুখম্ অমাত্রম্ অনন্তরম্ অবাহ্যম্ ॥

"তিনি স্থূল নহেন, তিনি হ্রস্ব, দীর্ঘ বা লোহিত নহেন; তিনি স্নেহবস্তু নহেন, ছায়া নহেন, অন্ধকার, কি বায়ু বা আকাশও নহেন; তিনি অসঙ্গ, অ-রস, অ-চক্ষু, অ-কর্ণ; তিনি বাক্-ইন্দ্রিয়-বিহীন, মনোবিহীন, তেজোরহিত, প্রাণরহিত, মুখরহিত; তিনি অপরিমেয়, অন্তররহিত, বাহ্যরহিত।" *কেন উপনিষদে* (৩) বলা হয়েছে *অন্যদেব তদ্‌বিদিতাদথো অবিদিতাদধি*—"এই ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় দ্বারা বিদিত এবং অবিদিত বস্তু থেকে স্বতন্ত্র।" আবার *কঠ উপনিষদে* (২/১৪) বলা হয়েছে, *অন্যত্র ধর্মাদন্যত্রাধর্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ*। "ব্রহ্ম ধর্মের অতীত, অধর্মের অতীত, এই দৃশ্যমান কার্যকারণের অতীত।"

ভাষাবিদ্যা ও ন্যায়শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে অস্বীকৃতি সীমাহীন হতে পারে না —কিছু স্পষ্টতার মধ্যে এটাই একটা অস্বীকৃতি। বেদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ *অতন্নিরসনম্*, তাদের কোন জড় অস্বীকৃতিও সম্পূর্ণ বাস্তব, তারই প্রতিমূর্তি হলেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলছেন—

দ্যুপতয়ো বিদুরন্তম্ অনন্ত তে
ন চ ভবান্ ন গিরঃ শ্রুতি-মৌলয়ঃ ।
ত্বয়ি ফলন্তি যতো নম ইত্যতো
জয় জয়েতি ভজে তব তৎ-পদম্ ॥

"হে অনন্ত, স্বর্গের দেবতাগণ আপনার সীমা সম্বন্ধে অবগত নন, এমন কি আপনিও আপনার সীমা সম্বন্ধে অজ্ঞ। সর্বোচ্চ *শ্রুতিসমূহের* অপার্থিব বাণী আপনার প্রকাশে ফলপ্রসূ হয়, সেজন্য আপনাকে আমি প্রণতি জ্ঞাপন করছি। এইভাবে পরমতত্ত্বরূপে এই বলে আপনার আরাধনা করি, 'আপনার জয় হোক! আপনার জয় হোক!' "

শ্লোক ৪২

শ্রীভগবানুবাচ

ইত্যেতদ্ ব্রহ্মণঃ পুত্রা আশ্রুত্যাত্মানুশাসনম্ ।
সনন্দনমথার্চুঃ সিদ্ধা জ্ঞাত্বাত্মনো গতিম্ ॥ ৪২ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—শ্রীভগবান (শ্রীনারায়ণ ঋষি) বললেন; **ইতি**—এইরূপে; **এতৎ**—এই; **ব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মার; **পুত্রাঃ**—পুত্রগণ; **আশ্রুত্য**—শুনে; **আত্ম**—নিজের সম্বন্ধে; **অনুশাসনম্**—নির্দেশ; **সনন্দনম্**—সনন্দ ঋষি; **অথ**—তারপর; **আর্চুঃ**—তারা অর্চনা করলেন; **সিদ্ধাঃ**—সম্পূর্ণরূপে তুষ্ট; **জ্ঞাত্বা**—জেনে; **আত্মনঃ**—তাদের নিজেদের; **গতিম্**—চূড়ান্ত লক্ষ্যস্থল।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীনারায়ণ ঋষি বললেন—পরম পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে এই সকল নির্দেশ শ্রবণ করে ব্রহ্মার পুত্রগণ তাঁদের পরম লক্ষ্য উপলব্ধি করলেন। তাঁরা সম্পূর্ণ তুষ্ট হয়ে সনন্দকে শ্রদ্ধা সহকারে পূজা করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী বলছেন জীবাত্মা ও সকল জীবের মূলের সঙ্গে সম্পর্কিত জীব—এই উভয়ের কল্যাণের জন্য নির্দেশাবলীরূপে *আত্মানুশাসনম্*-কে বুঝতে হবে। তেমনই, *আত্মনো গতিম্*-এর অর্থ জীবাত্মার লক্ষ্যস্থল এবং পরমাত্মার নিকট পৌঁছানোর উপায়—এই উভয়কেই বোঝায়। এইরূপে অষ্টাবিংশতি *বেদস্তব* শ্রবণের দ্বারা, যা কিনা এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে কথিত *ব্রহ্মোপনিষৎ*-এর বিশদ ব্যাখ্যার সমন্বয়ে গঠিত, ব্রহ্মলোকে সম্মিলিত ঋষিগণ ভগবানের বিশুদ্ধ প্রেমের লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে বিরাট উন্নতি করেছেন।

শ্লোক ৪৩

ইত্যশেষসমাম্নায়পুরাণোপনিষদ্রসঃ ।
সমুদ্ধৃতঃ পূর্বজাতৈর্ব্যোমযানৈর্মহাত্মভিঃ ॥ ৪৩ ॥

ইতি—এইরূপে; **অশেষ**—সকলের; **সমাম্নায়**—বেদসমূহ; **পুরাণ**—পুরাণসমূহের; **উপনিষৎ**—গোপন রহস্যের তাৎপর্যভূত; **রসঃ**—অমৃত; **সমুদ্ধৃতঃ**—সংগৃহীত; **পূর্ব**—দূরের অতীতে; **জাতৈঃ**—জাতকদের দ্বারা; **ব্যোম**—আকাশ মণ্ডলে; **যানৈঃ**—যানে করে; **মহা-আত্মভিঃ**—সাধু ব্যক্তিগণ।

অনুবাদ

এইরূপে আকাশচারী প্রাচীন মুনিগণ নিখিল বেদ ও পুরাণসমূহের গোপন রহস্যের তাৎপর্যভূত আত্মজ্ঞান সংগ্রহ করেছেন।

শ্লোক ৪৪

ত্বং চৈতদ্ ব্রহ্মদায়াদ শ্রদ্ধয়াত্মানুশাসনম্ ।
ধারয়ংশ্চর গাং কামং কামানাং ভর্জনং নৃণাম্ ॥ ৪৪ ॥

ত্বম্—তুমি; **চ**—এবং; **এতৎ**—এই; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্মার; **দায়াদ**—হে উত্তরাধিকারি (নারদ); **শ্রদ্ধয়া**—বিশ্বাসের (শ্রদ্ধার) সঙ্গে; **আত্ম-অনুশাসনম্**—পরমাত্ম উপদেশ; **ধারয়ন্**—ধারণপূর্বক; **চর**—বিচরণ কর; **গাম্**—পৃথিবী; **কামম্**—যেরূপ কামনা কর; **কামানাম্**—জড় কামনাসমূহ; **ভর্জনম্**—যা দহন করে; **নৃণাম্**—মনুষ্যগণের।

অনুবাদ

হে ব্রহ্মার প্রিয় পুত্র নারদ, তুমিও ভক্তির সঙ্গে মানুষের বিষয় বিরাগ বিনাশকারী এই পরমাত্ম উপদেশ ধারণপূর্বক স্বেচ্ছায় পৃথিবীতে বিচরণ কর।

তাৎপর্য

"হে ব্রহ্মা-পুত্র নারদ, শ্রীনারায়ণ ঋষির কাছে এই পরমাত্ম-উপদেশ শুনলেন। এই গুণপূর্ণ আখ্যা *ব্রহ্ম-দায়াদের* আরও অর্থ হল যে শ্রীনারদ তাঁর জন্মগত অধিকারের ন্যায় যেন অনায়াসে ব্রহ্মাকে লাভ করলেন।

শ্লোক ৪৫

শ্রীশুক উবাচ

এবং স ঋষিণাদিষ্টং গৃহীত্বা শ্রদ্ধয়াত্মবান্ ।
পূর্ণঃ শ্রুতধরো রাজন্নাহ বীরব্রতো মুনিঃ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **সঃ**—তিনি (নারদ); **ঋষিণা**—ঋষির দ্বারা (শ্রীনারায়ণ ঋষি); **আদিষ্টম্**—আদিষ্ট; **গৃহীত্বা**—গ্রহণ করে; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধার সঙ্গে; **আত্মবান্**—আত্ম-অবগত; **পূর্ণঃ**—সকল উদ্দেশ্যে সফল; **শ্রুত**—তাঁর শ্রুত বিষয়ের ওপর; **ধরঃ**—ধারণপূর্বক; **রাজন্**—হে রাজা (পরীক্ষিৎ); **আহ**—বললেন; **বীর**—বীর ক্ষত্রিয়ের ন্যায়; **ব্রতঃ**—যাঁর ব্রত; **মুনিঃ**—মুনি।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে যখন শ্রীনারায়ণ ঋষি তাঁকে আদেশ করলেন, তখন সেই আত্ম-অবগত, বীরব্রত নারদমুনি দৃঢ় বিশ্বাসে তাঁর আদেশ গ্রহণ করলেন। হে রাজন্, সকল বিষয়ে কৃতকৃত্য মুনি তখন তাঁর শ্রুত বিষয়ে চিন্তা করে উত্তর করলেন।

শ্লোক ৪৬

শ্রীনারদ উবাচ

নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়ামলকীর্তয়ে ।
যো ধত্তে সর্বভূতানামভবায়োশতীঃ কলাঃ ॥ ৪৬ ॥

শ্রীনারদঃ উবাচ—শ্রীনারদ বললেন; **নমঃ**—নমস্কার; **তস্মৈ**—তাঁকে; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবান; **কৃষ্ণায়**—শ্রীকৃষ্ণকে; **অমল**—নিষ্কলঙ্ক; **কীর্তয়ে**—যাঁর কীর্তি; **যঃ**

—যিনি; **ধত্তে**—ধারণ করেন; **সর্ব**—সর্বভূতের; **ভূতানাম্**—জীবসকলের; **অভবায়**—মুক্তির জন্য; **উশতীঃ**—সর্বাকর্ষক; **কলাঃ**—রূপসমূহ।

অনুবাদ

শ্রীনারদ বললেন—যিনি সর্বভূতের সংসার মুক্তির জন্য সর্বাকর্ষক রূপসমূহ ধারণ করেন, সেই নিষ্কলঙ্ক পুণ্যশ্লোক ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী মন্তব্য করছেন যে *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণী (১/৩/২৮) অনুসারে নারদের শ্রীনারায়ণ ঋষিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতাররূপে সম্বোধন সম্পূর্ণ সঠিক।

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ।

"পূর্বে উল্লিখিত এই সমস্ত অবতারেরা (নারায়ণ ঋষি সহ) হচ্ছেন ভগবানের অংশ অথবা কলা অবতার, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং।"

এই শ্লোকের ওপর শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মন্তব্য এই যে ভগবান শ্রীনারায়ণ ঋষি নারদকে বলছেন, "তোমার গুরু স্বয়ং আমি তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকতেও কেন তুমি শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করছ?" নারদ এই বলে তাঁর কাজের ব্যাখ্যা করলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সংসারবদ্ধ জীবের মুক্তির জন্য শ্রীনারায়ণ ঋষির মতো সর্বাকর্ষক রূপ ধারণ করেছেন। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম জানিয়ে নারদ শ্রীনারায়ণ ঋষি এবং ভগবানের অন্য সকল অবতারকেও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন।

নারদের এই প্রার্থনা *বেদস্তুতি* থেকে নিষ্কশিত প্রয়োজনীয় অমৃত বিশেষ, যা কিনা বেদ পুরাণের অমৃত সিন্ধু মন্থন করে পাওয়া গেছে। *গোপাল-তাপনী উপনিষদের* (পূর্ব ৫০) সুপারিশ, *তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েৎ তং রসয়েৎ তং ভজয়েৎ তং যজেদিতি।* ও তৎ সৎ ঃ "সুতরাং কৃষ্ণ হলেন পরম পুরুষ ভগবান। তাঁর ধ্যান করতে হবে, তাঁর সঙ্গে প্রেমের পারস্পরিক বিনিময়ের রস আস্বাদ করতে হবে, তাঁকে পূজা করতে হবে এবং তাঁকে মহত্তর কিছু উৎসর্গ করতে হবে।"

শ্লোক ৪৭

ইত্যাদ্যমৃষিমানম্য তচ্ছিষ্যাংশ্চ মহাত্মনঃ ।
ততোঽগাদাশ্রমং সাক্ষাৎপিতুর্দ্বৈপায়নস্য মে ॥ ৪৭ ॥

ইতি—এইরূপ বলে; **আদ্যম্**—সর্বাগ্রবর্তী; **ঋষিম্**—ঋষিকে (নারায়ণ ঋষি); **আনম্য**—প্রণাম করে; **তৎ**—তাঁর; **শিষ্যান্**—শিষ্যদেরকে; **চ**—এবং; **মহা-আত্মনঃ**

—মাহাত্মাগণ; **ততঃ**—সেখান থেকে (নারায়ণাশ্রম); **অগাৎ**—চলে যান; **আশ্রমম্**—আশ্রমে; **সাক্ষাৎ**—সরাসরি; **পিতুঃ**—পিতার; **দ্বৈপায়নস্য**—দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের; **মে**—আমার।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী বলতে থাকলেন—] এই কথা বলার পর, নারদ শ্রীনারায়ণ ঋষি এবং তাঁর সাধুতুল্য শিষ্যগণকে প্রণাম করলেন। তারপর তিনি আমার পিতা দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের আশ্রমে ফিরে গেলেন।

শ্লোক ৪৮

সভাজিতো ভগবতা কৃতাসনপরিগ্রহঃ ।
তস্মৈ তদ্বর্ণয়ামাস নারায়ণমুখাচ্ছ্রুতম্ ॥ ৪৮ ॥

সভাজিতঃ—সম্মানিত; **ভগবতা**—ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার (ব্যাসদেব); **কৃতঃ**—সম্পাদন করে; **আসন**—আসন; **পরিগ্রহঃ**—পরিগ্রহণ; **তস্মৈ**—তাঁকে; **তৎ**—তা; **বর্ণয়ামাস**—বর্ণনা করলেন; **নারায়ণ-মুখাৎ**—শ্রীনারায়ণ ঋষির মুখ থেকে; **শ্রুতম্**—যা তিনি শুনলেন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের অবতার শ্রীব্যাসদেব শ্রদ্ধা সহকারে নারদ মুনিকে সংবর্ধনা জানিয়ে বসার আসন দিলে মুনি তা গ্রহণ করলেন। তারপর নারদ মুনি শ্রীনারায়ণ ঋষির মুখ থেকে যা শুনেছিলেন ব্যাসদেবকে তা বর্ণনা করলেন।

শ্লোক ৪৯

ইত্যেতদ্বর্ণিতং রাজন্ যন্নঃ প্রশ্নঃ কৃতস্ত্বয়া ।
যথা ব্রহ্মণ্যনির্দেশ্যে নির্গুণেঽপি মনশ্চরেৎ ॥ ৪৯ ॥

ইতি—এইরূপে; **এতৎ**—এই; **বর্ণিতম্**—বর্ণিত; **রাজন্**—হে রাজা (পরীক্ষিৎ); **যৎ**—যা; **নঃ**—আমাদেরকে; **প্রশ্নঃ**—প্রশ্ন; **কৃতঃ**—সৃষ্ট; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **যথা**—কিরূপে; **ব্রহ্মণি**—পরম ব্রহ্মে; **আনির্দেশ্যে**—যা কথায় বর্ণনা করা যায় না; **নির্গুণে**—যার কোন জড় গুণ নেই; **অপি**—ও; **মনঃ**—মন; **চরেৎ**—প্রবেশ করে।

অনুবাদ

"হে রাজন্, এইরূপে জাগতিক ভাষায় অবর্ণনীয় নির্গুণ ব্রহ্মে কি রূপে মন প্রবেশ করে, এ বিষয়ে তুমি যে প্রশ্ন করেছিলে তার উত্তর আমি দিয়েছি।

শ্লোক ৫০

যোঽস্যোৎপ্রেক্ষক আদিমধ্যনিধনে যোঽব্যক্তজীবেশ্বরো
যঃ সৃষ্ট্বেদমনুপ্রবিশ্য ঋষিণা চক্রে পুরঃ শাস্তি তাঃ ।
যং সম্পদ্য জহাত্যজামনুশয়ী সুপ্তঃ কুলায়ং যথা
তং কৈবল্যনিরস্তযোনিমভয়ং ধ্যায়েদজস্রং হরিম্ ॥ ৫০ ॥

যঃ—যিনি; **অস্য**—এই (ব্রহ্মাণ্ড); **উৎপ্রেক্ষকঃ**—পর্যবেক্ষণ করেন; **আদি**—আদি; **মধ্য**—মধ্য; **নিধনে**—অন্ত; **যঃ**—যিনি; **অব্যক্ত**—অপ্রকাশিত (জড়াপ্রকৃতি); **জীব**—জীবের; **ঈশ্বরঃ**—প্রভু; **যঃ**—যিনি; **সৃষ্ট্বা**—সৃষ্টি করে পাঠিয়ে; **ইদম্**—এই (বিশ্ব); **অনুপ্রবিশ্য**—প্রবেশ করে; **ঋষিণা**—জীবাত্মার সঙ্গে; **চক্রে**—সম্পাদন করলেন; **পুরঃ**—শরীরসমূহ; **শাস্তি**—নিয়ন্ত্রিত করে; **তাঃ**—সেগুলিকে; **যম্**—যাঁকে; **সম্পদ্য**—শরণের দ্বারা; **জহাতি**—ত্যাগ করেন; **অজাম্**—অজাত (জড়া প্রকৃতি); **অনুশয়ী**—তাকে আলিঙ্গন করে; **সুপ্তঃ**—নিদ্রিত ব্যক্তি; **কুলায়ম্**—তার শরীর; **যথা**—যেমন; **তম্**—তাঁর ওপর; **কৈবল্য**—তাঁর শুদ্ধ চিৎ অবস্থা; **নিরস্ত**—নিরস্ত থাকলেন; **যোনিম্**—জড় জাগতিক জন্ম; **অভয়ম্**—ভয়শূন্যতার জন্য; **ধ্যায়েৎ**—ধ্যান করা উচিত; **অজস্রম্**—প্রচুর; **হরিম্**—পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

যিনি এই বিশ্বকে নিত্য পর্যবেক্ষণ করেন, যিনি সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্তে বর্তমান ছিলেন, তিনিই সর্বব্যাপী ভগবান। তিনি জড়াশক্তি ও চিদাত্মার প্রভু, তিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি করে জীবের সঙ্গে তাঁর সৃষ্টির মাঝে প্রবেশ করেছেন। সেখানে তিনি জড় দেহসমূহের সৃষ্টি করে তাদের নিয়ন্ত্রক হিসাবে অবস্থান করছেন। নিদ্রিত ব্যক্তি যেমন তার নিজ শরীরের কথা ভুলে যায়, তেমনই কেউ তাঁর শরণাগত হলে মায়ার কবল মুক্ত হতে পারে। ভয়-মুক্তিকামী ব্যক্তির অবিরাম ভগবান হরির ধ্যান করা উচিত, কেননা হরি সর্বদা পূর্ণতার স্তরে অবস্থান করছেন এবং তাঁর কখনও জড় জগতে জন্ম হয় না।

তাৎপর্য

জীবাত্মাকে এই সৃষ্টির মাঝে প্রেরণকালে এই সুপ্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করে পরম পুরুষ ভগবান জীবের সকল প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহ করলেন—সফল কর্মী জীবগণের জাগতিক কর্মে সফলতা অর্জনের জন্য তিনি তাদের প্রয়োজনীয় বুদ্ধিবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়সমূহ দান করলেন। তিনি অপার্থিব জ্ঞানাকাঙ্ক্ষীদের জন্য এমন বুদ্ধিবৃত্তি

দিলেন যার দ্বারা তারা ভগবানের চিন্ময় জ্যোতিতে বিলীন হয়ে যেতে পারে এবং এইভাবে তারা মুক্তি লাভে সক্ষম হয়। তিনি তাঁর ভক্তদের এমন উপলব্ধি দিলেন যা তাদের শুদ্ধ ভগবৎ-সেবার দিকে চালিত করে।

এইসকল বিভিন্ন সুযোগের সুবিন্যাশ করতে পৃথবীব্যাপী বিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য ভগবান জড়া প্রকৃতিকে সক্রিয় করলেন। এইরূপে শ্রীভগবান হলেন সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ। তিনি উপাদান কারণও বটেন, যেহেতু সমস্ত কিছুই তাঁর থেকে সৃষ্ট এবং এই নিখিলবিশ্ব সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্তে একমাত্র তিনিই বর্তমান আছেন।

চতুঃশ্লোকী ভাগবতে স্বয়ং ভগবান নারায়ণ বলেছেন—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্ ।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥

"হে ব্রহ্মা! সৃষ্টির পূর্বে পরমেশ্বর ভগবান আমিই একমাত্র বর্তমান ছিলাম, এবং তখন আমি ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। এমনকি এই সৃষ্টির কারণভূত প্রকৃতি পর্যন্ত ছিল না। সৃষ্টির পরেও একমাত্র আমিই আছি এবং প্রলয়ের পরেও পরমেশ্বর ভগবান একমাত্র আমি অবশিষ্ট থাকব।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ২/৯/৩৩) আদিমযুগের মায়া এবং জীবাত্মা আপেক্ষিক অর্থে যথাক্রমে সৃষ্টির উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণের শিরোনাম লাভের যোগ্য হতে পারে, কিন্তু মোটের ওপর শ্রীভগবান এই উভয়েরই মূল উৎস।

যতক্ষণ পর্যন্ত জীবাত্মা পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা গ্রহণ না করছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত সে *অনুশয়ী*, অর্থাৎ অসহায়ভাবে সে মায়ার কবলে আবদ্ধ। আর যখন সে ভগবানের আরাধনামুখী হচ্ছে, তখন সে অন্য অর্থে *অনুশয়ী* হচ্ছে—ভগবানের শ্রীচরণে প্রণাম নিবেদনের জন্য দণ্ডবৎ পতন। এরূপ শরণাগতির দ্বারা সহজেই জীবাত্মা মায়াকে দূরে সরিয়ে দেয়। তথাপিও যদি মনে হয় যে মুক্ত আত্মা জড় দেহে বাস করছে, তবে সেটা তার বাহ্যিক রূপের সঙ্গে সম্পর্ক । সে তখন তার এই বাহ্যিক রূপকে স্বপ্নরাজ্যের গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন এক ব্যক্তির চেয়ে বেশি শ্রদ্ধা দেখায় না।

জড় দেহের সঙ্গে মিথ্যা পরিচয় ত্যাগ করে কেউ তার অজ্ঞতা বর্জন করে। কখনও বা বহু জীবনকালের কঠোর প্রচেষ্টার দ্বারা এই অবস্থা লাভ করা যায়, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়মিত অভ্যাসের দ্বারা কেউ যত অল্প কৃতিত্বই অর্জন করুক না কেন ভগবান তার প্রতি বিশেষ অনুকম্পা দেখিয়ে থাকেন। ভীষ্মদেবের

কথায়, *যমিহ নিরীক্ষ্য হতা গতাঃ স্বরূপম্*—"কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে যারা শুধু শ্রীকৃষ্ণকে দেখেছে, মৃত্যুর পর তারা তাদের প্রকৃত স্বরূপ লাভ করেছে।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/৯/৩৯) এমনকি সেই অঘ, বক, এবং কেশী নামক অসুরগণ কোন দিব্য অনুশীলন ছাড়াই শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভে মুক্তি পেয়েছে, এটা তাঁর পরমেশ্বর ভগবানরূপের অপূর্ব অবস্থা। এটা জেনে আমাদের সকল ভয় ও সন্দেহকে পাশে সরিয়ে রেখে ভগবানের সেবায় নিজেদের নিযুক্ত করতে হবে।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই অধ্যায়ে তাঁর শেষ মন্তব্যে লিখেছেন,

সর্ব-শ্রুতি-শিরো-রত্ন-নীরাজিত-পদাম্বুজম্ ।
ভোগ-যোগ-প্রদং বন্দে মাধবং কর্মী নস্ত্রয়োঃ ॥

"সকল *শ্রুতির* মধ্যে রত্নের ন্যায় শ্রেষ্ঠ *শ্রুতিসমূহ* তাদের জ্যোতি দ্বারা ভগবান মাধবের চরণকমলে আরতি প্রদান করছেন। যিনি জাগতিক কর্মীদের দ্বারা সম্মানিত জড় উপভোগ প্রদান করছেন, এবং যিনি ভগবানের সঙ্গে দিব্য সম্পর্কের অনুমোদন করছেন তাঁকে আমি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরও তাঁর বিনীত প্রার্থনা জানানোর এই সুযোগ গ্রহণ করছেন—

হে ভক্তা দ্বার্যয়ঞ্চদ্বালধী রৌতি বো মনাক্ ।
প্রসাদং লভতাং যস্মাদ্বিশিষ্টঃ শ্বেব নাথতি ॥

"হে ভক্তগণ, এই বেচারী আপনাদের দ্বারে দাঁড়িয়ে তার লেজ নেড়ে কাঁদছে। দয়া করে তাকে কিছু প্রসাদ দিন, যাতে সে কুকুরদের মধ্যে বিশিষ্টতা লাভ করতে পারে এবং শ্রেষ্ঠ প্রভুদের মধ্যে একজনকে তার মালিকরূপে পায়।" এখানে আচার্য তাঁর নিজের নামের ওপর শ্লেষ অলঙ্কারের প্রয়োগ করছেন, *বিশ* (ইষ্টঃ), "বিশিষ্ট", *শ্ব* (ইব), "কুকুরের মতো", *নাথ* (অতি), "প্রভু লাভ করে"। এরূপই হল বৈষ্ণব বিনয়ের পরিপূর্ণতা।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'মূর্তিমান বেদসমূহের প্রার্থনা' নামক সপ্তাশীতিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।